

শ্রী রামকৃষ্ণ বাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ

সংকলক

কুমারকৃষ্ণ নন্দী

LIBRARY
RAMKRISHNA MATH
(BELUR MATH, HOWRAH)



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

‘শ্রীরামকৃষ্ণ বাণী ও শাস্ত্রপ্রমাণ’ পুস্তকটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্যদ মহাপুরুষ মহারাজ (স্বামী শিবানন্দ)-এর কৃপাধন্য অধুনা প্রয়াত কুমারকৃষ্ণ নন্দী মহাশয় সংকলন পূর্বক জগদীশপুর (সাঁওতাল পরগণা, বিহার) হইতে ১১ ফাল্গুন ১৩৫৩ (২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭) সালে প্রকাশিত করেছিলেন। বর্তমানে শ্রীশ্যামল কুমার নন্দী (যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পুস্তকটির স্বত্বাধিকার প্রাপ্ত) তাঁর ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখের পত্র দ্বারা পুস্তকটির স্বত্বাধিকার উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ ও প্রকাশককে নিঃশর্তে অর্পণ করেছেন। বহুতর-শাস্ত্রোদ্ধৃতি সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বাণীর শাস্ত্রীয় প্রামাণ্য অবধারণ করতে পুস্তকটি বিগত প্রায় ষাট বৎসরেরও অধিক কাল বিদ্বজ্জনের অধ্যাত্মশাস্ত্র-চর্চায় অশেষ সহায়তা করেছে। আমরা তাই এই পুস্তকটির পুনঃ প্রকাশ করতে পেরে গভীর তৃপ্তিবোধ করছি। উদ্বোধন কার্যালয় থেকে গ্রন্থটির প্রকাশনার্থ রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সেক্রেটারী স্বামী গিরিশানন্দজীর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমাদের আশা ও প্রার্থনা শ্রদ্ধাশীল পাঠকগণ গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করে যেন নিজ নিজ আধ্যাত্মিক জীবন অধিকতর সমৃদ্ধ করতে সমর্থ হন।

শ্রীশ্রীমায়ের ১৫৬তম জন্মতিথি

১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮

৩ পৌষ, ১৪১৫

১, উদ্বোধন লেন

কলিকাতা-৭০০ ০০৩

নিবেদক

স্বামী মুমুক্শানন্দ

কার্য্যাধ্যক্ষ ও প্রকাশক

উদ্বোধন কার্যালয়

[শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি হইতে যে সমস্ত বচন এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাদের বর্ণানুক্রমিক তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল। এতদ্ব্যতীত উক্ত বচনগুলির পার্শ্বে যে সমস্ত সংখ্যার নির্দেশ করা হইয়াছে, পাঠকবর্গের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহারও বিবরণ দেওয়া গেল।]

সংখ্যা সম্বন্ধে নির্দেশ :-

যেখানে ১।১।১ এইরূপ চিহ্ন থাকিবে, সেখানে ক্রমানুযায়ী অধ্যায়ের বা বল্লীর বা পরিচ্ছেদের পাদের বা অনুবাক্যের বা ব্রাহ্মণের ও শ্লোকের বা সূত্রের কিংবা সর্গের, অধ্যায়ের ও শ্লোকের বা সূত্রের সংখ্যাকে বুঝিতে হইবে। উক্ততস্থলে প্রথম অধ্যায়, প্রথম পাদ, প্রথম শ্লোক বা সূত্র বুঝিতে হইবে। কোন কোন গ্রন্থে অধ্যায়, পাদবিভাগ নাই—সর্গ ও অধ্যায় বিভাগ আছে, সেখানে প্রথম সংখ্যাবাচক শব্দে সর্গ, দ্বিতীয় সংখ্যাবাচক শব্দে অধ্যায়, তৃতীয় সংখ্যাবাচক শব্দে শ্লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। কোন কোন পুস্তকে অধ্যায় ও বল্লীর বিভাগ আছে, যেমন—কঠোপনিষদে—সেখানে সংখ্যার দ্বারা তাহাই বুঝিতে হইবে। এইরূপ সর্বত্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পত্রাঙ্ক
সংসারাত্মম	১
কামিনী-কাঞ্চন	৬১
গুরুতত্ত্ব	৬৯
ত্যাগ	৭৩
সত্যকথা	৭৬
বিশ্বাস	৭৮
ব্যাকুলতা	৮১
সন্ন্যাস	৮৩
কর্মযোগ	৯২
ভক্তিযোগ	১০০
জ্ঞানযোগ	১২৭
যোগ-তত্ত্ব	১৭৩
ধ্যান-তত্ত্ব	১৮৬
সাকার ও নিরাকার	১৯১
অবতার-তত্ত্ব	১৯৮
শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য	২১১
সর্বধর্ম-সমন্বয়	২১৮
বিবিধ	২২৩

ব্যবহৃত গ্রন্থসমূহের সাংক্ষেপিক পরিচয়

অদ্বৈত সিদ্ধি	...	অদ্বৈত সিদ্ধি
অদ্বৈত রাঃ	...	অদ্বৈত রামায়ণ
অধ্যাত্ম আঃ	...	অধ্যাত্ম রামায়ণ, আদিকাণ্ড
অন্নপূর্ণা উঃ	...	অন্নপূর্ণা উপনিষৎ
অবধূত গীতা	...	অবধূত গীতা
অষ্টাষট্ঠক সং	...	অষ্টাষট্ঠক সংহিতা
আত্মবোধ	...	আত্মবোধ
আদিষামল	...	আদিষামল
আহিকতত্ত্ব	...	আহিকতত্ত্ব
উঃ নীঃ স্বাঃ	...	উজ্জ্বল নীলমণি স্থাতিভাব
উত্তর গীতা	...	উত্তর গীতা
উৎকল খণ্ড	...	উৎকল খণ্ড
ঋগ্বেদ	...	ঋগ্বেদ
কঠ উঃ	...	কঠোপনিষৎ
কামাখ্যা তন্ত্র	...	কামাখ্যা তন্ত্র
কালিকা পুঃ	...	কালিকা পুরাণ
কাঃ খঃ	...	কাশী খণ্ড
কাশীরহস্য	...	কাশীরহস্য
কুলার্ণবঃ	...	কুলার্ণব তন্ত্র
কুঞ্জিকা	...	কুঞ্জিকা তন্ত্র
কুঃ পুঃ	...	কৃষ্ণ পুরাণ
কেন উঃ	...	কেনোপনিষৎ
কেন্দার মাহাত্ম্যম্	...	কেন্দার মাহাত্ম্যম্

কৈবল্য উঃ	...		কৈবল্যোপনিষৎ
হরিবংশ		...	খিল-হরিবংশ
গর্গ সং	...	...	গর্গ-সংহিতা
গণেশ গীতা	...	...	গণেশ গীতা
গঃ পুঃ পুঃ থঃ	..	...	গরুড় পুরাণ পূর্ব খণ্ড
গীতা	...	...	ভগবদ্গীতা
ঘেরণ্ড সং	...		ঘেরণ্ড-সংহিতা
চণ্ডী	...		চণ্ডী
চৈতন্য চন্দ্রঃ	...	...	চৈতন্য-চন্দ্রোদয়
চৈঃ চঃ আঃ	...	...	চৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা
চৈঃ ভাঃ মঃ	...	...	চৈতন্য-ভাগবত মধ্যলীলা
ছান্দোগ্য উঃ	...	...	ছান্দোগ্য উপনিষৎ
জ্ঞান সঙ্ক	...	...	জ্ঞান সঙ্কলিনী তন্ত্র
তন্ত্রসার	...	...	তন্ত্রসার
তুলসী রাঃ	...	...	তুলসী রামায়ণ
ত্রিপাৎ বিভূতি উঃ	...	...	ত্রিপাৎ বিভূতি উপনিষৎ
তৈত্তিরী উঃ		...	তৈত্তিরীয় উপনিষৎ
তৈত্তিরীয় ব্রাঃ	...	...	তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ
দান খণ্ড	...	...	দান খণ্ড (হেমাদ্রি)
দেবী পুঃ	...	...	দেবী পুরাণ
দেঃ ভাঃ	...	...	দেবা ভাগবত
দৃগ্ দৃশ্য বিবেক	...	...	দৃগ্ দৃশ্য বিবেক
নাদবিন্দু উঃ	..	...	নাদবিন্দু উপনিষৎ
নাঃ পঃ রাঃ	...	...	নারদ পঞ্চরাত্র
নারদ পরিব্রাজক উঃ	...	...	নারদ পরিব্রাজক উপনিষৎ

নাঃ ভঃ সৃঃ	...	...	নারদীয় তন্ত্ৰি-সূত্র
নিদান	...		নিদান
নৃসিংহ তাপনী উঃ	...	...	নৃসিংহ তাপনী উপনিষৎ
নৈকশ্মসিদ্ধি			নৈকশ্মসিদ্ধি
পঞ্চদশী	...		পঞ্চদশী
পদ্ম পুঃ পাতাল	...	...	পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড
পদ্মোত্তর		...	পদ্মোত্তর
পবন বিজয়	...		পবন বিজয় স্বরোদয়
পাঃ সৃঃ		...	পাতঞ্জল সূত্র
পরায়ণ গীতা	...	...	পরায়ণ গীতা
প্রজ্ঞা পরিমিতা সূত্র	...	...	প্রজ্ঞা পরিমিতা সূত্র
প্রাণতোষণীঃ	...		প্রাণতোষণী তন্ত্র
ফেৎকারিণী	...		ফেৎকারিণী তন্ত্র
বামন পুঃ		...	বামন পুরাণ
বিচার চঃ		...	বিচার চন্দ্রোদয়
বিবেক চূঃ	...	...	বিবেক চূড়ামণি
বিশ্বকোষ	...	...	বিশ্বকোষ
বিষ্ণুধর্মোত্তর	...		বিষ্ণুধর্মোত্তর
বিঃ পুঃ প্রঃ	...	...	বিষ্ণু পুরাণ প্রথম অংশ
বৃহদারণ্যক উঃ	...	...	বৃহদারণ্যক উপনিষৎ
বৃঃ নাঃ পুঃ	...	...	বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বৃহন্নীলঃ	...	...	বৃহন্নীল তন্ত্র
বৃহত্তাগবতামৃত	...	...	বৃহৎ ভাগবতামৃত
বৃহস্পতি সংহিতা	...	...	বৃহস্পতি সংহিতা
বেদান্তদীপ	...	...	বেদান্তদীপ

বেদান্ত পরিভাষা	...	বেদান্ত পরিভাষা
বেদান্ত সংজ্ঞাবলী	...	বেদান্ত সংজ্ঞাবলী
বেদান্ত সার	...	বেদান্ত সার
বোধসার	...	বোধসার
ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী	...	ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী
ব্রহ্ম উঃ	...	ব্রহ্মোপনিষৎ
ব্রঃ বৈঃ পুঃ কুঃ	...	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্মখণ্ডম্
ব্রহ্ম পুঃ	...	ব্রহ্ম পুরাণ
ব্রহ্ম সূত্র	...	ব্রহ্মসূত্র
ব্রহ্মাহুচিন্তন	...	ব্রহ্মাহুচিন্তনম্
ব্রহ্মাণ্ড পুঃ	...	ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
ভক্তমাল	...	ভক্তমাল
ভক্তিচন্দ্রিকা	...	ভক্তিচন্দ্রিকা
ভঃ বঃ	...	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
ভাঃ	...	শ্রীমদভাগবত
ভাষপ্রকাশ	...	ভাষপ্রকাশ
মৎস্ত পুঃ	...	মৎস্ত পুরাণ
মহাসংহিতা	...	মহাসংহিতা
মলমাসতত্ত্ব	...	মলমাসতত্ত্ব
মঃ নিঃ তঃ	...	মহানির্বাণ তন্ত্র
মহাঃ শাস্তিঃ	...	মহাভারত শাস্তিপর্ক
মহিম্ন স্তোত্র	...	মহিম্নঃ স্তোত্র
মাঃ পুঃ	...	মার্কণ্ডেয় পুরাণ
মাণ্ড্য কাঃ	...	মাণ্ড্য কারিকা
মীরাবাদি কড়চা	...	মীরাবাদি কড়চা

মুণ্ডক উঃ	...	মুণ্ডক উপনিষৎ
মুণ্ডমালাঃ	...	মুণ্ডমালাতন্ত্র
মৈত্রায়ণী উঃ	...	মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ
যতিধর্ম সং	...	যতিধর্ম সংগ্রহ
যোগকুণ্ডল উঃ	...	যোগকুণ্ডল উপনিষৎ
যোগচূড়ামণি উঃ	...	যোগচূড়ামণি উপনিষৎ
যোগতত্ত্ব উঃ	...	যোগতত্ত্বোপনিষৎ
যোগঃ বাঃ রাঃ	...	যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ
যোগিনীতন্ত্র	...	যোগিনীতন্ত্র
লঘুভাগবতামৃত	...	লঘুভাগবতামৃত
শঙ্কর দ্বিগিজয়	...	শঙ্করদ্বিগিজয়
শঙ্করভ্রম	...	শঙ্করভ্রম
শান্তানন্দতরঙ্গিণী	...	শান্তানন্দতরঙ্গিণী
শাণ্ডিল্য সূঃ	...	শাণ্ডিল্য সূত্র
শাতাতপ সং	...	শাতাতপ সংহিতা
শাস্তি গীতা	...	শাস্তি গীতা
শিঃ পুঃ	...	শিব পুরাণ বিজেশ্বর
শিব সং	...	শিব সংহিতা
শ্বেতাশ্বতর উঃ	...	শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
ষড়্জ গীতা	...	ষড়্জ গীতা
সন্ন্যাস উঃ	...	সন্ন্যাস উপনিষৎ
সন্ন্যাস ধর্ম	...	সন্ন্যাস ধর্ম
সঃ বেঃ সাঃ সং	...	সর্ববেদান্তসার সংগ্রহ
সময়াচার	...	সাংখ্যপ্রবচন সূত্র
সাং সূঃ	...	সাংখ্য সূত্র

হঠাৎ	...	...	হঠাৎ প্রদীপিকা
হঠাৎ দী:	...	...	হঠাৎ দীপ্তি
হ: ভ: বি:	...	...	হঠাৎ বিলাস
হঠাৎ উ:	...	...	হঠাৎ উপনিষৎ

বিষয়-সূচী

(নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির দ্বারা পাঠ্যগ্রন্থের সংখ্যা বুঝিতে হইবে)

সংসারাত্মক

ঈশ্বরের ইচ্ছায় সংসার—১-৬। সংসার অনিত্য—৭-১০। সংসারে শোকাদি—১১-১২। আসক্তিই বন্ধন—১৩-১৫। সংসারে থাকিয়া ভগবান লাভ কঠিন—১৬-২০। মায়ার খেলা—২১-২৩। সহজে ঈশ্বর লাভ হয় না—২৪-৩৩। সংসার দরকার—৩৪-৩৫। চারি প্রকার জীব—৩৬-৪৫। বিচার বিবেক—৪৬-৪৯। সংসারে কিরূপে থাকিবে—৫০-৬৮। তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়—৬৯-৮৪। সংসার ত্যাগের আবশ্যক নাই—৮৫-৮৬। সাধুদের ফল—৮৭-৯১। বিভূতি বা প্রকাশ—৯২-৯৯। পিতামাতা গুরুজন—১০০-১০৪। জ্ঞান হইলে সব সমান দেখায়—১০৫। কর্তব্য—১০৬-১২১।

কামিনী-কাঞ্চন

বর্ষা ধারণ কর্তব্য—১-২। অষ্টপ্রকার মৈথুন—৩। কাম সহজে যায় না—৪। সাবধানতা দরকার—৫-৬। উপায়—৭-১০। দোষ—১১-১৪। ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ভুলিয়ে দেয়—১৫-১৭। বিদ্যা ও মনোবিজ্ঞান—১৮-১৯। পতিব্রতা—২০।

গুরু-ভক্ত

ভগবানই গুরু—১। তিনিই গুরুরূপে আসেন—২-৩। গুরুতে বিশ্বাস করিতে হয়—৪-৫। গুরুর প্রকার ভেদ—৬-৭। গুরুভক্তি দরকার—৮-১২।

ত্যাগ

ত্যাগের আবশ্যকতা—১-২। ত্যাগের উপায়—৩। ত্যাগের লক্ষণ—৪-৭।

সত্যকথা

সত্যই কলির তপস্যা—১। সত্যলাভ—২।

বিশ্বাস

বিশ্বাস দরকার—১। বিশ্বাসেই লাভ হয়—২-৫।

ব্যাকুলতা

ব্যাকুলতার লক্ষণ—১। ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা—২-৩। ব্যাকুলতার উপমা—৪-৫।

সন্ন্যাস

সন্ন্যাসীর লক্ষণ—১-৩। সন্ন্যাসীর প্রকার ভেদ—৪-৫। মন্দ লক্ষণ—৬-৭। সাধুর হৃদয়েই ভগবানের আবাস—৭। বৈরাগ্যের লক্ষণ:—মনা, তীব্র, কৌমার ও মর্কট বৈরাগ্য—৮-১২। সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন—১৩-১৭। সন্ন্যাসীর সর্বত্যাগ দরকার—১৮-২০।

কর্মযোগ

কর্মযোগ ও মনোযোগ—১। কর্মের প্রয়োজনীয়তা—২-৪। আশাবদ্ধ—৫। কলিতে তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতা—৬। কর্ম করিতেই হইবে—৭। কর্ম জীবনের উদ্দেশ্য নহে—৮-৯। নিষ্কাম কর্ম—১০-১৩। আন্তরিকতা আসিলে তিনিই করাইয়া লয়—১৪। শেষে কর্মত্যাগ হয়—১৫-১৭।

ভক্তিযোগ

ভক্তি কাহাকে বলে—১। কলিতে ভক্তিযোগ—২-৩। ভক্তিতে সব
পাওয়া যায়—৪-৬। ভক্তেরা সেবা চায়—৭-১০। ভক্তি লাভের উপায়—
১১। বেশী বিচার ভাল নয়—১২-১৪। সেবা-সেবকভাব—১৫-১৮। ভক্তের
লক্ষণ—১৯-২২। উদ্যোগ—২৩। ভক্তির প্রকার ভেদ—২৪-২৫। আশাবদ্ধ
—২৬। রাগ ভক্তি, (প্রেমামুখ্য) —২৭-২৯। প্রেম একাদ্বী, সাধারণী,
সমগ্রসা, সমর্পা—৩০। গোপীদের পূর্ব জন্ম—৩১। ভক্তির প্রকার ভেদ,
সকাম, নিষ্কাম, শুদ্ধ, অহৈতুকী, উজ্জ্বিতা, নিষ্ঠা, প্রেমা—৩২-৩৬। মন্দা—
৩৭। পঞ্চভাব শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাব—৩৮-৩৯। প্রেমের
শরীর ও দর্শন—৪০। ভক্তের প্রকার ভেদ—৪১-৪৪। ভক্ত সব অবস্থা জন্মেন
—৪৫। ভক্তের ভগবান—৪৬। ভগবান তপশ্চায়া পুত্রহ গ্রহণ করেন—৪৭।
ভক্তের আতিভেদ নাই—৪৮।

জ্ঞানযোগ

ব্রহ্মের স্বরূপ—১-১০। ব্রহ্ম ও শক্তি ১১-১৩। পুরুষ ও প্রকৃতি—১৫-২০।
নিত্য ও লীলা—২১-২৬। মায়ী—২৭-৩৪। শূণ্য—৩৫। অধ্যাস—৩৬।
অহঙ্কার বা আমি—৩৭-৪১। দৈশ্বর লাভের উপায়—৪২-৫২। দৈশ্বর কৃপা—
৫৩-৫৬। জ্ঞান ও অজ্ঞান—৫৭-৫৮। জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী—৫৯-৭২। জ্ঞানোন্মাদ
—৭৩। সমাধি—৭৪-৭৬। দৈশ্বর দর্শন—৭৭। ব্রহ্ম দর্শন—৭৮। শরীরের
উদ্দেশ্য—৭৯। জ্ঞানের অধিকারী—৮০-৮১। পঞ্চকোষ—৮২। জগৎ
মিথ্যা—৮৩।

যোগতত্ত্ব

যোগ কাহাকে বলে—১। যোগের উপায়—২-৩। ষট্চক্রবর্ণনা—৪-৭।
সমাধি—৮-৯। পিপীলিকা ও ভেক গতি—১০। যোগীর লক্ষণ—১১। কেন
বান্দু স্থির হয় না—১২-১৩। হঠযোগ নেতি দ্বোতি—১৪। হঠযোগের নিন্দা
—১৫-১৭। সিদ্ধাই ভাল নহে—১৮-২৩

ধ্যান-তত্ত্ব

ধ্যানের ধারা—১-২। ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান থাকে না—৩-৪। ধ্যানের ক্রম
ও স্থান—৬-৮। শরীরের কোন্ স্থানে ধ্যান করিবে—৯। ধ্যানের লক্ষণ—
১০-১১। ধ্যানই শ্রেষ্ঠ—১২।

সাকার ও নিরাকার

তিনিই সাকার ও নিরাকার—১-৩। সাকার ধরিয়া নিরাকারে যাওয়া যায়।
৪। সাকারে রূপ দর্শন হয়—৫-৬। তিনিই অন্তরে বাহিরে—৭। তিনি
বহুরূপী—৮-১০। বিষয় বুদ্ধিতে জানিতে দেয় না—১১। প্রতিমায় পূজা—
১২-১৬।

অবতার-তত্ত্ব

অবতারের প্রয়োজন—১-৪। মনুষ্যলীলার শ্রেষ্ঠতা—৫-৭। অবতারের
ভেদ :—দশাবতার, চব্বিশ অবতার, অসংখ্য অবতার—৮। গোপীদের পূর্ব
জন্ম—৯। নিত্য, সাধন ও কৃপাসিদ্ধ—১০-১২। অবতার জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা
দেন—১৩-১৫। চৈতন্যদেব অবতার—১৬। অবতারকে জানা যায় না—
১৭-২০। কাক-ভূষণীর কথা—২২। জানিবার উপায়—২৩-২৫।

শাস্ত্র-পাণ্ডিত্য

বিবেক বৈরাগ্যহীন পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না—১। কেবল শাস্ত্র পাঠে তাঁকে
বুঝা যায় না—২-৪। শাস্ত্রের মর্ম গ্রহণ করিতে হয়—৫-৯। তাঁকে লাভ
করাই প্রয়োজন—১০-১১। আচার্য্যের শাস্ত্র জানা দরকার—১২। শাস্ত্রের
অর্থ দুই প্রকার—১৩-১৫।

সর্বধর্ম-সমন্বয়

অনন্ত মত, অনন্ত পথ—১-২। তাঁর ইচ্ছায় নানা ধর্ম—৩। তিনি এক,
নাম ভেদ মাত্র—৪। ধর্ম লইয়া ঘেঁষাঘেঁষি ভাল নয়—৫-৬। তিনি সব জানতে
পারেন—৭। অপর ধর্মের নিন্দা করিতে নাই—৮-১২। তিনিই সব
হয়েছেন—১৩।

বিবিধ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণবাণী

ও

শাস্ত্র-প্রমাণ

সংসারাত্রয়

১। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে (১)। ভগবান নিজেই এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে এরই মধ্যে রয়েছেন। তিনি জগতের আধার আধেষ দুইই (২)। বেদে আছে উর্গনাভির কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা তার নিজের ভেতর থেকে জাল বার করে আবার সেই জালে থাকে (৩)। ‘সাপ হয়ে খাই, রোজা হয়ে ঝাড়ি।’ তিনি বিছা অবিছা দুইই হয়ে রয়েছেন। অবিছা মায়ায় অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন ; বিছা মায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে ঝাড়ছেন (৪)। জ্ঞানী দেখেন তিনি আছেন, তিনিই কর্তা,

১। (১) স্বেচ্ছয়া স্রষ্টু মায়েভে সৃষ্টিং স্বেচ্ছাময়ঃ প্রভুঃ ॥ ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৩।৩

(২) ইদং সৰ্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশ্চ ॥

তৈত্তিরী ২।৬।২

(৩) যথোর্গনাভিঃ সৃজতে গৃহ্মতেচ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি ॥

মুক্তকোপনিষৎ ১।১।৭

(৪) বিছাবিচ্ছে মম তন্ বিদ্যুদ্বব শরীরিণাম্।

মোক্ষ-বন্ধকরী আন্তে মায়ায়া মে বিনির্মিতে ॥ ভাঃ ১১।১১।৩

সৃষ্টি স্থিতি সংহার করছেন (৫)। বিজ্ঞানী দেখেন তিনিই সব হয়ে
রয়েছেন (৬)। P 1.6

P.2। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্য-
কালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। নিত্যকালী মহাকালীর
কথা তত্ত্বে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল
না, নিবিড় অন্ধকার, তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী মহাকালের
সঙ্গে বিরাজ করছিলেন (১)^{2.1}। শ্মশানকালীর সংহার মূর্ত্তি। যখন
মহানারী হ্রিষ্ক হয়, তখন রক্ষাকালীর পূজা করতে হয় (২)^{P 2.2}

(৫) একোহপি সন্ মহাদেব স্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ।

সর্গরক্ষালয়গুণৈ নিগুণোহপি নিরঞ্জনঃ ॥ ॥ কৃঃ পুঃ পুঃ ৪।৫৩

(৬) থং বায়ুমগ্নিং সলিলং মহীঞ্চ,

জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিশৌ ক্রমাদীন।

সরিং-সমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যংকিঞ্চ ভূতং প্রণমেদনতঃ ॥

ভাঃ ১।১২৪১

২। (১) 'আসীজ্জগদিদং পূর্ব্ব মনর্ক-শশিতারকম্।

অহোরাত্রাদিরহিতমনয়িকমদিজুখম্ ॥

তৎ সদ ব্রহ্মেতি যংস্রষ্টা সদেকং প্রতিপাত্ততে।

স্থিতা প্রকৃতিরেকা সা সচ্চিদানন্দবিগ্রহা ॥

(২) সর্ব্ববিয়োগশাস্ত্যর্থং রক্ষাকালীং প্রপূজয়েৎ।

মারীভয়ে সমায়াতে হ্রিষ্ক-ভয়পীড়িতে।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কালীং কালবিনাশিনীম্ ॥

রক্ষণং সর্ব্বভূতানাং রক্ষাকালীতি সা স্মৃত্তা ॥

শব্দকল্প, শ্যামাশঙ্ক ॥

৩। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয় তখন মা সৃষ্টির বীজ
সকল কুড়িয়ে রাখেন, অর্থাৎ বীজ স্বরূপে এই সৃষ্টির সব রকম ভাব
তাঁতেই নিহিত থাকে। ইচ্ছা হলেই আবার সৃষ্টি করেন। বাড়ীর
গিন্নীদের কাছে একটা হাতা কাতার হাঁড়ি থাকে, তাতে সমুদ্রের
ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলীবাঁধা, শসাবিচি, কুমড়োবিচি,
লাউবিচি এই সব রাখেন। দরকারের সময় বার করেন (১)। P 3.1

P-4। ঈশ্বরের সৃষ্টি অনন্ত রকমের। কত জীব জন্তু, গাছ পালা,
আছে তার ইয়ত্তা নাই (১)। মানুষের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে,
সাধু আছে, অসাধু আছে, সংসারী জীব আছে, আবার ভক্ত আছে।
জন্তুদের মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে,—বাঘ, সিংহ, সাপ, সব আছে।
গাছের মধ্যে অমৃতের ত্রায় ফল হয় এমন আছে, আবার বিষফলও হয়
এমনও আছে। আবার আগাছাও করেছেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই
যা কিছু হয়েছে জানবে। তাঁর ইচ্ছায় হল, আবার তাঁর ইচ্ছায় যাচ্ছে,
তুমি কি করবে? (২)

৫। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিষ বটে কিন্তু মহৎ লোক
তৈয়ার কোরবেন বোলে এই সব দিয়েছেন। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ

৩। (১) সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্।

কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজামাহম্ ॥ গীতা ৯।৭

৪। (১) ততোহহংজচ্চ ভূতানি স্বাবরাণি চরাণি চ।

যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্ভান্ তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ ॥

নরকিন্নর-রক্ষাংসি বয়ঃ-পশু যুগোরগান্।

অব্যয়ঞ্চ ব্যয়ঞ্চৈব দ্বয়ং স্বাবর-জঙ্গমম্ ॥ কৃঃ পুঃ পুঃ ৭।৬১-৬২

(২) বাসুদেবো জগৎস্থিতি-স্থিতি-সংযমকারণম্ ॥ মাঃ পুঃ ১।১৩

হয়। জিতেন্দ্রিয় তাঁর কৃপায় ঈশ্বর লাভ পর্য্যন্ত করতে পারে (১)।
আবার অতদিকে দেখ, কাম থেকে তাঁর সৃষ্টি লীলা চলছে (২)।

৬। সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তাঁর মায়াতে সংসারী
জীব কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ। আবার তিনি ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন
তখন মুক্তি হবে (১)। তাঁর দয়া হলেই মুক্তি। ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই
অসম্ভব নয় (২)। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। সকলই
সম্ভব (৩)।

৭। শরীর দুদিনের জন্ম। যখন পড়ে গিয়ে হাত ভাঙ্গল তখন
মাকে বললাম, মা বড় লাগছে। মা তখন দেখিয়ে দিলে গাড়ী আর
তার ইঞ্জিনিয়ার। গাড়ীর একটা আধটা ইক্ষু, আলাগা হয়ে গেছে।
ইঞ্জিনিয়ার যেরূপ চালাচ্ছে গাড়ী সেইরূপ চলছে (১)। নিজের কোন
ক্ষমতা নাই।

৮। ঈশ্বরই সত্য, আর সব অনিত্য। জীব, জগৎ, বাড়ী-ঘর-
দ্বার, ছেলে, পিলে, এ সব বাজীকরের ভেলুকী। বাজীকরই সত্য;

৫। (১) জিতেন্দ্রিয়স্ত দাস্তন্ত জিতবাসাত্মনো মূনেঃ ।

মদ্বারণাং ধারয়তঃ কা সা সিদ্ধিঃ স্বহৃদ্বর্ভা ॥ ভাঃ ১১।১৫।৩২

(২) সোহকাময়ত বহুতাম্ প্রজ্ঞায়ৈ ॥ তৈঃ স্তিঃ উপ ২।৬

৬। (১) সৈবা প্রসন্নাবরদা নণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ চণ্ডী ১।৫৬

(২) শ্রিয়া কীর্ত্যাহুভাবেন তৎকর্ম্মস্থ ন বিস্ময়ঃ ॥ ভাঃ ১০।২৬।২২

(৩) নৈব বাচা ন মনসা নৈব প্রাপং ন চক্ষুষা ।

বেদে নিরূপিতং বস্তু বর্ণনীয়ং বিচক্ষণৈঃ ।

বেদে অনির্কচনীয়ং যৎ তন্নির্কর্ত্তব্যং কঃ ক্ষমঃ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৩।৬৭

৭। (১) সর্বে যন্তাঃ ভবান্ যন্তী যস্মি সর্বং প্রাতষ্ঠিতম্ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ১১।৩।৩১

তার খেলা সব অনিত্য—স্বপ্নের মত (১)। বাজীকর কাঠি দিয়ে বাজনা
বাজাচ্ছে, আর বলছে লাগ ভেলুকী লাগ। কিন্তু ঢাকা খুলে দেখ
কেবল কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল। জন্ম-মৃত্যু এ সব
ভেলুকীর মত, এই আছে এই নাই। তোমরা ত নিজে নিজে দেখছো,
সংসার অনিত্য। এই দেখনা কেন, কত লোক এল গেল। কত
জন্মাল, কত মোল। সংসার, এই আছে এই নাই। অনিত্য। জলই
সত্য, জলের ভুড়ভুড়ি, এই আছে এই নাই, ভুড়ভুড়ি জলে মিশিয়ে
যায়; যে জলে উৎপত্তি, সেই জলেই লয় (২)।

৯। যাদের এত ‘আমার’ ‘আমার’ করছ চোখ বুজলেই নাই।
কেউ নাই তবু নাতির জন্ম কাশী যাওয়া হয় না (১)। এরূপ সংসার
মিথ্যা; অনিত্য। ঈশ্বরই সত্য। তাঁর উপর কিরূপে ভক্তি হয়,
তাঁকে কেমন করে লাভ করা যায়, এখন এই চেষ্টা কর। মৃত্যুকে
সর্বদা মনে রাখবে (২)। মরবার পর কিছুই থাকবে না। এখানে
কতকগুলি কর্ম্ম করতে আসা।

১০। যেমন কোন বাড়ীতে বাস করতে হলে তার টেক্স দিতে হয়,
তেমনি এই দেহটার ভেতর বাস করতে হলে এরও টেক্স দিতে হয়।

৮। (১) ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাত্ততঃ ॥ পঞ্চদশী ৭।১৭৪

(২) উৎপত্তন্তে বলীয়ন্তে বদ্বদাশ্চ যথা জলে ॥ অবধূত গীতা ২।৭

৯। (১) লৌহদারুময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বন্ধো বিমুচ্যতে ।

পুত্রদারুময়ৈঃ পাশৈঃ নৈব বন্ধো বিমুচ্যতে ॥

গরুড়ঃ পুঃ উঃ ১৩।১৪

(২) পশ্চান্নিবাগ্ৰতো মৃত্যুং যোধাশ্চ নাচরেন্নরঃ ।

অজাগলন্তনশ্চেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ গরুড়ঃ পুঃ পুঃ ২২।১৭

রোগ, শোক সেই টেক্স আদায় করা জানবে (১)। যতক্ষণ দেহটা আছে, ততক্ষণ যত্ন করতে হয়। সুখ, দুঃখ দেহ ধারণের ধর্ম।

১১। দেহ ধারণ করলেই সুখ দুঃখ ভোগ আছে (১)। দেবকীর, কারাগারে চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান দর্শন হল (২), কিন্তু কারাগার ঘুচল না। যে কয়দিন ভোগ আছে, দেহ ধারণ করতে হয়। শ্রীমন্ত বড় ভক্ত, আর তার মা খুল্লনাকে ভগবতী কত ভালবাসতেন, সেই শ্রীমন্তের কত বিপদ। মশানে কাটিতে নিয়ে গিয়েছিল (৩)। একজন কাণা, গঙ্গা স্নান করলে, পাপ সব ঘুচে গেল, কিন্তু কাণা-চোখ আর ঘুচলো না। পূর্বজন্মের কর্ম ছিল তাই ভোগ।

১০। (১) কর্মজগৎশরীরেষু রোগাঃ শারীর-মানসাঃ ॥ গরুড় পুঃ পুঃ ১৩২৮

১১। (১) পঞ্চীকৃত-মহাভূতসম্ভবং কর্মসঙ্কিতম্।

শরীরং স্বখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ আত্মানাত্মবিবেকঃ।

(২) তমদ্ভুতং বালকমদ্ভুজেশ্বং চতুর্ভুজং শঙ্খগদাঘূর্দাদায়ুধম্ ॥

ভাঃ ১০।৩৯

(৩) পুটাজলি খুল্লনা করয়ে স্তাতবাণী।

খুল্লনাকে দিল বর বরদা ভবানী ॥

খুল্লনার শিরে মাতা আরোপিল পাপি।

কোল দিয়া আশীর্বাদ কৈলা নারায়ণী ॥ কবিকল্প চণ্ডী।

(খুল্লনার চণ্ডীদর্শন)

দিবস দুপুরে ডাকা,

সদাগরে মারে ঢেকা

লয়ে যায় দক্ষিণ মশানে।

পর্যাপ রক্ষার আশে

সাধু কহে প্রিয়ভাষে

সবিনয় নৃপাতচরণে।

কবিকল্প (শ্রীমন্তের বন্ধন)

পাপবদের অত বিপদ, (৪) কিন্তু এ বিপদে তারা চৈতন্য একবারও হারায়নি। তাদের মত জ্ঞানী, তাদের মত ভক্ত, কোথায়?

১২। পুত্র শোকের মত কি আর জ্বালা আছে (১)? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ। যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে। অক্ষয় মৌল, তখন কিছু হোল না। কেমন কোরে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম, যেন খাপের ভিতর তলোয়ার খানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার কোরে নিলে; তলোয়ারের কিছু হল না, যেমন তেমনই থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হল—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে ত পুড়িয়ে বুড়িয়ে এল। তার পরদিন ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায়, গামছা যেমন নিংড়ায় তেমন নিংড়াচ্ছে; অক্ষয়ের জন্ম প্রাণটা এমনি কচ্ছে। ভাবলুম, ‘মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে ত কতই ছিল। এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্ছে, তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিল বটে? (২) তা শোক হবে না গা? আত্মজ! (৩)

(৪) যত্র ধর্মস্থতো রাজা গদাপানি বৃকোদরঃ।

কৃষ্ণোহস্ত্রী গাণ্ডীবং চাপং স্ত্রহং কৃষ্ণস্ততোবিপং ॥ ভাঃ ১৩।১৫

১২। (১) ততোহপতাবিযোগোহি মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ ব্রঃ ১৩।৩৫

(২) অহো মায়াবলকোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।

বেদান্তশ্রু চ কর্তারং সর্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥

ন জানে কা চ সা মায়া কিং স্বিং সাতীব দুষ্করা।

যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীশ্রুতম্ ॥ দেবী ভাঃ ১।১৫।২৪-২৫

(৩) আত্মা বৈ পুত্র উৎপন্ন ইতি বেদানুশাসনম্ ॥ ভাঃ ১০।৭৮।৩৬

১৩। ভেতরে সংসার-আসক্তি থাকলে মৃত্যুকালে সেটি দেখা দেয়। বাহিরে মালা জপলে, তীর্থে গেলে, গঙ্গাস্নান করলে কি হবে? যেমন টিয়া পাখী সহজবেলা ‘রাধা-কৃষ্ণ’ বলে, কিন্তু বেড়ালে ধরলেই নিজের বুলি বেরায়, ‘ক্যাঁ ক্যাঁ’ করে। দেহত্যাগের আগে যদি কেউ ঈশ্বরের সাধন করে, আর সাধন করতে করতে—ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে যদি দেহত্যাগ হয়, তবে আর পাপ কখন স্পর্শ করবে? (১)

১৪। মৃত্যুকালে যাতে ঈশ্বর চিন্তা হয়, তাই তার আগে থাকতে উপায় করতে হয়। উপায়—অভ্যাসযোগ। তাই জপ, ধ্যান, পূজা এসব রাত দিন অভ্যাস করতে হয় (১)। অভ্যাসের গুণে মৃত্যুকালে ঈশ্বর চিন্তা আসে। মৃত্যুকালে যা মনে করবে, পরজন্মে তাই হবে (২)। ভরত রাজা মৃত্যুকালে ‘হরিণ, হরিণ’ করেছিল। তাই হরিণ হয়ে জন্মেছিল (৩)। ঈশ্বর-চিন্তা করে দেহত্যাগ করলে ঈশ্বরলাভ হয়, আর এ সংসারে আসতে হয় না। তবে শরীর ধারণ করলেই বড় গোল।

১৩। (১) অন্তকালেচ মামেব স্মরমুক্তা কলেবরম্।

যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ। গীতা ৮।৫

১৪। (১) অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নাগ্রগামিনা। গীতা ৮।৮

(২) যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।

তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ গীতা ৮।৬

(৩) যুগমেব তদাদ্রাক্ষীং ত্যজন্ প্রাণানসাবপি।

তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নাশ্চ কিঞ্চিদচিন্তয়ং॥

ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্।

জঘৃমার্গে মহারণ্যে জাতো জাতিস্মরো যুগঃ॥

বিষ্ণু পুঃ ২।১৩।৩২-৩৩

আবার শাপ হল ত সাতজন্ম আসতে হবে। বড় সাবধানে থাকতে হয়। বাসনা থাকলেই শরীর-ধারণ।

১৫। যে কেবল বলে ‘আমি পাপী’, ‘আমি অধম’, সে শালাই পাপী হয়ে যায়। বরং বলতে হয় ‘আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি, বন্ধন কি’? ‘আমি মুক্ত’ এ অভিমান খুব ভাল। ‘আমি মুক্ত’ এ কথা বলতে বলতে সে মুক্ত হয়ে যায়। ‘আমি বদ্ধ’, ‘আমি বদ্ধ’ বলতে বলতে সে বদ্ধই হয়ে যায় (১)।

১৬। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। তা তোমাদের বলতে হবে না; বোগ, শোক, দারিদ্র্য আবার স্ত্রীর সঙ্গে সর্বদাই অমিল, ছেলে মূর্থ, গোঁয়ার, বাধ্য নয় (১)।

১৭। নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ঐ মন নীচ হয়ে যায় (১)। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে ঠেলাঠেলি নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপর নির্জনে বসে দই মশ্নন করতে হয়। তবে মাখন তোলা যায়। তাই নির্জনে সাধন দ্বারা আগে জ্ঞান-ভক্তিরূপ মাখন লাভ কোরে

১৫। (১) মুক্তাভিমানী মুক্তোহিবন্ধো বদ্ধাভিমাণপি।

কিংবদন্ত্যতি সতোযং বা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

অষ্টাবক্র সং ১।১১

১৬। (১) পুত্রদারাদিসংসারো যোগাভ্যাসস্ত বিমুক্তং॥ উত্তর গীতা ৩।২

১৭। (১) নামহৃৎস্মরতশ্চিৎতং ময্যেবাত্র বিলীয়তে।

বিষয়ং ধ্যায়তঃ পুংসো বিষয়ে রমতে মনঃ॥ যোগশিখণ্ডঃ ৩।২৪

তারপর যেখানে থাকো (২)। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, নির্লিপ্ত হয়ে ভেসে থাকবে। জুতা পায়ে দিয়ে কাঁটা বনেও অনায়াসে যাওয়া যায় (৩)। হয় নির্জ্জনে রাতদিন তাঁর চিন্তা, নয় সাধুসঙ্গ (৪)।

১৮। অনেকে বলে ‘আমরা জনকরাজার মত নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করবো।’ কিন্তু নির্লিপ্ত হয়ে সংসার করা বড় কঠিন (১)। মুখে বললেই জনকরাজা হওয়া যায় না। জনকরাজা কত তপস্বী কোরে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। হেটমুগ্ধ উর্দ্ধপদ হয়ে অনেক বৎসর ঘোরতর তপস্বী কোরে তবে সংসারে ফিরে গিছিলেন। তোমাদের হেটমুগ্ধ বা উর্দ্ধপদ হতে হবে না, কিন্তু নির্জ্জনে থেকে সাধন চাই। দেখ, জনকরাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কৰ্ম্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান আর একদিকে সংসারের কৰ্ম্ম করছে। পাকা খেলোয়ারের কিছু ভয় নাই (২)।

১৯। সহগুণের চেয়ে আর গুণ নাই। যে সয়, সেই রয়। যে

(২) নবনীতং যথা দগ্নো জ্যোতিঃ কাষ্ঠাদপি কৃচিং।

মহনৈঃ সাধনৈরবৎ পরং জ্ঞান্না স্থখী ভবেৎ ॥

(৩) শর্করাকণ্টকাদিভ্যো যথোপানং পদঃ শিবম্ ॥ ভাঃ ৭।১৫।১৭

(৪) সর্বতো মনসোহসঙ্গমাদৌ সঙ্গঃ সাধুঃ ॥ ভাঃ ১১।৩।২৩

১৮। (১) জনকঃ সংস্থিতো রাজ্যে ব্যবহারপরোহপি সন্।

বিগতজ্বর এবাস্ত-রনাকুলমতিঃ সদা ॥ যোগবাশিষ্ঠ উঃ ৭৫।১

(২) অনন্তং বত মে বিত্তং যশ্চ মে নাস্তি কিঞ্চন।

মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহতি কিঞ্চন।

মহাঃ শাস্তি ১৭৮।২

না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে ‘স’ তিনটে—শ, ষ, স। সকলেরই সহগুণ থাকা চাই (১)। ক্রোধ চণ্ডাল, ক্রোধের বশীভূত হোতে আছে (২) ? সৎ ব্যক্তির রাগ জলের দাগের মত, হয়ই মিলিয়ে যায়। (৩)

২০। সংসারী লোকের অবসর কৈ ? একজন তার বন্ধুকে একটি ভাগবতের পণ্ডিতের জন্ত বলেছিল। বন্ধুটি বললে, “ভাই, ভাগবতের পণ্ডিত একজনকে দিতে পারি, কিন্তু একটু গোল আছে। তার নিজের অনেক চাষ বাস দেখতে হয়। তার চারখানা লাঙ্গল, চার জোড়া হেলে গরু, অবসর খুব কম।” তখন, যার পণ্ডিতের দরকার সেই বন্ধু বললে, “ভাই, লাঙ্গল হেলে গরুওয়ালা পণ্ডিত আমি খুঁজছি না। আমি এমন পণ্ডিত চাই, যার আমাকে হরিকথা শুনাবার অবসর আছে (১)।”

২১। ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা ? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয় ? যার তিন কুলে কেউ নাই তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে !—সেও বিড়ালের

১৯। (১) মাত্রা স্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতোষ্ণ স্নেহঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোনিত্যা স্তাং স্তিতিক্ষুভারত। গীতা ২।১৪

(২) ন চ ক্রোধবশং গচ্ছেদ্ দেবং রাগঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ কৃঃ পুঃ উঃ ১৬।৫৪

(৩) সাধোঃ প্রকোপিতস্তাপি মনোনায়াতি বিক্রিয়াম্।

নহি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাস্তৃগোক্ষয়া ॥

২০। (১) শব্দব্রহ্মণি নিষ্কাতো ন নিষ্কায়ং পরে যদি।

শ্রমস্তশ্রমশ্রমকলো হৃদেহুমিব রক্ষতঃ ॥ ভাঃ ১১।১১।১৮

মাছ ছুধ ঘুরে ঘুরে জোঁগাড় করবে, আর বলবে, ‘মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি!’ (১)

২২। হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি পুত্রের সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটা কতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নাই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধ্বংসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বখগাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে ছুচার গাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধছে ও সংসার করছে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না (১)।

২৩। হয়ত বা কারুর বিয়ের পর স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নী হোল। মাথায় কাগাখোঁপা, আঁচলে চাবির খোলো বেঁধে, হাত নেড়ে গিন্নীপনা কচ্ছেন—সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধ লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্ছেন,—আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!—মর মাগি, তোর কি হোলো তা দেখ—তা না (১)।

২৪। সকলে কেন ত্যাগ করবে? সময় না হলে ত্যাগ হয় না। ভোগান্ত হয়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর কোরে কি কেউ

২১। (১) কিং কিং ন বিশ্বরন্তীহ মায়ামোহিতচেতসঃ।

যম্মোহিতং জগৎ সর্বমভীক্ষং বিশ্বতাত্মকম্ ॥ ভাঃ ১০।১৪।৪৪

২২। (১) অহো বলবতী মায়া মোহয়ত্যখিলং জগৎ।

পুত্রমিত্রকলত্রাং সর্বদুঃখে নিয়োজতি ॥ বুঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৩৮

২৩। (১) মম মাতা মম পিতা মম ভাৰ্য্যা মমাত্মজঃ।

মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা বাধতে বুথা ॥ বুঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৪০

ত্যাগ করতে পারে? ভোগ আর কৰ্ম শেষ না হলে ব্যাকুলতা আসে না (১)।

২৫। নারদ রামচন্দ্রকে বল্লেন, ‘রাম, তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে, তুমি যে রাবণ বধের জন্য অবতীর্ণ হয়েছ। অযোধ্যায় থাকলে রাবণ-বধ কেমন করে হবে?’ রামচন্দ্র বল্লেন, “নারদ, সময় হোক, রাবণের কৰ্মক্ষয় হোক—তবে তার বধের অয়োজন হবে (১)।” লক্ষ্মণ লবকুশকে বল্লেন, “তোরা ছেলে মানুষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস না। অহল্যা পাষাণী তাঁর পাদস্পর্শে মানবী হয়েছিল।” লবকুশ বল্লেন, “ঠাকুর আমরা সব জানি; পাষাণী যে মানবী হল সে মুনিবাক্য ছিল; ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র ঐ আশ্রমের কাছ দিয়ে যাবেন, তাঁর পাদস্পর্শে তুমি আবার মানবী হবে, সে গোতম মুনি বলেছিলেন।” (২) তা এখন রামের গুণে না মুনিবাক্যে, কে বলবে বল?

২৪। (১) যাবন্ন ক্ষীয়তে কৰ্ম শুভং বাহুশ্চভমেব বা।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্লশতৈরপি ॥

মহানির্দোষ ১৪।১০৯

২৫। (১) রাবণশ্চ বধার্থায় জাতোহসি রঘুসন্তম।

ইদানীং রাজ্যরক্ষার্থং পিতা স্বামভিষেক্যতি ॥

শৃণু নারদ মে কিঞ্চিদ্ভিত্তেহবিদিতং কচিৎ।

প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যৎপূৰ্ণং করিষ্যে তন্ন সংশয়ঃ ॥

কিন্তু কালাহুরোধেন তত্তৎপ্রারব্ধসংক্ষয়াৎ।

হরিষ্যে সর্বভূভারং ক্রমেণাস্রমণ্ডলম্ ॥ অধ্যায় অঃ ১।৩৩-৩৩।৩৭

(২) দৃষ্টাহল্যাং বেপমানাং প্রাজ্ঞলিং গোতমোহববীং।

দৃষ্টে ত্বং তিষ্ঠ দুৰ্দ্ধৃতে শিলায়াশ্রমে মম ॥

২৬। কেউ কেউ ভক্ত সঙ্গ এখানে নৌকা কোরে এসেছে। তাদের ভারি বিষয়বুদ্ধি। দেখেছি তাদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। কেবল ছটফট করছে (১)। সংসার কর্মভূমি (২)। কর্ম করতে করতে তবে জ্ঞান হয় (৩)। কর্ম করতে করতে মনের ময়লা কেটে যায় (৪)।

২৭। মনে করলেই কি ত্যাগ করা যায়? ভোগের ইচ্ছা যাবে কোথায় (১)? প্রারব্ধ, সংস্কার এ সব আবার আছে। মায়াতে তাঁর ইচ্ছা জানতে দেয় না। অনিত্যকে নিত্য বোধ হয়, নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। তাঁর মায়াতেই আগি কর্তা বোধ হয় (২)। সংসার অনিত্য, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। আর স্ত্রীপুত্র, ভাইভগ্নী, বাপমা, বাড়ীঘর এ সব আমার বোধ হয়।

২৮। ওরে কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি

রামো দাশরথিঃ শ্রীমানাগমিষ্যতি সান্নিধ্যঃ।

যদাঙ্গদাশ্রমশিলাং পাদাভ্যামাক্রমিষ্যতি ॥

তদৈবধূতপাপাঙ্ঘং রামং সম্পূজ্য ভক্তিতঃ ॥

পরিক্রম্য নমস্কৃত্য স্তব্ধা শাপাদ্বিমোক্ষসে।

অধ্যাত্ম আ ৫১২৬৩০৩১৩২

২৬। (১) বিষয়াসক্তচিত্তানাম্ জ্ঞানং মোক্ষশ্চ দূরতঃ ॥ কানীখণ্ড ৪১।৪২

(২) কর্মভূমিরিয়ং রাজন্ ইহ বার্তা প্রশস্ততে ॥ ষড়্জগীতা ১।১১

(৩) যোগপ্রাপ্তো মহাবাহো হেতুঃ কঠৈব মে মতম্ ॥

গণেশগীতা ৫।২

(৪) কর্মণা ক্ষীয়তে পাপমৈহিকং পৌর্বিবর্তনং তথা ॥ কৃঃ পুঃ পুঃ ৩।২২

২৭। (১) প্রারব্ধকর্মপ্রাবল্যাং ভোগেচ্ছা ভবেদ যদি।

কৃষ্ণং তদাপ্যেব ভুক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ। পঞ্চদশী ৭।১৪৩

(২) অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ গীতা ৩।২৭

অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অকুর হবে, তারপর চারাগাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম (১)। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না। তাঁর সেবা বন্দনা ও অধীনতা—কিনা দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হোল (২)। দর্শনের কথা কাহাকেও বলতে নাই, তা হলে আর হয় না।

২৯। দেখ, যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হলেও চাষ দিতে ছাড়ে না; আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাজে বড় লাভ শুনে কারবার করতে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হোলেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়, তেমনি যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীৰ্ত্তন করতে ছাড়ে না (১)।

২৮। (১) ন সতঃ সূচিরেণৈব ধাত্বং কৃষকবর্ণ্ণাম্।

গৃহী চ কৃষকদ্বারা ক্ষেত্রে ধাত্বং বপেদ যদি।

তদঙ্কুরো ভবেৎ কালে কালে বৃক্ষঃ ফলতাপি।

কালে স্বপক্বং ভবতি কালে প্রাপ্নোতি তদ্ গৃহী ॥

বঃ বৈঃ পুঃ বঃ ১৪।২৬-২৮

(২) সাক্ষাৎ করোতি মাং কশ্চিৎ যত্নবৎসপি তেযু চ ॥

গণেশগীতা ৬।৮

২৯। (১) তত্তেহ্নুকম্পাং স্নসমীক্ষমাণো

ভূজ্ঞান এবান্নুক্তং বিপাকম্।

স্বধাখপুঁতি বিদধন্নমন্তে

জীবতে যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥

ভাঃ ১০।১৪।৮

৩০। ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার জ্বালা। ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি। যেখানে ভোগ সেখানেই ভাবনা চিন্তা (১)। একটা চিল একটা মাছ মুখে কোরে আসছে, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেলে। যে দিকে চিল মাছ মুখে কোরে যায়, কাকগুলো কা কা করতে করতে তার পেছনে পেছনে সেই দিকে যায়। মাছটা যখন চিলের মুখ থেকে আপনি হঠাৎ পড়ে গেল, তখন ষত কাক সেই চিলটাকে ছেড়ে নাছের দিকে গেল। চিল তখন একটা গাছের ডালে বসে ভাবতে লাগল—এ মাছটা ষত গোল করেছিল। এখন মাছটা কাছে না থাকাতে নিশ্চিন্ত হলাম (২)। তেমনি এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পারলেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ। আবার দেখ—অর্থই ষত অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, কিন্তু হিন্তা নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে গোল হয় (৩)।

৩১। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ছুঁচের ভিতর স্নতো যাওয়া, একটু রোঁ থাকলে হয় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। (১)

৩০। (১) ষত্র্যন্তি ভোগবাহন্যং তত্র যোগস্ত কথং ॥ মহানির্বাণ ৪।৩২
(২) সামিষং কুরং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ ।
আমিষস্ত পরিত্যাগাৎ কুরং স্তথমেধতে ।
মহাভারত, শান্তি ১৭৮।২
(৩) অর্থাভ্যাগাৎ ন স্তহদ ন বন্ধুঃ ॥ গরুড় পুঃ ১১৫।৬৮

৩১। (১) কাম এষ মহন্ত্যাগাৎ পিধানং ব্রহ্মবোধনে ।

তস্মাৎ কামং ত্যজেদ্ দীর্ঘো জ্ঞানমাপ্নোতি মোক্ষদম্ ॥

যতিদর্শন সং ৪৭ পৃঃ

৩২। যতক্ষণ বিষয়াসক্তি থাকে, কামিনী কাঞ্চনে ভালবাসা থাকে, ততক্ষণ দেহবুদ্ধি যায় না। যখন দেখবে ঈশ্বরের নাম করতেই অশ্রু আর পুলক হয়, তখন জানবে কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি চলে গেছে, ঈশ্বর লাভ হয়েছে (১)। যেমন শুকনো দেশলাই। ও একবার ঘষলে দপ করে জ্বলে উঠে। আর ভিজে হলে ঘষতে ঘষতে কাটি ভেঙ্গে গেলেও জ্বলে না। কেবল একরাশ কাটি লোকসান হয়।

৩৩। ভগবান কল্লতরু (১)। কল্লতরুর কাছে বসে যে যা চাইবে তাই পাবে। এইজন্ম সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে, বিষয়, ধন, জন অথবা মান যশ ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে কিন্তু শেষে বাঘের ও ভয় থাকে, অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয়নাশ রূপ বাঘ স্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষণে কষ্টদায়ক (২)।

৩৪। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে

৩২। (১) এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলক্ণভাবে

ভক্ত্যা দ্রব্যান্ধদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ ।

ঐৎকর্থা-বাস্পকলয়া মুহূর্ত্যমান

শুচ্যপি চিত্তবিশিষ্টং শনকৈ বিশ্বজ্ঞৈঃ ॥

ভাঃ ৩২৮।৩৪

৩৩। (১) সর্বাভ্যনঃ সমদৃশৌ বিষমঃ স্বভাবে

ভক্তপ্রিয়ৌ যদি কল্লতরুভাবঃ ॥

ভাঃ ৮২৩।৮

(২) তৎ পুত্র-পুত্রসম্পন্নং ব্যাসক্তমনসং নরম্ ।

সুপ্তং ব্যাঘ্রো যুগ্মিব মৃত্যুনাশয় গচ্ছতি ॥

মহাভারত শান্তি ১৭৫।১৮

জন্মায় (১)। পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে করতে হয়ত ইষ্ঠাং ভোগ করবার ইচ্ছা হল। তাহোলে যোগভ্রষ্ট হয়ে পরজন্মে ঐরূপ জন্ম হবে। তারপর আবার ঈশ্বরের জ্ঞান সাধন করে (২)। ভগবানকে পেতে গেলে সংস্কার দরকার। একটু কিছু কোরে থাকা চাই। তপস্শা। তা এ জন্মেই হোক, আর পূর্বজন্মেই হোক (৩)।

৩৫। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান ? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে (১)। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকি চার আনা মা বাপ, মানসম্ভ্রম, বেশভূষা ইত্যাদিতে চলে যায় ; এই জন্ম ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন। ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে

৩৪। (১) গুটীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥ গীতা ৬।৪১

(২) তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্।

যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিকৌ কুরুনন্দন ॥ গীতা ৬।৪৩

(৩) জন্মান্তরীয়সংস্কারাং প্রসাদাদথবা গুরোঃ।

কেধাঞ্চিজ্জ জায়তে তত্ত্বে বাসনা বিমলাশ্রুতাম্ ॥

পবনবিজয় ১০।২১

৩৫। (১) বড় যারা হয় তারা দুষ্ট অতিশয়।

অহঙ্কারে পরিপূর্ণ তাদের হৃদয় ॥

বালকের হয়ে থাকে সরল অন্তর।

সেই হেতু ভালবাসা তাদের উপর ॥ বিশ্বকোষ, রামদাস।

ভাল জল হয়, সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন (২)। ছেলেকে আত্মজ বলে। তুমি আর তোমার ছেলে কিছু ওফাং নয় (৩)। তুমি একরূপে ছেলে হয়েছ। একরূপে তুমি বিষয়ী, সংসার ভোগ করছ, আর একরূপে তুমিই ভক্ত হয়েছ—তোমার সন্তানরূপে।

৩৬। বন্ধজীব কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে, ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। তাদের নিয়ে কি মহৎ কাজ হবে ? মুমুক্শুজীব (১)—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হতে পারে, কেউ বা মুক্ত হতে পারে না। মুক্তজীব—যারা কামিনী কাঞ্চনে বদ্ধ নয়। যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই।

৩৭। নিত্যজীব (১)—সংসারে থাকে জীবদের শিক্ষা দিবার জন্ম, জীবের মঙ্গলের জন্ম, এরা কখনও সংসারজালে পড়ে না। যেমন নারদাদি (২)। এরা কলের জাহাজের মত পারে আপনিও যেতে পারে, আবার হাতী পর্যন্ত পারে নিয়ে যেতে পারে।

৩৫। (২) পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্ ॥ নাঃ পঃ ৬।৫৭

(৩) আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি শ্রুতম্ ॥ পঞ্চদশী ১২।৩৩

৩৬। (১) ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানাদ্ যদ্বিদ্বান্ মোক্তুমিচ্ছতি।

সংসারপাশবদ্ধং তন্ মুমুক্শুত্বং নিগততে ॥

সঃ বেঃ সাঃ সঃ ২২৮

৩৭। (১) নিত্যমুক্ত নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।

কৃষ্ণপারিষদ নাম ভুঞ্জে সেবাসুখ ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২২ পঃ

(২) মুনিমুক্তস্বভাবোহপি জগজ্জলথণ্ডকম্।

নারদো বিজহারেমং শীতলা কার্যশীলয়া ॥

যোগবাশিষ্ঠ, উপশম, ৭৫।২২

৩৮। গুটিপোকাক যেমন আপনারই নাঁলে ঘর করে আপনি বন্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্মে আপনি বন্ধ হয়। গুটিপোকাক যেমন নিজের ঘর ছেড়ে আসতে মায়া হয়, শেষে মৃত্যু। কিন্তু মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে, বন্ধ জীবও সেইরূপ (১)।

৩৯। বন্ধজীবেরা কেবল কামিনী কাঞ্চন নিয়ে আছে, হাত পা বাঁধা। ঈশ্বরকে একবারও ভাবে না, আবার মনে করে ঐ কামিনী আর কাঞ্চনেতেই সুখ হবে আর নির্ভয়ে থাকবে (১)। জানে না যে ওতেই মৃত্যু হবে। বন্ধজীবের সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে পড়েও চৈতন্য হয় না (২)। যাতে এত দুঃখ ভোগ করে, তাই আবার করে, যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। খেতে

৩৮। (১) কোষক্রিমিস্তন্তুভি রাস্ত্বদেহ
মাবেষ্ঠ্য চাবেষ্ঠ্য চ শুণ্ডিমিচ্ছন্।
স্বয়ং বিনির্গন্ত মশক্ত এব সন্
ততস্তদন্তে ত্রিয়তে চ লগ্নঃ ॥ সং বেঃ সাঃ সং ৪৫

৩৯। (১) নিত্যবন্ধ কৃষ্ণ হৈতে নিত্য বহির্দ্বন্দ্বং।
নিত্য সংসারী ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ ॥
সেই দোষে মায়া পিশাচী দণ্ড করে তারে
আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জ্বারি মারে ॥ চৈঃ চঃ মঃ
(২) যমৈখুনাদি গৃহমেধিস্থং হি তুচ্ছং
কণ্ডুয়নেন করণোরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ রূপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডুতিবহ্নানসিজং বিষহেত বীরঃ ॥ ভাঃ ৭।৯।৪৫

খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ করে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না (৩)।

৪০। অনেকে আফ্রিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, (১)। কিন্তু কথা কইতে নাই বলে মুখ বুজে যতরকম ইসারা করতে থাকে। আবার কেউ কেউ মালা জপ করবার সময় তার ভেতরেই মাছ দর করতে থাকে। আবার আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, 'ঐ মাছটা।' নারায়ণ পূজা হবে, পূজার আয়োজন সব হচ্ছে—ঈশ্বরের কথা একটি নাই, কেবল সংসারের কথা (২)।

৪১। এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বরকথা শুনুক, কোন মতে চৈতন্য হয় না (১)। মাটির দেওয়ালে পেরেক পুঁতে কোন কষ্ট হয় না। পাথরের দেওয়ালে কি পেরেক মারা যায়? পেরেকের মাথা ভেঙ্গে যাবে তবু দেওয়ালের কিছু হবে না (২)। সাধুর কমণ্ডলু (তুষা) চার ধামে ঘুরে আসে, তবু যেমন তেতো তেমনি তেতোই থাকে। তরোয়ালের চোটে কুমীরের কিছু হয় না।

(৩) উষ্ট্র-কণ্টকভোজনস্থায়ঃ
উষ্ট্রশ্চ শমীকণ্টকভোজনজ্ঞাত-বহুদুঃখসহনপূর্বকং
কিঞ্চিৎসুখজনকসপত্রশমীকণ্টক ভক্ষণম্।

শব্দবল্লভম্, গ্রায়শব্দ।

৪০। (১) জপকালে ন ভাষেত ব্রতহোমাদিকেয়ু চ ॥ আফ্রিকতত্ত্বম্।

(২) ন লিঙ্গং ধর্ম্যকারণম্। মন্তু ৬।৬৬

৪১। (১) নোপদেশপ্রবণেপি কৃতকৃত্যতা পরামর্শাদৃতে বিরোচনবৎ

সানং সূ, ৪।১৭।১৭

(২) ন মলিনচেতসি উপদেশবীজপ্ররোহঃ অজবৎ। সানং সূ ৪।৩০

৪২। সংসারীদের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে (১)।
তেমনি ভক্তিরও সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে (২)। সত্ত্বগুণীলোক
অতি শিষ্ট, শান্ত, দয়ালু, অমায়িক (৩)। রোজগার পেটচলা পর্যন্ত,
খাবার ঘটা নাই, শাকান্ন পেলেই হল। বাড়ী মেরামত নাই, উঠানে
শেওলা পড়েছে হুঁস নাই। কাপড় যা তা হলেই হল। ছেলেদের
পোষাকের জন্ত ভাবে না। মান সন্ত্রমের জন্ত ভাবে না।

৪৩। রজোগুণী লোক বেশী কাজ জড়ায়, পোষাক পরিচ্ছদ
পরিকার পরিচ্ছন্ন, বাড়ীটি চূণকাম করা, বাড়ীর কোনখানে একটু
দাগ নাই, ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হাতে দুই তিনটি আংটি, বাড়ীর আসবাব
খুব ফিটফাট, চাকরদেরও পোষাক। দেওয়ালে কুইনের ছবি,
কোন বড়মানুষের ছবি, রাজপুত্রের ছবি। গরদের কাপড় পরে
পূজা করে। কপালে তিলক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা তার মাঝে
মাঝে একটি সোণার দানা। দান করে লোককে দেখিয়ে। যদি
কেউ ঠাকুর বাড়ী দেখতে আসে, তবে সঙ্গে করে দেখায় আর বলে,
'এদিকে আসুন আরও আছে।' রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে
লেকচার দিতে ইচ্ছা হয় (১)।

- ৪২। (১) সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসত্ত্বাঃ ॥ গীতা ১৪।৫
(২) গুণভেদান্ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিদ্রিবিধা মতা ॥ দেবীভাঃ ৭।১৭।৪
(৩) অন্তঃসুন্দো বহিঃসুন্দঃ সদেবধরপরাংগঃ ।
সর্বেষাং প্রাণিণাং দেবি দয়াক্তঃ স সার্বিকঃ ॥
কাল্যার্কচন্দ্রিকাধ্বত সমর্যচারতন্ত্র ।
২৩। (১) পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ ।
নিত্যং সকামহৃদয়ো যশোখী ভোগলোলুপঃ ॥

৪৪। তমোগুণীদের লক্ষণ,—কাম, ক্রোধ, বেশী খায়, বেশী
নিদ্রা, বেশী অহঙ্কার এই সব (১)। কেউ কেউ সাপের স্বভাব,
তুমি জান না, কখন তোমায় ছোবল দেবে। সেই ছোবল সামলাতে
অনেক বিচার বিবেচনা করতে হবে (২)। তা না হলে তুমি রাগে
হয়ত উন্টে তার অনিষ্ট করে ফেলবে। তবে লোকের সঙ্গে বাস
করতে গেলেই দুর্ঘট লোকের হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করবার
জন্ত ক্রোধের আকার দেখাতে হয়। ফৌস করতে হয় (৩)। তা
না হলে তারা অনিষ্ট করবে। কিন্তু সে অনিষ্ট করবে বলে, উন্টে
তার অনিষ্ট করা উচিত নয়। ত্যাগীর ফৌসের দরকার নাই।
সংসারী ফৌস করবে। বিষ ঢালা উচিত নয় (৪)।

তত্ত্বং ফলসমাবাপ্ত্যে মাযুপাত্তেহতিভক্তিতঃ ।

ভেদবুদ্ধ্যাতু মাং যস্মাদহ্যাং জ্ঞানান্তি পামরঃ ।

তত্ত্ব ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী ॥

দেবীভাঃ ৭।৩৭ ৫-৬

- ৪৪। (১) বহুক্রোধী পরদেষী জল্পভাষী প্রবঞ্চকঃ ।
অশ্রদ্ধয়া যজ্জেদেবং তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ সমর্যচারতন্ত্র ॥
(২) সর্পঃ ক্রুরঃ খলঃ ক্রুরঃ সর্পাং ক্রুরতরঃ খলঃ ।
মল্লোষধিবশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ॥ চাণক্য
(৩) অন্তঃ সন্ত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব । যোগবান্ধিতঃ,
উপশম ১৮।১৮
(৪) বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জিতঃ ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত লোকে বিহর রাঘব ॥
যোঃ বাঃ উপশম ১৮.২২

৪৫। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন (১)। সাধু, অসাধু, ভক্ত, অভক্ত সকলেরই হৃদয়ে ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয় (২)। কারও সঙ্গে কেবল মুখের আলাপ পর্য্যন্ত চলে, আবার কারও সঙ্গে তাও চলে না। ঐরূপ লোকের কাছ থেকে তফাতে থাকতে হয়। তাদের দূর থেকে প্রণাম করবে। চৈতন্যদেব, যিশু সকলকে ভালবাসবে বলেছেন বটে, কিন্তু চৈতন্যদেবের সম্মতিতে শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শ্বশুরীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল (৩)। বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘকে আনিঙ্গন করা চলে না।

৪৬। শাস্ত্রে আছে জল নারায়ণ (১)। কিন্তু সকল জল খাওয়া যায় না। কোন জল ঠাকুর সেবায় চলে, আবার কোন জলে পা ধোয়া, কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা চলে, কিন্তু মুখ ধোয়া, খাওয়া,

ঠাকুরসেবা চলে না। আবার কোন কোন জল ছোঁয়া পর্য্যন্ত চলে না (২)।

৪৭। সর্বদা মনে মনে বিচার করবি—কোনটা সৎ, কোনটা অসৎ, কোনটা নিত্য, কোনটা অনিত্য, আর অনিত্য জিনিষগুলো ত্যাগ করে নিত্য পদার্থে মন রাখবি (১)। ঈশ্বর সৎ নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য, দুদিনের জন্ম। এইটি বোধ। যার বিবেক হয়েছে, সে জানে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু (২)। বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা হয়। বিবেক না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না (৩)।

৪৮। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত, ডাল, কাপড়, বাড়ী, ঘর এই সব হয়। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা

৪৫। (১) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদয়েহর্জুন তিষ্ঠতি। গীতা ১৮।৬১

(২) সঙ্গং ন কুর্ধ্যাদসত্যং শিশ্রোদরতৃপাং কচিৎ।

তত্ত্বানুগুণমুত্তমং পতত্যন্ধানুগাঙ্কবৎ ॥ ভাঃ ১১।২৬।৩

(৩) আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরে গিয়া।

দেখে নিজ শ্বশুরী আছেয়ে লুকাইয়া।

কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।

যার বাহ্য নাহি, তার কিসের পণ্ডিত ॥

বিশেষে প্রভুর বাক্যে কল্পিত শরীর।

আজ্ঞা দিলা চুলে ধরি করিলা বাহির ॥ চৈঃ ভাঃ মঃ ১৬

৪৬। (১) আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপোবৈ নরহনবঃ।

তা যদশ্রায়ণং পূর্কং তেন নারায়ণ স্মৃতঃ ॥ মমু ১।১০

৪৬। (২) মেধ্যামেধ্যশরীরত্বাৎ নৈব দৃশ্যন্ত্যপঃ কচিৎ।

বিবর্ণসগন্ধাশ্চ অগ্নাশ্চ পরিবর্জয়েৎ ॥ ব্রহ্মাণ্ড পু ১৮।২৬

৪৭। (১) আদৌ নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেকঃ পরিগণ্যতে।

ইহামুক্তফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্ ॥ বিবেক চূঃ ১৯

(২) ব্রহ্মৈব নিত্য মত্তত্ত্ব হুনিতিমিতি বেদনম্।

সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক ইতি কথ্যতে ॥

সঃ বেঃ সাঃ সং ১৭

(৩) বিবেকজ্ঞাং তীব্রবিরক্তিমৈব

মুক্তে নির্দানং প্রবদন্তি সন্তঃ।

তস্মাদ্ বিবেকী বিরতিং যুগ্মকুঃ

সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রবক্তাং ॥ সঃ বেঃ সাঃ সং ২২

কখনও জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে বিচার কর। নারীদেহ কি? রক্ত, মাংস, হাড়, মল, মূত্র, চর্বি ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা একটি হাড়মাসের খাঁচা মাত্র (১)।

৪৯। ওরে সদস্য বিচার চাই (১)। সর্বদা বিচার করে মনকে বলতে হয় যে, মন, তুমি এই জিনিষটা ভোগ করবে, এটা খাবে, ওটা পরবে বলে ব্যস্ত হচ্ছ কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু, পটল, চাল, ডাল ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈয়ারি হয়েছে।

৫০। শবসাধন করতে হলে পাশে চালভাজা, ছোলাভাজা রাখতে হয়। সাধনার সময় মাঝে মাঝে ঐ শব হাঁ করে ভয় দেখায়। তখন ঐ চাল, ছোলাভাজা তার মুখে মাঝে মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। সংসারের মধ্যে থেকে সাধনা করতে হলে আগে পরিবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয় (১)।

৪৮। (১) শ্লোমোদ্-গারি মুখং শ্রবণলবতী নাসাশ্রমল্লোচনম্।

শ্বেদশ্রাবি মলাভিপূর্ণমভিতো হৃগন্ধহুঃ বপুঃ।

অন্তর্দ বস্ত্রমশক্যমেব মনসা মন্তং কচিন্নাহতি।

স্ত্রীরূপং কথমীদৃশং স্ত্রমনসাং পাত্রীভবেন্নৈত্রয়োঃ ॥

সং বে: সা: সং ৫১

৪৯। (১) সদা বিচারয়েত্তস্মাৎ জগজ্জীবপরান্বনঃ ॥ পঞ্চদশী ৩১২

৫০। (১) গৃহস্থ হইলে ইহা চাহিয়ে সঞ্চয়।

সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্বভরণ না হয় ॥ চৈ: চ: ম: ১৫

৫১। যারা ভগবান বই জানে না তারা নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর নাম করে। কেউ মনে মনে সর্বদাই 'রাম' 'ওঁরাম' জপ করে। কারও কারও সর্বদাই জিহ্বা নড়ে। জ্ঞান পথের লোকেরাও 'সোহং' জপ করে। জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। সর্বদাই স্মরণ মনন থাকা উচিত (১)। জপ থেকে ঈশ্বর লাভ হয় (২)।

৫২। বিষয়ীদের পূজা, জপ, তপ, যখনকার তখন। নামেতে একবার শুরু হলো। কিন্তু তার পরেই আবার পাপ করতে লাগল। মনে বল চাই। প্রতিজ্ঞা করতে হয় যে আর পাপ করব না। গঙ্গাস্নান করলে সব পাপ যায়। গেলে কি হবে? লোকে বলে পাপগুলো গাছের উপর থাকে। গঙ্গা নেয়ে ফেরবার সময় সেই পাপগুলো আবার ঘাড়ে এসে চাপে (১)।

৫৩। নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন (১)। 'হুন্মামে অরুচি।' বিকারে যদি অরুচি হল, তাহলে আর বাঁচবার উপায় থাকে না। যদি একটু রুচি থাকে, তবে বাঁচবার খুব আশা করা যায়। তাই নামে রুচি। ঈশ্বরের নাম করতে হয়। যেই নাম

৫১। (১) স্তম্ভব্যঃ সততং বিষ্ণু বিশ্বর্জব্যো ন জাতুচিং ॥ হঃ ভঃ বিঃ ৩২৭

(২) জপোন্মৈব তু সংসিধ্যোদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ॥ মনু ২।৮৭

৫২। (১) কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।

অবিদ্বদধিকারিহাং প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ভাঃ ৩।১১১

৫৩। (১) জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণবপূজন।

এই তিন কর্মসার হয় সনাতন ॥ চৈ: চ:

সেই ঈশ্বর (২)—নাম নামী অভেদ জেনে সর্বদা অনুরাগের সহিত দুর্গানাম, কৃষ্ণনাম, শিবনাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাক না কেন। নাম কি কম? তিনি আর তাঁর নাম তফাৎ নয়। সত্যভামা যখন তুল্যস্ত্রে স্বর্ণ-মণিমানিক্য দিয়ে ঠাকুরকে ওজন করেছিলেন, তখন হল না। যখন রুক্মিণী এক দিকে তুলসী আর কৃষ্ণনাম লিখে দিলেন, তখন ঠিক ওজন হল (৩)। যদি নাম করতে দিন দিন অনুরাগ বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তাহলে আর কোন ভয় নাই। বিকার কাটবেই কাটবে। তাঁর রূপা হবেই হবে।

৫৪। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, (১) তেমনি তোমরাও ঈশ্বরের উপর মন ফেলে রেখে সংসারের কাজ সব কর।

৫৩। (২) নান্নি চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।

পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তো হভিন্নদ্বানামনামিনোঃ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১১

(৩) একৈক ব্রহ্মাণ্ড য়ার এক লোমকূপে,

কোন দ্রব্য সম করি তোলিবা তাঁহাকে ॥

এত বলি আনি এক তুলসীর দাম,

তাতে ছই অঙ্গুর লিখিল কৃষ্ণনাম ॥

তুলের উপরে দিল তুলসীর পাত,

নীচে হৈল তুলসী উদ্ধেতে জগন্নাথ ॥

কানীদাস মহাভারত, আদি

৫৪। (১) পরব্যবধিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকন্দলি।

তদেবা স্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ পঞ্চদশী ৯৮৪

৫৫। ইট বা টালি যদি কোন ছাপশুদ্ধ পোড়ান হয় ত পোড়াবার পর সে ছাপ আর কিছুতেই ওঠে না। সেইরূপ ভগবানে ভক্তিলভ কোরে একটু পেকে যদি তোমরা সংসারে ঢোক, তাহলে সে ভক্তি চিরকাল থাকবে। কামকাঞ্চন তোমাদের একেবারে সংসারে ডুবিয়ে ফেলতে পারবে না (১)।

৫৬। ঈশ্বরেতে মন রেখে, সব কাজ করবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার, কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। বড় মানুষের বাড়ীর ঝিএর মত থাকবে। মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলেদের মত মানুষ করে। নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে, খাওয়াচ্ছে, যেন তারই ছেলে। কিন্তু মনে মনে জানছে—এরা আমার কেউ নয় (১)।

৫৭। লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বন্ধ হয় না (১)। যে বুড়ী ছুঁয়েছে তাকে আর চোর করকার ঘো নেই। সংসারে সেই

৫৫। (১) অন্তর্বোধময়া লোকে ব্যবহারপরা ইব।

গৃহমেবাস্থিতা যেতু ত এব জনকাদয়ঃ ॥ বিঃ চুঃ

৫৬। (১) মমেষং নগরী নাস্তি ন প্রজা ন গৃহং ধনম্।

কলত্রপুত্রপৌত্রাদি সর্বং কৃষ্ণস্ত চৈব হি ॥

গর্গসং, বিশ্বজিৎ ১৬৩৬

৫৭। (১) সমাপ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারোঃ।

ভবান্ধুধিবৎসপদং পরং পদমপদং পদং যদ্বিপদং ন তেষাম্ ॥

ভাঃ ১০১৪৮৮

রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না।

৫৮। সংসারে পাঁকাল মাহের মত থাকতে হয়। পাঁকাল মাহ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না। কলঙ্ক সাগরে সাঁতার দেবে,—তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না (১)। কচ্ছপ জলে চরে বেড়ায়, কিন্তু তার মন আড়ায় পড়ে থাকে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সেইরূপ ঈশ্বরে মন ফেলে রেখে সংসারের সব কর্ম করবে (২)।

৫৯। জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। তবে জাঁতার খুঁটির কাছে যে কটা ডাল থাকে, তারা যেমন পিষে যায় না, তেমনি ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে থাকলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবার ভয় থাকে না (১)। শেষে মুক্তি।

৬০। জনকাদি সংসারের কর্ম করেছিলেন, ঈশ্বরকে মাথায় রেখে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। আর নর্তকী যেমন মাথায় ঘটা রেখে নাচে। ঈশ্বরেতে মন রেখে সংসারের নানা কাজ

৫৮। (১) ব্রহ্মণ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥ গীতা ৫।১০

(২) মনসা স্নেহযুক্তেন যয়ঃ স্মরসি মাধব।
শাবকা ইব কুর্মাণাং তেন জীবামহে বয়ম্। মহাভারত

৫৯। (১) সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদ্র তুষ্ণীম্।
চক্রশ্রু মূলমিব কল-বিকল্পশূন্যঃ ॥ বিবেকচূড়ামণি ৫৬০

করবে। কিন্তু অভ্যাস চাই; আর হুঁসিয়ার হওয়া চাই, তবে ছুদিক রাখা যায় (১)।

৬১। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না কোরে যদি সংসার করতে যাও, তাহলে আরও জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, শোক, তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে পড়বে। তবে কি জান?—যারা তাঁকে ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায় (১)। যে তাঁকে জানতে পেরেছে, সে দেখে যে জীব-জগৎ তিনিই সব হয়েছেন (২); তখন সংসার অসার বলে বোধ হবে না। পিতা মাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী ভেবে সেবা করবে (৩)।

৬২। ভগবানের শরণাগত হয়ে এখন লজ্জা, ভয়, এসব ত্যাগ কর। আমি হরিনামে যদি নাচি, লোকে আমায় কি বলবে—এ সব ত্যাগ কর। “লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়!” “লজ্জা,

৬০। (১) দীরো ন মুহুতি মুকুন্দনিবিষ্টচেতাঃ
পূজানুপূজা-বিষয়েক্ষণতৎপরোহপি।
সঙ্গীতবাতুলয়তাল-বশংগতাপি
মৌলিস্বকুস্তপরিরক্ষণী নৃণীব ॥ ভক্তমাল ১৮ মালা

৬১। (১) বাধ্যমানোহপি মন্ত্ৰো বিধৈ রজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ের্নাভিতৃষতে ॥ ভাঃ ১১।১৪।১৮
(২) যংস্থল-স্থানাদিবিষেষভেদৈর্জগৎস্থ বিস্তারিতমেতদীশ।
ত্বমেব তৎ সর্বমনন্তসার ত্বন্তঃ পরং নাস্তি পরাপরায়ণ ॥
রুঃ নাঃ পুঃ ৩৬।৭

(৩) মাতরং পিতরং চৈব সাক্ষাং প্রত্যক্ষদেবতাম্।
মত্না গৃহী নিষেবেত সদা সর্বপ্রযত্নতঃ ॥ মহানির্বাণ ৮।২৫

ঘৃণা, ভয়, জাতি, কুলশীল (বংশমর্যাদা), শোক, নিন্দা, সঙ্কোচ, গোপনের ইচ্ছা, অভিমান এই সব পাশ ত্যাগ না করলে কেহ কখনও ঈশ্বর লাভ করতে পারে না। এই সব গেলে জীবের মুক্তি হয়। বস্ত্রহরণের মানে জান? অর্ঘ্যপাশ (১)। গোপীদের সব পাশই গিয়েছিল, কেবল লজ্জা বাকি ছিল। তাই তিনি ও পাশটাও ঘুচিয়ে দিলেন। পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত, শিব (২) !

৬১। জীব ঈশ্বরচিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই; সংসারে আসক্ত হয়ে আবার ভুলে যায়। মন মত্ত করী। হাতীর স্বভাব বটে, নাইয়ে দেওয়ার পরেও আবার ধূলো কাদা মাখে (১)। কিন্তু মাহত নাইয়ে দিয়ে যদি তাকে আস্তাবলে সাদ করিয়ে দিতে পারে তাহলে আর ধূলো কাদা মাখেতে পায় না (২)।

৬৪। ভগবানের আনন্দের কাছে—বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ। তাঁর রূপ চিন্তা করলে অপ্সরাদের রূপ চিতার ভঙ্গ্য বলে বোধ হয়। চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—সাত সমুদ্র যত নদী পুকুর সব

৬২। (১) ঘৃণা লজ্জা ভয়ঃ শঙ্কা জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।

কুলং শীলং তথা জাতি রষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ কুলার্ণব ১৩

(২) পাশবদ্ধঃ স্ত্রুতোজীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥ কুলার্ণব ৯ উঃ

৬৩। (১) মনস্ত প্রবলং নিত্যং সবিকারং স্বভাবতঃ।

বশঃ নয়ন্তি করিণং প্রমত্তমপি হস্তিপাঃ ॥

গরুড় পুঃ উঃ ৭.৮২

(২) কচিন্নিবর্ততেহভদ্রাং কচিচ্চরতি তৎপুনঃ।

প্রায়শ্চিত্তমথোপার্ধ্যং মগ্নে বৃঙ্করশৌচবৎ ॥ ভাঃ ৬।১।১০

ভরপুর, তবু সে জল খাবে না! রুষ্টির জলের জন্য হাঁ কোরে আছে (১)।

৬৫। সৎ কর্মের ভাগও ভাল। এক জেলে রাত্রে এক বাগানের পুকুরে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল। বাগানের মালিক জানতে পেরে লোকজন দিয়ে ঘিরে ফেললে। এদিকে জেলেটা পালাবার কোন উপায় না দেখতে পেয়ে ছাই মেখে এক গাছতলায় বসে পড়ল। লোকেরা অনেক খোঁজার পর দেখলে গাছতলায় এক সাধু ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে আর কেহ নাই। কিন্তু তারপর রটে গেল ওদের বাগানে একজন ভারী সাধু এসেছে। এই শুনে যত লোক ফল মূল, দুধ, মিষ্টি, পয়সা সাধুকে দিয়ে প্রণাম করে গেল। এই সব দেখে জেলেটা ভাবলে, কি আশ্চর্য্য! আমি সত্যকার সাধু নই, তবু আমার উপর লোকের এত ভক্তি! যদি সত্যকার সাধু হই তাহলে ভগবানকে নিশ্চয় পাব তার আর কোন সন্দেহ নাই (১)। এই ভেবে জিনিষপত্র বিলিয়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে গেল। কপট সাধনাতেই এতদূর চৈতন্য হল।

৬৪। (১) সরঃ-সমুদ্র-নগাদীন বিহায় চাতকো যথা।

তৃষিতো ম্রিয়তে চাপি যাচেতে বা পয়োধরম্ ॥ পদ্ম পুঃ পাঃ ৫।১।৩৮

৬৫। (১) অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং যুনে।

সম্যগারাদ্য বিবেশং ভক্তিভাবেন মাধবম্।

প্রাপ্স্যামীতি পরং শ্রেয় ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥

অবশেনাপি যৎ কৰ্ম কৃতন্তু স্তমহং ফলম্।

দদাতি হি নৃণাং বিপ্র কিং পুনঃ সম্যগর্চনাং ॥

বুঃ নাঃ পুঃ ১৮।১২৬-১২৭

৬৬। তমোগুণের স্বভাব অহঙ্কার। তমোগুণের আর একটি লক্ষণ—ক্রোধ। ক্রোধে দিক্ বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। হনুমান লক্ষ্য পুড়ালেন, এ জ্ঞান নাই যে সীতার কুটীর পুড়বে (১)।

৬৭। তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, “যেন ভোগাসক্তি যায়, আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়।” ভোগাসক্তি ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় তাঁকেই মনে পড়বে। তা না হলে স্ত্রী, পুত্র, মান, সম্ভ্রম, গৃহ, ধন ইত্যাদি মনে পড়বে! তাই সর্বদা তাঁর নামগুণকীর্তন, তাঁর ধ্যানচিন্তা, প্রার্থনা অভ্যাস করতে হয় (১)।

৬৮। পিপ্পড়ের মত সংসারে থাক; এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিপ্পড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দরস আর বিষয় রস। হাঁসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে (১)।

৬৯। যাদের সময় আছে, তারা ধ্যান ভজন করবে। তবে বারাদ ধ্যান ভজন করতে একান্ত পারবে না, তারা দুবেলা খুব দুটো

৬৬। (১) তত্রাপি ক্রোধ এবালাং মোক্ষবিয়ায় সর্বদা।
যেনাবিষ্টঃ পুমান্ হস্তি পিতৃভাতৃশুহৃৎসখীন্ ॥
ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারবন্ধনম্।
ধর্মক্ষয়করঃ ক্রোধ স্তম্ভাৎ ক্রোধং পরিত্যজ ॥

অধ্যায় অঃ ৪। ৩৫ ৩৬

৬৭। (১) সততং কীর্তয়ন্তোমাং যতন্তুঃ দূতব্রতাঃ ॥ গীতা ৯। ১৪

৬৮। (১) যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুশিশ্রম্ ॥

উত্তর গীতা ৩। ১

প্রণাম করবে। তিনি অন্তর্যামী, সব বুঝতে পারেন যে তোমাদের অনেক কাজ করতে হয়। ডাকবার সময় পাও না (১)। কিন্তু তাঁকে লাভ না করতে পারলে, তাঁকে দর্শন না করলে কিছই হলো না।

৭০। যেমন রোগ, তার তেমনি ঔষধ। গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন “তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে মুক্ত করব (১)।” সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? তাঁর শরণাগত হও। সমস্ত তাঁকে সমর্পণ কর—তাঁকে আত্মসমর্পণ কর। তিনি স্বেচ্ছা দেবেন; তিনি সব ভার লবেন। তখন দেখবে, তিনিই সব করছেন (২)।

৭১। জ্ঞানী বা কর্মী সাধক বাঁদরের ছানার গায় নিজের চেষ্ঠার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে চেষ্ঠা করে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা নিজে হিসাব করে কোন সাধনা করতে পারে না,—এত জপ করব, এত ধ্যান করব ইত্যাদি। তারা বিড়ালছানার গায় নির্ভর করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে (১)। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তার কান্না শুনে আর থাকতে পারেন

৬৯। (১) কশ্মিণাং কর্মণাং সাক্ষী কুতঃ কর্ম চ গোপনম্।
অন্তর্যামী চ কৃষ্ণশ্চ প্রচারং কুরুতে মুদা ॥ প্রঃ বৈঃ কৃঃ ২৫। ১১০

৭০। (১) সর্ষধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥ গীতা ১৮। ৬৬
(২) দৃশ্যতে শ্রয়তে যদ্ যৎ স্বর্ঘ্যতে বা রঘুভম।

ত্বমেব সর্বমখিলং ত্বদ্বিনাশ্তব ক্লিষ্টকন ॥ অধ্যায় লঙ্কাঃ ১৪। ২৭

৭১। (১) প্রবৃত্তি বিবিধা প্রোক্তা মার্জারী চৈব বানরী ॥

সন্ন্যাস উঃ ২। ১০১

না, এসে দেখা দেন। যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না (২)।

৭২। বনে ভ্রমণ করতে করতে রাম লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে স্নান করতে নেবে ছিলেন। সেই সময় সরোবরের ধারে ধনুক মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। উঠে এসে লক্ষ্মণ ধনুক তুলে দেখেন যে ধনুক রক্তাক্ত হয়ে রয়েছে। রাম বলেন, “ভাই, দেখ দেখ বোধ হয় কোন জীব হিংসা হল।” লক্ষ্মণ মাটি খুঁড়ে দেখেন একটা ব্যাঙ রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে। রাম মহা দুঃখিত হয়ে তাকে বলেন, “তুমি শব্দ করলে না কেন? শব্দ করলে আমরা জানতে পারতাম, তাহলে আর তোমার এ দশা হত না। যখন সাপে ধরে তখন তো খুব চীৎকার কর।” ব্যাঙটা বলে, “রাম, যখন সাপে ধরে, তখন ‘রাম রক্ষা কর’ বলে ডাকি; এখন রামই যখন মারছেন, তখন আর কাকে ডাকব (১)?” দেহের সুখ দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন প্রাণ দেহ আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে।

৭৩। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে সত্য সত্যই তাঁর দেখা পাওয়া যায় (১)। এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কচ্ছি এই রকম করে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কথা যায়—

৭১। (২) বানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাণ্ডেত কহিচিৎ।

ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্থলেন্ন পতেদিহ ॥ ভাঃ ১১।২।৩৫

৭২। (১) ভগবান্ যন্ত সংহর্তা স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।

তন্ত কো রক্ষিতো ভ্রাতর্নিবর্ত্তন্য শুভায় চ ॥ ব্রঃ বৈঃ পুঃ ক্রঃ ১১৬।৩২

৭৩। (১) ভক্তানুকম্পী ভগবান্ সাধূনাং রক্ষণায় চ।

আবির্ভবতি লোকেষু গুণীবার্জ্যৈঃ প্রতীয়তে ॥

সত্য বলছি, মাইরি বলছি। একথা কারেই বা বলছি, কেবা বিশ্বাস করে। তিনি খুব কাণখড়কে, সব শুনেতে পান। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যু সময়েও দেখা দিবেন।

৭৪। আগে বিশ্বাস তারপর ভক্তি (১)। যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয় (২)। ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই, তবে ত হবে। ভাব কি জান?— তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতান এরই নাম। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনায় করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে।

৭৫। ভগবান্ মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, কে কোথায় পড়ে আছে, তা দেখেন না। ‘ভাবগ্রাহী জনার্দন’ (১)। শোর গরু খেয়ে যদি কেউ ভগবানে মন রাখে সে লোক ধন্য। তার ক্রমে

এবং বিবেকবত্যা যো বুদ্ধ্যা সংশ্লিষ্যেদৃ হৃদি।

ভক্তিব্যোগেন সন্তুষ্ট আত্মানং দর্শয়েদজঃ ॥ গরুড় উঃ ৭।২৯

৭৪। (১) বহুজপাং তথা হোমাং কারক্রেশান্ত বিস্তরাং।

ন ভাবেন বিনা চৈব তদ্ব-মন্ত্র-ফলপ্রদাঃ ॥ কৌলাবলীতন্ত্র

(২) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রাং ততো নির্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাচুর্যাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পুঃ প্রেঃ লঃ ১১

৭৫। (১) মুখোবদতি বিষ্ণায় ধীরোবদতি বিষ্ণবে।

উভয়োস্তুল্যমর্থঞ্চ ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥ নারদ পঞ্চ ১।১০।৩৯

ঈশ্বরলাভ হবেই। আর হবিষ্ণু করে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে সে ষিঙ্ (২)।

৭৬। একজন চাকরী করে কষ্টে কষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আফ্লাদে আটখানা হয়ে মনে করলে তবে আর কেন চাকরী করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরী ছেড়ে দিলে! এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরানো দেখতে লাগল। তারপর হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে (১)? অল্পদিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে কষ্টে আবার চাকরীর জগু ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ওরকম করলে চলবে না, তাঁর দ্বারে পড়ে থাকতে হবে, তবে ত হবে।

৭৭। একটা ইট বা পাথরকে ঈশ্বর ভেবে ভক্তিভাবে পূজা করলে তাতেও তাঁর রূপায় ঈশ্বর দর্শন হতে পারে (১)। তারপর পাকা হয়ে গেলে আর বেশী দিন পূজা করতে হয় না। ঈশ্বরেতে সর্বদা মন রাখবে। প্রথমে একটু খেটে নিতে হয়। তারপর

৭৫। (২) স্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণো ভক্তো দ্বিজাধিকঃ ॥

বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ স্বপচাধিকঃ ॥

হ: ভ: বি: ১০ ৫৮

৭৬। (১) বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ততে।

অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শরদীব সা ॥ র: না: পু: ৭১২৩

৭৭। (১) অলপাবাগমুৎকাষ্ঠ-বাস্তুকুদালকাদয়ঃ।

ঈশ্বরঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ পঞ্চদশী, বিশ্বরূপাধ্যায়

পেন্সান্ ভোগ করবে। শ্রাকরারা সোণা গলাবার সময় চোদ্দ, পাখা, হাপর সব দিয়ে হাওয়া করে, যাতে আগুনের খুব তেজ হয়ে সোণাটা শীঘ্র গলে যায়। কাজ শেষ করে বলে, তামাক সাজ। এতক্ষণ খুব ঘেমে উঠেছিল। তারপর তামাক খাবে। সেইরূপ খুব রোঙ্ না হলে সাধন হয় না (২)।

৭৮। সংসারে থাকতে গেলেই সুখ, দুঃখ, একটু আধটু অশান্তি আছে। কাজলের ঘরে থাকলে গায়ে একটু কালী লাগবেই। 'হরিবোল হরিবোল' বলে হাততালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম কোরো। তাহলে সব পাপ তাপ চলে যাবে (১)। দেহ রক্ষা পাপ পাখী; তাঁর নাম কীর্তন যেন হাততালি দেওয়া। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করলে দেহ গাছ থেকে সব অবিভারূপ পাখী উড়ে যায়। মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। তেমনি তাঁর নাম করলে পাপ-পুষ্করিণীর জল আপনা আপনি শুকিয়ে যায়। রোজ অভ্যাস করতে

৭৭। (২) তাবৎ তাবৎ প্রযত্নেন যতিতব্যং স্তপোরুখম্।

প্রাক্তনং পোরুখং যাবদন্তুভং শাম্যতি স্বয়ম্ ॥

যো: বা: মু: ৫১১

৭৮। (১) নাম্নো হি যাবতী শক্তি: পাপ নির্হরণে হরে:।

তাবৎ কর্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকীনরঃ ॥

সকলুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরং

বদ্ধ:পরিকর স্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥ ভা: ৬২১১ বি:

হয়। তাঁর নাম সর্বদাই করতে হয় (২)। কলিতে নাম মাহাত্ম্য। অন্নগতপ্রাণ, তাই যোগ হয় না। কলিতে, বলে, একদিন একরাত কঁাদলে ঈশ্বর দর্শন হয় (৩)। মনে অভিমান করবে আর বলবে ‘তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।’

৭৯। তিনি যদি একবার কৃপা করে দর্শন দেন, আত্মার যদি একবার সাক্ষাৎকার হয়, তাহলে ছয় রিপু আর কিছু করতে পারবে না—কোন ভয় নাই (১)। যাদের ভোগ একটু বাকি আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। যদি সংসারী লোকদের সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হতে বল, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই গৌর নিতাই দুইভাই তাদের টানবার জ্ঞান ব্যবস্থা করে ছিলেন—‘মাগুর মাছের কোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরিবোল।’ প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিনাম করতে যেত (২)।

৮০। আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা করত; এখন কলির

৭৮। (২) দিবা নিশি চ সন্ধ্যায়াং সর্বকালেষু সংস্মরেৎ।

অহর্নিশং স্মরেন্নাম কৃষ্ণং পশুতি চক্ষুযা ॥ পদ্ম পুঃ পাঃ ৫২।৭

(৩) যৎকৃতে দশতি বর্ষে স্তোত্রায়াং হায়নেন যৎ।

দ্বাপরে যচ্চ মাসেন অহোরাত্রেণ তৎকলৌ ॥

বিষ্ণু পুঃ ৬২।১৫

৭৯। (১) ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থি স্থিতস্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চান্ত কৰ্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেহখিলাস্মিন ॥ ভাঃ ১১।২০।৩০

(২) ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং ন শ্রেয়ো রোচনং পরম্।

শ্রেয়োবিবক্ষরা প্রোক্তং যথা তৈষজ্যরোচনম্।

ভাঃ ১১।২১।২৩

জীব, অন্নগতপ্রাণ, দুর্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হয়ে করলে সংসারের সব দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে যায় (১)।

৮১। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই—কি! আমি তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ কি এখনও থাকবে? আমার আবার বন্ধন কি? কেবল ‘পাপ’ আর ‘নরক’ এই সব কথা কেন? একবার বল যে অন্ধ্যায় কৰ্ম্ম যা করেছি আর করবো না। তাঁর নামে বিশ্বাস কর (১)।

৮২। আচার, তীর্থ, গলায়মালা এসব প্রথম প্রথম করতে হয়। ভগবান্ দর্শন হলে ক্রমে ক্রমে বাহিরের আড়ম্বর সব কম পড়ে আসে (১)। তখন কেবল তাঁর নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন।

৮৩। জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক না কেন তাঁর নাম করলেই ফল হবে (১)। কেউ তেল মেখে নাইতে

৮০। (১) ধ্যানন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্তোয়াং দ্বাপরেহর্চয়ন্।

বদাপ্নোতি তদাপ্নোতি করৌ সংকীৰ্ত্ত্য কেশবম্ ॥

বিষ্ণু পুঃ ৬২।১৭

৮১। (১) যন্ত যাবাংশ্চ বিশ্বাসন্তশ্চ সিদ্ধিশ্চ তাবতী ॥ গঃ পুঃ ২৪৭ অঃ

৮২। (১) যাবন্ন জায়েত পরাবরেহস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিবোগঃ।

তাবৎ স্থবীরঃ পুরুষশ্চ রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতং স্মরেত ॥

ভাঃ ২।২।১৪

৮৩। (১) অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্ দস্যুভাবেন বা পুনঃ।

কৃষ্ণনামৈব যচ্চিন্তা স যাতি পরমং পদম্ ॥

শ্রদ্ধয়া হেলয়া যে তু হরিনাম স্মরণম্।

গায়ন্ত্যেকান্তিনিচিহ্নেহচ্যুত স্থিষ্ঠতি সন্ততম্ ॥ পদ্মোত্তর ২৮ অঃ

42

যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যদি কাউকে জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেমনি স্নান হয়। আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কাজ হয়ে যায়।

৮৪। তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত হলে পূর্বজন্মের অনেক কর্মপাশ কেটে যায় (১)। একজন পূর্বজন্মের কর্মের দরুণ সাতজন্ম কাণা হোত, কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়। সে ব্যক্তির চক্ষু যেমন কাণা সেই রকমই রইল, কিন্তু বাকি ছ'জন্ম সেটা হোল না।

৮৫। তোমাদের সংসার ত্যাগের কি দরকার? আমি দেখছি যেখানে থাকি, রামের অযোধ্যায় আছি। এই জগৎ সংসার রামের অযোধ্যা। সংসার একেবারে ত্যাগ করবার কি দরকার? আসক্তি গেলেই হোলো (১)।

৮৬। ত্যাগ তোমাদের কেন করতে হবে? যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন কেল্লার মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। কেল্লা থেকে অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। মাঠে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করলে অনেক অহুবিধা। বিপদ! গায়ের উপর গোলাগুলি এসে পড়ে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, বাসনার সঙ্গে, খিদে তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ গৃহে থেকেই ভাল। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর টীশ্বর সব ঘুরে যাবে। গৃহ, কেল্লার ভিতর

৮৪। (১) আপন্নঃ সংস্থতিং ঘোরাং বন্যাম বিবশো গৃণ্ণ।

ততঃ সছো বিষুচ্যোত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ॥ ভাঃ ১।১।১৪

৮৫। (১) তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।

অসক্ত্যো হ্যচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ গীতা ৩।১২

থেকে যেন যুদ্ধ করা (১)। তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। কিন্তু মনটি ঈশ্বরের দিকে রেখে কর্ম্ম করতে হবে, তা না হলে হবে না (২)। এক হাতে কর্ম্ম কর, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাক। কর্ম্ম শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

৮৭। সাধুসঙ্গ কেমন জান? যেন চাল ধোয়ানি জল। সং কথা শুনতে শুনতে বিষয়বাসনা একটু একটু করে কমে। মদের নেশা কমাবার জন্য একটু একটু চাল ধোয়ানি জল খাওয়াতে হয়। তাহলে ক্রমে ক্রমে নেশা ছুটতে থাকে। সেইরূপ সংসার-মদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের এক মাত্র নেশা কাটিবার উপায় সাধুসঙ্গ (১)।

৮৮। বৈত্থের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ এক দিন করলে হয় না। সর্বদাই দরকার। সকলেরই দরকার।

৮৬। (১) যঃ যট্ সপন্নান্ বিজিগীষমাণো

গৃহেষু নির্বিগ্ণ যতেত পূৰ্ণম্।

অত্যেতি দুর্গাপ্রিত উজ্জিতারীন্

কীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশিতং ॥ ভাঃ ৫।১।১৮

(২) তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামহুশ্বর যুধ্য চ।

ময্যপিত-মনোবুদ্ধির্নামৈবেশ্বন্তসংশয়ম্ ॥ গীতা ৮।৭

৮৭। (১) অতন্তে সাধুসঙ্গত্যা ভক্ত্যাচ পরমাত্মনঃ।

বিস্তৃঙ্কং নির্মলং শান্তং মনো নিবৃত্তি মেঘ্যতি ॥

অনেকজন্মজনিং পাতকং সাধুসঙ্গমে।

ক্ষিপ্ৰং নশ্বতি ধর্মজ্ঞ জ্ঞানানং শরদো যথা ॥

গঃ পুঃ উঃ ৭।১।১১

সন্ন্যাসীরও দরকার। তবে সংসারীদের বিশেষতঃ (১) কামিনী কাঞ্চনের মধ্যে সর্বদা থাকতে হয়। রোগ লেগেই আছে। ঘটি রোজ মাজতে হয়, তা না হলে কলঙ্ক পড়বে।

৮৯। মন কেমন জান? যেমন স্প্রিংএর গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে, আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সং ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করবামাত্র যে কে সেই—আপনার পূর্বভাব ধারণ করে। একটু কষ্ট করে সাধুসঙ্গ করতে হয়। বাড়ীতে শুধু বিষয়ের কথা, রোগ, লেগেই আছে (১)। সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

৯০। যে কর্মই লোক করুক না কেন, সংসারী ব্যক্তির সাধুসঙ্গ বড় দরকার (১)। আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম, তা দেখালে ইট, পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখলে, সঙ্গের গুণ কি! তেমনি সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়।

৮৮। (১) ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ।

সঙ্গস্বেষ্ট তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ॥ ভাঃ ৩২৫।২৪

৮৯। (১) অমুরো ভক্তিবৃক্ষস্ত ভক্তসঙ্গেন বর্দ্ধতে।

পরং হরিকথালাপ-পীযুষসেচনেন চ ॥

অভক্তালাপদীপাগ্নি-জালায়াঃ কলয়াপিচ ॥

অমুরং শুকতাং যাতি পুনঃ সেকেন বর্দ্ধতে ॥

ত্রঃ বৈঃ পুঃ কৃঃ ১১১।১৫-১৬

৯০। (১) অত আত্যস্তিকং ক্ষেমাং পৃচ্ছামো ভবতোহনবাঃ।

সংসারেহস্মিন্ কণার্কোহপি সংসঙ্গঃ শেবধিন্ গাম্ ॥ ভাঃ ১১২।৩০

৯১। সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন নিজের কাছে নাই! মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। মন কামিনী কাঞ্চনে বন্দক দিয়েছে, তাই সর্বদা গুরুর সঙ্গ, গুরুর সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন (১)।

৯২। দেখ, সাধুদের পট ঘরে রাখা ভাল। সাধুদের ছবি ঘরে রাখলে সর্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয় (১)। যুবতী স্ত্রীলোক দেখলে যেমন ভোগের ইচ্ছা হয়, শোনার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়। সকাল বেলা উঠে অন্ন মুখ না দেখে সাধু সন্ন্যাসীর মুখ দেখে উঠা ভাল। যেরূপ সঙ্গের মধ্যে থাকবে সেইরূপ স্বভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ করতে হয়। শুধু শুনলে হবে না। ঔষধ খেতে হবে, আবার আহারের কটকেনা করতে হবে। পথ্যের দরকার (২)।

৯৩। যেখানে অনেক লোকে অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন করবে বলে তপ, জপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে, জানবি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে; তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয় (১)।

৯১। (১) সন্ত এবাস্ত ছিন্তস্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥ ভাঃ ১১২।২৬

৯২। (১) আলম্বনোদ্দীপনাখ্যৌ তস্ত ভেদাবুভৌ স্বতৌ।

উদ্দীপনবিভাবান্তে রসমুদ্দীপয়ন্তি বৈ ॥ ভঃ রঃ সিঃ

(২) সর্কৌষধীনাং প্রবরাশ্চ পথ্যাঃ ॥ বামন পুঃ ১২।৫১

৯৩। (১) প্রভাবাভুতাত্মমেঃ সলিলস্ত চ তেজসা।

পরিগ্রহান্ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা ॥ কাশীখণ্ড পুঃ ৬।৪৪

৯৪। যুগ যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধ পুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখবে বলে এসেছে, অথ সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ তেলে ডেকেছে, সেজন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমানভাবে থাকলেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ (১)।

৯৫। মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যার প্রাণে ভক্তিভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে, তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নেই, তার বিশেষ আর কি হবে? যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয় (১)।

৯৬। যার হেথায় আছে, তার সেথায় আছে; যার হেথায় নাই, তার সেথায়ও নাই (১)। অনেক সময় শুনা যায়, অমুকের ছেলে কাশীতে বা অথ কোথাও পালিয়ে গিয়েছে। তারপর আবার শুনতে পাওয়া যায়, সে সেখানে চেষ্টা বেষ্টা করে একটা চাকরী জোগাড়

- ৯৪। (১) তীর্থেষু লভ্যতে সাধু রামচন্দ্রপরায়ণঃ ।
যদর্শনং নৃণাং পাপ-রাশিদাহন্তুগুণিঃ ॥
তস্মাত্তীর্থেষু গন্তব্যং নরৈঃ সংসারতীরুতিঃ ।
পুণ্যোদকেষু সততং সাধুশ্রেণি-বিরাজিষু ॥

পদ্মপুঃ পাঃ ১০।১৬ ১৭

৯৫। (১) সর্কাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতৌদারকথাপ্রসঙ্গঃ ॥

৯৬। (১) ন দেবো বিদ্বতে কাঠে ন পাষণে চ পার্কতি ।

ভাবেষু বিদ্বতে দেবি ভাবো মোক্ষস্বরূপধৃক্ ॥

কামধেনুতন্ত্রম্ ১৭ পঃ

করে নিয়ে বাড়ীতে চিঠি লিখেছে ও টাকা পাঠিয়েছে। তীর্থে বাস করতে গিয়ে কতলোক সেখানে আবার দোকান পাট ব্যবসা কেঁদে বসে।

৯৭। যদি এখানে বসে ভক্তি লাভ করতে পার, তীর্থে যাবার কি দরকার (১)? কাশী গিয়ে দেখলাম, সেই গাছ, সেই তেঁতুলপাতা। এখানকার আমগাছ, তেঁতুলগাছ, বাঁশঝাড়টি যেমন, সেখানকার সেগুলিও তেমনি।

৯৮। হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানেনা কোথা হতে গন্ধ আসছে। তেমনি ভগবান্ এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে ঘুরে মরছে (১)। যা চায় তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা স্থানে ঘুরে বেড়ায় (২)।

৯৯। কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে দেখলাম—সাদা রংয়ের দীর্ঘাকৃতি একটি পুরুষ—মাথায় তার পিজল বর্ণের জটা, শ্মশানে

- ৯৭। (১) অর্কে চেন্নধু বিনেত কিমর্থং পর্কতং ব্রজ্জং ॥

বেদান্ত স্তুঃ ভাঃ ৩৪।৩

- ৯৮। (১) সর্কেষু প্রাণিজাতেষু হয়মাত্মা ব্যবস্থিতঃ ।

তমজ্জাতা বিমুঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥

অধ্যাত্ম উঃ ৭।৭৪

- (২) জ্ঞানন্তি নৈবং হৃদয়স্থিতং বৈ ।

চামীকরং কণ্ঠগতং যথাজ্জাঃ ॥ অধ্যাত্ম, আদি ১।২১

প্রত্যেক চিতার কাছে আস্তে আস্তে আসছেন, আর প্রত্যেক দেহীকে যত্ন করে তুলে নিয়ে তার কাণে পরব্রহ্ম মন্ত্র দিচ্ছেন (১)।

১০০। যতক্ষণ মা আছে, মাকে দেখতে হবে। যতক্ষণ নিজের শরীরের খপর আছে ততক্ষণ মার খপর নিতে হবে (১)। নিজের কাসি হলে মরিচ মিছরি, মরিচ লবণের জোগাড় করতে হয়। এসব যতক্ষণ করতে হবে ততক্ষণ মার খপরও নিতে হবে। তবে যখন নিজের শরীরের ঠিক থাকে না, তখন অগ্র কথা ২)।

১০১। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না (১)। মা বাপ কি কম জিনিষ গা? চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কত দিন ধরে মাকে বুঝিয়ে বলেন, “মা আমি মাঝে মাঝে

৯৯। (১) অত্রোৎক্রমণকালেহং স্বয়মেব দ্বিজোত্তমাঃ।

দিশামি তারকং ব্রহ্ম দেহী শ্রাদ্ধেন তন্নয়ঃ ॥

কাশীখণ্ড ৬৪।৯৯

১০০। (১) পিতরং মাতরং বিত্তামন্ত্রদং গুরুমেব চ।

যো ন পুষ্ণতি মৃতশ্চ যাবজ্জীবঞ্চ সোহুচিঃ ॥

ব্রঃ বৈ: পুঃ কৃঃ ৭২।১০০

(২) কঃ কস্ত পুত্রঃ কস্তাতঃ কা মাতা কস্তচিৎ কূতঃ।

আরাণ্টি যান্তি সংসারং সর্বো চ কৃতকর্মণা ॥

ব্রঃ বৈ: পুঃ কৃঃ ৭৩।৫

১০১। (১) পিতা চ পতিতস্ত্যাজ্যো ন মাতা সংসৃতেন হি ॥

শব্দকল্পদ্রুম, মাতৃশব্দ।

এসে তোমাকে দেখা দিব (২)।” মা যতদিন ছিল, নারদ তত দিন তপস্থায় যেতে পারেন নি (৩)। মার সেবা করতে হয়েছিল কিনা। তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম টর্ন কিছুই হয় না (৪)।

১০২। আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা করতুম। সেই জগতের মা-ই ত মা হয়ে এসেছেন। (১) তাই কারু শ্রদ্ধা, শেষে ইষ্টের পূজা হয়ে পড়ে। কেউ মরে গেলে বৈষ্ণবদের মহোৎসব হয়, তারও এই ভাব। সংসারে বাপ মা পরমগুরু। যতদিন বেঁচে থাকেন ততদিন যথাশক্তি উঁহাদের সেবা করতে হয়, আর মরে

১০১। (২) জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস।

তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস ॥

চৈঃ চঃ মঃ ৩পঃ

(৩) একাত্মজ্ঞা মে জননী যোষিমূঢ়া চ কিস্করী।

মম্যাত্মজ্ঞেহনগ্ৰগর্তো চক্রে স্নেহানুবন্ধনম্ ॥ ভাঃ ১।৬৬

(৪) যেন প্রীণাতি পিতরং তেন প্রীতঃ প্রজাপতিঃ।

প্রীণাতি মাতরং যেন পৃথিবী তেন পূজিতা ॥

যেনপ্রীণাত্যুপাধ্যায়ং তেন শ্রাদ্ধ ব্রহ্মপূজিতম্।

অনাদৃতাশ্চ যন্ত্রৈতে সর্বাশ্রয়শ্রাফাঃ ক্রিয়াঃ ॥

মহাঃ অনুলঃ ৭।২৫-২৬

ন চ তৈরভ্যনুজ্ঞাতো ধর্মমন্ত্রং সমাচরেৎ।

যঞ্চ তেহভ্যনুজ্ঞানীয়ুঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥

মহাঃ শান্তিঃ ১০৮।৫

১০২। (১) বিত্তাঃ সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ

স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎ স্ব ॥ চণ্ডী ১১।৬

গেলে যথাসাধ্য শ্রদ্ধ করিতে হয়। (২) যে দরিদ্র, কিছু নাই, শ্রদ্ধ করবার ক্ষমতা নাই, তাকেও বনে গিয়ে তাঁদের স্মরণ করে কাদিতে হয়। তবে তাঁদের ঋণ শোধ হয়। (৩)

১০৩। কেবলমাত্র ঈশ্বরের জন্ম বাপ মার আঞ্জা লঙ্ঘন করা চলে। যে মা ঈশ্বর লাভের পথে বিঘ্ন দেয়, সে মা নয়,—সে অবিভা-রুপিনী (১)। ঈশ্বরের জন্ম গুরুজনের বাক্য না শুনলে কোন দোষ হয় না (২)। ভরত,—রামের জন্ম কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই (৩)।

(২) অত উর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায় অন্নং দত্তাং ॥ শ্রাদ্ধকৃত্ত্ব

(৩) গহ্বারণ্যমমানুষ্য মুদ্রু বাহুবিরোত্যদঃ।

নিরন্নো নিধনো দেবাঃ পিতরো মাহনুং কৃথাঃ ॥

নমেহস্তি বিত্তং ন ধনং ন ভাৰ্য্যা

শ্রাদ্ধং কথং বঃ পিতরঃ করোমি।

বনং প্রবিষ্টোহতু তন্নয়োচ্চৈ-

ভুজৌ কুতো বহুনি মারুতস্ত ॥

ভবেৎ স বৈ তেন কুতেন তেষা-

মৃণেন মুক্তঃ পি তৃদেবতানাম্ ॥ নির্ণয়সিদ্ধুধতপ্রভাসখণ্ড ৩২

১০৩। (১) স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হৃস্মতিম্ ॥

নারদ পঞ্চ ১।১০।২১

(২) গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ।

উৎপথং প্রতিপন্নস্ত কার্য্যং ভবতি শাসনম্ ॥

বাল্মীকি রাঃ অঃ ২।১।১৩

(৩) অভিষেকো ভবত্ত্বগু মুনিভির্নগ্ন পূর্ব্বকম্।

তৎপ্রজ্ঞা ভরতোহপ্যাহ মমরাজ্যেন কিং মূনে ॥

প্রহ্লাদ—বাপ বল্লভে কৃষ্ণনাম নিতে ছাড়েনি (৪)। গোপীরা—কৃষ্ণ দর্শনের জন্য পতিদের মানা শুনে নাই (৫)। বলি—ভগবানের প্রীতির জন্য গুরু শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই (৬)। ধ্রুব—মা বারণ করলেও তপস্যা করতে বনে গিয়েছিল (৭)। বিভীষণ—রামকে

১০৩। রামো রাজাধিরাজশ্চ বয়ং তশ্চৈব কিঙ্করাঃ

স্বঃপ্রভাতে গমিষ্যামো রামমানেতুমঞ্জসা ॥

অহং বৃষ্ণং মাতরশ্চ কৈকেয়ীং রাক্ষসীং বিনা।

হনিষ্যাম্যধুনৈবাহং কৈকেয়ীং মাতৃগন্ধিনীম্ ॥

অধ্যায়ঃ অযোঃ ৮।৫-৭

(৪) দুৰ্দ্ধ্বং বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ।

অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতি মুঢ়মতির্ভব ॥

বিঃ পুঃ প্রঃ ১৭।৩৫

(৫) তা বার্থ্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।

গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন হুবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ ॥

ভাঃ ১০।২৯৮

(৬) মা দদস্ব মহাবাহো ন ত্বং বেৎসি মহাসুর।

এষ মায়া-প্রতিচ্ছন্নো ভগবান্ প্রবরো হরিঃ ॥

বলিরূবাচ—বিপ্রেন্দ্র প্রাজুখস্তিষ্ঠ স্থিতোহস্মি কমলেক্ষণ।

প্রতীচ্ছ দেহি কিং ভূমিং কা মাত্রা ভোঃ পদত্ৰয়ম্ ॥

হরিবংশ ১৩।১৬

(৭) অন্ত্রজাতুং ন শক্তাহং ত্বামুত্তানশরাসজ।

সাত্ঠৈকবর্ষদেহীয়ং তথাপি কথয়াম্যহম্ ॥

ইত্যনুজ্ঞা মনুপ্রাপ্য জননীচরণাশ্রুজো।

ক্ষণং মৌলিজ্জ জখাল-জড়ীকৃত্য ধ্রুবো যযৌ ॥

কাশীখণ্ড ১৯।৫৬।৭০

পাবার জন্ত জ্যোত্স্না ভাই রাবণের কথা শুনে নাই (৮)। তবে ‘ঈশ্বরের পথে যেও না’ এই কথা ছাড়া আর সব কথা শুনবি।

১০৪। মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে,—পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, মাতৃঋণ (১)। মা বাপের ঋণ শোধ না করলে কোন কাজই হয় না। ক্ষমতা থেকেও যে বাপের ঋণ শোধ না করে, সে কি আর মানুষ?

১০৫। জ্ঞানোন্মাদ বা প্রেমোন্মাদ হলে কে বা মা, কে বা বাপ, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কোন কর্তব্য থাকে না। সব ঋণ থেকে মুক্ত। তখন কালকের ভাবনা ভগবান ভাবেন। প্রেমোন্মাদ হলে জগৎ ভুলে যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুই থাকে না। শরীর বলে বোধই

১০৩। (৮) বিভীষণো রাবণবাক্যতঃ ক্ষণাৎ।

বিস্ময় সর্বং সপরিচ্ছদং গৃহম।

জগাম রামস্ত পদারবিন্দয়োঃ

সেবাতিকাজী পরিপূর্ণমানসঃ ॥ অধ্যায় লক্ষ্যঃ ২।৪৬

১০৪। (১) দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ।

ঋণবান্ জায়তে যন্মাং তন্মান্মোক্ষে যতেং সদা ॥

তৎপরিশোধনমাহঃ—

দেবানামনৃণো জন্তু যজ্ঞে ভবতি নারদ।

অন্নবিশ্বস্ত পূজ্যতিরুপবাসব্রতৈস্তথা।

শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ ॥

ঋষীণাং ব্রহ্মচর্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা ॥ বিষ্ণুধর্মোত্তর

থাকে না। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায় (১)। চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন (২)।

১০৬। যাকে দশে গণে মানে,—তা বিচার জন্তই হোক বা গাওনা বাজনার জন্তই হোক, বা লেকচার দেবার জন্তই হোক বা আর কিছুর জন্তই হোক—নিশ্চিত জেনো তাতে শক্তির অধিক বিকাশ, সেইখানেই ঈশ্বরের অধিক রূপা জানবি। তাঁর বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকলে কেহ কখনও কোন বিষয়ে বড় হতে পারে না, বা মান সম্মান প্রভৃতি হজম করতে পারে না (১)।

১০৫। (১) প্রেমার স্বভাবে ভক্ত-হাসে কান্দে গায়।

উন্মত্ত হইয়া নাচে ইতি উতি ধায় ॥

স্বৈদকম্প রোমাঞ্চাক্ষ গদগদ বৈবৰ্ণ্য।

উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ক-হর্ষ-দৈন্ত ॥

এতভাবে প্রেমা ভক্তগণের নাচায়।

কৃষ্ণ প্রেমানন্দ স্থখ সাগরে ভাসায় ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৭

(২) কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি উতি ধায়।

ভূমি পড়ি কভু মুচ্ছা গড়াগড়ি যায় ॥

যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।

অলক্ষিতে যাই সিদ্ধজলে ঝাঁপ দিলা ॥ চৈঃ চঃ অঃ ১৮ পঃ

১০৬। (১) তেজঃ শ্রীঃ কীর্তিরৈশ্বর্য্যং হ্রীত্যাগঃ সৌভগঃ ভগঃ।

বীর্ঘ্যং তিতিক্ষাবিজ্ঞানং যত্র যত্র স মেহং শকঃ ॥ ভাঃ ১১।১৬।৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমং সত্ত্বং শ্রীমদুজ্জিত মেববা।

তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥

গীতা ১০।৪১

১০৭। তাঁর উপর ভার দিয়ে সংসারে থাকো না গো—ঝড়ের
এঁটো পাতা হয়ে। সেটা কি জান? পাতাখানা পড়ে আছে,
যাম্‌নে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছে, ত্যাম্‌নে উড়ে যাচ্ছে। কখন ঘরের
ভিতর লয়ে যায়, কখনও আঁস্তাকুড়ে। কখন ভাল জায়গায়, কখনও
মন্দ জায়গায়। তোমাকে এখন সংসারে ফেলেছেন, এখন সেইখানেই
থাক, আবার যখন ওর চেয়ে ভাল জায়গায় ফেলবেন তখন যা হয়
হবে। এই রকম করে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাকতে হয়।
চৈতন্য বায়ু যাম্‌নে মনকে ফেরাবে, ত্যাম্‌নে ফিরবে, এই
আর কি (১)!

১০৮। কাশীতে মৃত্যু হলে শিব সাক্ষাৎকার হন,—হয়ে
বলেন, ‘আমার এই যে সাকার রূপ এ মায়িকরূপ—ভক্তের জগু
এইরূপ ধারণ করি। এই দেখ অখণ্ড সচ্চিদানন্দে মিলিয়ে যাই।’
এই বলে সেইরূপ অন্তর্ধান হন। জ্ঞান হলেই মুক্তি (১)। যেখানেই
থাকো—ভাগাড়েই মৃত্যু হোক, আর গঙ্গাতীরেই মৃত্যু হোক জ্ঞানীর
মুক্তি হবে (২)। তবে অজ্ঞানীর পক্ষে গঙ্গাতীর (৩)। পুরাণ

১০৭। (১) নির্বাসনো নিরালস্যঃ স্বচ্ছন্দো মুক্তবন্ধনঃ।

ক্ষিপ্তঃ সংসারবাতেন চেষ্টতে গুরুপর্ণবৎ ॥ অষ্টাবক্রসংহিতা ১৮।২১

১০৮। (১) জ্ঞানামুক্তির্গহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥

যোগিনী তন্ত্র ১৩ পটল

(২) যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃত্যু অপি।

যোগিনস্তত্র লীরন্তে ঘটাকাশমিবাধরে ॥

তীর্থে চান্ত্যজগেহবা নষ্টস্বতিরপি ত্যজন্।

সমকালে তন্মুক্তঃ কৈবল্যব্যাপকো ভবেৎ ॥

অবধূত গীতা ১।৬২।৭০

(৩) গঙ্গৈব কেবলা মুক্ত্যে নির্ণীতা পরিতো হরেঃ ॥ কাশীখণ্ড ২৮।২৭

মতে, চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয়, তার মুক্তি হবে (৪)। এ মতে নাম
করলেই হয় (৫)। যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্র—এ সব দরকার নাই।
শবরী ব্যাধের মেয়ে, রুহিদাস যার খাবার সময় ঘণ্টা বাজাতো, এরা
সব শূদ্র! এদের ভক্তির দ্বারাই মুক্তি হয়েছে (৬)। বেদ মত
আলাদা। ব্রাহ্মণ না হলে মুক্তি হয় না। আবার ঠিক মন্ত্রোচ্চারণ
না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ, যজ্ঞ, মন্ত্র, তন্ত্র—সব বিধি অনুসারে
করতে হয়। কাশীতে ব্রাহ্মণই মরুক আর বৈশ্যই মরুক শিব
হবে (৭)।

১০৯। ভেবেছ, মনে করলেই দুনিয়ার হিত করবে? তুমি
কে? আর কি উপকার করবে? আর জগৎ কতটুকু গা, যে তুমি
উপকার করবে? যাঁর এ বিশ্বসংসার তিনি যেন নাকে তেল দিয়ে
যুচ্ছেন, কিসে জীবের হিত হয় তিনি জানেন না, আর তুমি

১০৮। (৪) চাণ্ডালা অপি বৈ পূজ্য্য হরিত্তিক্তিপরাযণাঃ।

নিশ্চলা হস্মি ভক্তিয়া সৈব মুক্তির্জনাঙ্গিন ॥

মুক্তা এব হি ভক্তান্তে তব বিষ্ণো যতো হরেঃ ॥

হঃ ভঃ বিঃ ১০।৭৩

(৫) ভক্তি বিনা মুক্তি নহি ভাগবতে কয়।

কলিকালে নামাভাসে স্মৃতে মুক্তি হয় ॥

চৈঃ চঃ মঃ ২৫ পঃ

(৬) কিং ছল্লভং জগন্নাথে শ্রীরামে ভক্তবৎসলে।

প্রসন্নোহমজন্মাপি শবরী মুক্তিমাং সা ॥

অধ্যায়ঃ অরণ্য ১০।৪২

(৭) যেহপি তত্র বসন্তীহ নীচা বৈ পাপযোনয়ঃ।

সর্বের তরন্তি সংসার মীথরাহুগ্রহাদ্বিজাঃ ॥ কুঃ পুঃ উঃ ১১।১০৫

একেবারে সব জেনে ফেলেছ (১)? বলি বাপু, গঙ্গায় বর্ষাকালে ছোট ছোট কাকড়া হয় দেখেছ? এ বিশ্বসংসারে তুমি তার চেয়ে ক্ষুদ্র জীব, একটা কীটানুকীটও নও। তুমি আবার জীবের হিত কেমন করে করবে? যিনি এই বিশ্বত্রকাণ্ড সৃষ্টি করলেন, তিনি জীবের হিত করবেন।

১১০। লোককে খাওয়ান এক রকম তাঁরই সেবা করা। সব জীবের ভিতর তিনিই অগ্নিরূপে রয়েছেন (১)। লোককে খাওয়ান কিনা তাঁহাকে আছতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ লোককে খাওয়াতে নাই (২)।

১১১। কারুকে নিন্দা কোরো না, পোকাটিরও না (১)। নারায়ণই এই সব রূপ ধরে রয়েছেন। দুর্ঘট খারাপ লোককেও পূজা করা যায়। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি এটাও বলবে—‘যেন কারও নিন্দা না করি।’

১১২। ঈশ্বর দুবার হাসেন। যখন ভা’য়ে ভা’য়ে দড়ি ধরে জমি বখরা করে নেয় আর বলে ‘ঐ দিকটা আমার ওদিকটা তোমার’

১০৯। (১) বিশ্বস্ত যঃ স্থিতিলম্বোদ্রবহেতুরাণ্ডো
যোগেশ্বরৈরপি হরতায়-যোগমায়ঃ।
ক্ষেমং বিধাশ্রুতি স নো ভগবাং জ্যাদীশ
স্তত্রান্দীয়বিম্বশেন কিয়ানিহাথঃ ॥ ভাঃ ৩।১৬।৩৫

১১০। (১) অহং বৈশ্বানরোভূত্বা প্রাণিনাং দেহমশ্রিতঃ ॥ গীতা ১৫।১৪

(২) অমৃত্যুবিষ্টমনসঃ কৃতম্ভু চ মায়িনঃ।

পরদায়রতস্তাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ বুঃ নাঃ পুঃ ১২।৬

১১১। (১) ইহামৃত্র স্থখং প্রেমসুঃ পরনিন্দাং পরিত্যজ্যেৎ ॥

বুঃ নাঃ পুঃ ১২।৬

—তখন একবার হাসেন। এই ভেবে হাসেন, আমার জগৎত্রকাণ্ড, কিন্তু ওরা বলছে, ‘এটা আমার ওটা তোমার,’ (১)।

১১৩। ধনীলোক দেখলেই সব মোসাহেব এসে জোটে। যেমন মরা গরু পেলো যত শকুনি এসে পড়ে। ওদের কথায় ভুলো না। মো-সাহেবেরা সব কথাতেই ‘আজ্ঞা হাঁ, অতি চমৎকার।’ আবার বলবে ‘আপনি দানী, জ্ঞানী, ধ্যানী।’ বলা ত নয় অমনি বাঁশ (১)।

১১৪। যাদের টাকা আছে তারা ত মায়ের দেওয়ান, তাদের দান করা উচিত (১)। সাধু, ভক্ত, দরিদ্র সামনে পড়লে কিছু দিতে হয়। পূর্ব জন্মে যারা দান টান করে তাদেরই ধন হয় (২)। রূপণের ধন মামলা মোকদ্দমায়, চোর ডাকাতে, ডাক্তার খরচে, আবার বদ ছেলের দ্বারা উড়ে যায় (৩)।

১১৫। ওদেশে চাষারা মাঠে আল বাঁধে। যারা খুব যত্ন করে চারিদিকে আল দেয়, জলের তোড়ে তাদের জমির আল ভেঙ্গে যায়,

১১২। (১) মমৈবেয়ং মহী কৃৎস্না ন তে মৃচেতি বাদিনঃ।

স্পর্ধমানা মিথোৱন্তি ত্রিরন্তে মৎকৃতে নৃপাঃ ॥ ভাঃ ১২।৩৮

১১৩। (১) যস্ত যস্ত হি যো ভাব স্তস্ত তস্ত হি তং বদন্।

অমুপ্রবিশ্ত মেধাবী ক্ষিপ্ৰমাত্মবশং নয়েৎ ॥

গঃ পুঃ পুঃ ১০২।১৩

১১৪। (১) দাতব্যং প্রত্যহং পাত্রে নিমিত্তেষু বিশেষতঃ ॥

দানখণ্ড—১ বাজবক্য

(২) বিভবো দানশক্তিঞ্চ নান্নস্ত তপসঃ ফলম্ ॥ গঃ পুঃ পুঃ ১১।৩

(৩) ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব চান্মনি।

কদর্যস্য ধনং যাতি অগ্নিতকর-রাজস্ব ॥ গঃ পুঃ পুঃ ১০২।২৭

আর জল বেরিয়ে গিয়ে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই চাষারা আলে ঘাসের চাপড়া ধরিয়ে মাঝে মাঝে হেঁদা করে রাখে, তাকে ষোগ বলে। জল ষোগ দিয়ে একটু একটু বেরিয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না, আর ক্ষেতের উপর পলি পড়ে, সেই পলিতে ক্ষেত খুব উর্বর হয়ে খুব ফসল হয়। যে দান ধ্যান করে সে অনেক ফল লাভ করে ;—চতুর্বর্গ ফল (১)।

১১৬। এখানে আসবার সময় যা হোক এক পয়সার কিছু কিনে এনো। দেবতার স্থানে শুধু হাতে আসতে নেই (১)। কিছু খাবার আনবে। এতে খুব ভাল হয়। দেখ এখানকার জন্তু যখন কিছু আনবে তার আগ ভাগ কারুক তুলে দিও না, দিলে উচ্ছিষ্ট হয় (২)। ভগবানের ভোগে তা আর দেওয়া যায় না।

১১৭। বেশী খেও না (১), আর শুচিবাই ছেড়ে দাও। শুচিবাইগ্রস্ত লোকদের কেবল অশুক বিচার করতে গিয়ে সর্বদা একটা অশুচির ভাব থেকে যায়। আচার যতটুকু দরকার ততটুকু

১১৫। (১) দানেন লভ্যতে বিত্তা দানেন যুবতীজনঃ ।
ধর্মার্থ-কামমোক্ষাণাং সাধনং পরমং স্মৃতম্ ॥ দানখণ্ড

১১৬। (১) রিক্তহস্তাশ্চ নোপায়েরদ্রাজানং দৈবতং গুরুম্ ।
ফলপুষ্পাস্বাদীনি যথার্থশক্তি নিবেদয়েৎ ॥ প্রাণতোষণী ২।২

(২) দ্বিঃ স্নিগ্ধং পরিদগ্ধঞ্চ তথৈবাগ্রাবলেহিতম্ ।
শর্করা কীট পাষাণৈঃ কেশৈর্যত্রাপ্যপক্রতম্ ॥ শ্রাদ্ধতত্ত্ব

১১৭। (১) অনারোগ্য মনাস্থ্যমস্বর্গ্যাধিভোজনম্ ।
অপুণ্যং লোকো বিদ্বিষ্টং তস্মান্তং পরিবর্জয়েৎ ॥ মনুঃ ২।৫৭

করবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোনো না। যাদের শুচিবাই, তাদের মধ্যে ঈশ্বর চিন্তা ঢোকা বড় কঠিন (২)। তাদের জ্ঞান হয় না।

১১৮। একাদশী করা ভাল। ওতে মন বড় পবিত্র হয়, আর ঈশ্বরেতে ভক্তি হয় (১)। একাদশীতে খৈ দুধ খাবে। আর দু'রকম একাদশী আছে। ফলমূল খেয়ে (২), আর লুচি ছকা খেয়ে। প্রথম নির্জলা একাদশী, জল পর্য্যন্ত খাবে না (৩)। সন্ন্যাসীর নির্জলা একাদশী। তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না। পূর্ণত্যাগী, একেবারে সব ভোগ ত্যাগ। দ্বিতীয়—ফলমূল, দুধ সন্দেশ খেয়ে—তত্ত্ব যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়েছে।

১১৯। প্রসাদ খেতে কোন দোষ নাই। প্রসাদ পেলে তখনই তা ধারণ করতে হয়। প্রসাদে কোন বিচার চলে না (১), তাই শ্রীক্ষেত্রে কোন জাতি বিচার নাই, প্রসাদ যে দেবে নিতেই হবে।

১১৭। (২) অপি সর্বনদীতোয়ৈশ্চকুটশ্চাপি গোময়ৈঃ ।

আপাদমাচরন্ শৌচং ভাবহৃষ্টো ন শুদ্ধিতাক্ ॥

কাশীখণ্ড ৩৫।৬৪

১১৮। (১) একাদশীত্রতং নাম সর্বকামফলপ্রদম্ ।
কর্তব্যং সর্বদা বিপ্রা বিষ্ণুগ্ৰীণনকারণম্ ॥ রুঃ নাঃ পুঃ ২।১৩

(২) একভক্তেন নক্তেন বালব্রহ্মাতুরঃ ক্ষিপেৎ ॥
পয়োমূলফলৈর্কাপি ন নির্বাদশিকো ভবেৎ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩৬

(৩) একাদশ্যাং নিরাহারো যদি মুক্তিমভীপসতি ॥ রুঃ নাঃ পুঃ ২।১৭

১১৯। (১) অশুচির্কাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্ ।
প্রাপ্তিমাশ্রয়ে ভোক্তব্যং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥

উৎকল খণ্ড ৩৮।২০

১২০। মার পায়ের বিল্বপত্র খেয়ে কিম্বা মায়ের প্রসাদি দ্রব্য খেয়ে কিছু খেলে দোষ থাকে না (১)।

১২১। সাধু সন্ন্যাসী গেরস্থর বাড়ী থেকে অভুক্ত ফিরে গেলে গেরস্থর বড় অকল্যাণ হয় (১)। তাই আমি কিছু না খেয়ে যাব না।

১২২। সংস্কারের জন্ম বিয়ে করতে হয় (১)। এক মতে আছে শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল—সংস্কারের জন্ম। একটি কন্যাও নাকি হয়েছিল (২)।

১২০। (১) উপবাসনিষেধেতু কিঞ্চিৎ ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ।

নো দৃশ্যতু্যপবাসোহত্র উপবাসফলং লভেৎ ॥

হ: ভ: বি: ১২।১৭২

১২১। (১) অতিথি ষষ্ঠ ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ততে।

স তস্মৈ দ্রষ্টব্যং দদ্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ বৃ: নাং: পু: ২৫।৩৪

১২২। (১) সংস্কারেণ বিনা দেবি দেহশুদ্ধির্ন জায়তে।

নাসংস্কৃতোহধিকারী শ্রাৎ দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি ॥

মহানির্কীর্ণ ৯২

(২) পিতৃণাং শুভগা কন্যা পীষরী নাম স্তন্দরী।

শুকশচকার পত্নীং তাং যোগমার্গে স্থিতোহপি হি।

কন্যাং কীর্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্র: প্রতাপবান্ ॥

দেবীভাগবত ১।১২ ৪০-৪১

কামিনী-কাঞ্চন

—*—

১। এ সব উপদেশ ধারণা করতে হলে বীর্যধারণ করতে হয় (১)। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেন, “ভাই, এদের এত উপদেশ দিই তবু কিছু হয় না কেন?” নিত্যানন্দ বলেন, “ওরা স্ত্রী সংসর্গ কোরে সব অপব্যয় করে, তাই ধারণা করতে পারে না।” ফুটো কলসীতে জল রাখলে একটু একটু করে জল সব বেরিয়ে যায় (২)।

২। যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তবে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান থাকবে। যুবতীর কাছে অতি সাবধানে থাকলেও কিছু না কিছু কাম জাগবেই জাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিকামেরও কাম হয়। যতই সিয়ান হও না কেন, কানির ঘরে থাকলে গায়ে কালি লাগবেই লাগবে (১)।

১। (১) সত্যেন লভ্য স্তপসা হেষ আত্মা

সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।

যুগ্মক ৩।১।৫

(২) ইন্দ্రిয়ানাস্ত সর্বেষাং যন্তেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।

তেনাস্ত ক্ষরতি প্রজ্ঞা দূতে: পাদাদিবোধকম্ ॥ মমু ২।৯২

২। (১) কাজল্ কি ঘর্মে কেভা সেয়ান হোয়ে,

থোড়া বুদ্ধলাগে পরলাগে।

যুতি কী সাথ মে, কেভা সেয়ান হোয়ে,

থোড়া কাম যাগে পর যাগে ॥ বিশ্বকোব-রামকৃষ্ণ

৩। মৈথুন আট প্রকার (১)—মেয়েদের কথা শুনতে শুনতে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কোয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের সঙ্গে নির্জনে বসে কথা কয়ে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের কোন জিনিষ কাছে রেখে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের বিষয়ে গোপনীয় কথা আলোচনা করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। কামভাবে মেয়েদের দিকে তাকানকেও মৈথুন বলে। মেয়েদের দেহস্পর্শ করে যে আনন্দ হয়, তাকেও মৈথুন বলে। তাই গুরুপত্নী যুবতী হোলে পাদস্পর্শ করতে নাই (২)। সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম।

৪। ওরে ভগবান দর্শন না হোলে কাম একেবারে যায় না। তা ভগবানের দর্শন হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না (১)।

৫। কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনী কাঞ্চন ভোগ?

৩। (১) স্রবণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুরুস্বাক্ষরকীর্তনম্।

সমীচীনত্ববীজাস্ত্র প্রীতিঃ সন্তোষণং মিথঃ ॥

সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অষ্টমা মৈথুনং বিহঃ ॥

এতৎ বিলক্ষণং ব্রহ্মচর্য্যং চিত্তপ্রসাদকম্ ॥

সং বেঃ সাঃ সং ১১০।১১১

(২) গুরুপত্নী তু যুবতী নাভিবাগেহ পাদয়োঃ।

কুরুত বন্দনং ভূমা বসাবহমিতি ক্রবন্ ॥ কৃঃ উঃ ১৪।৩২

৪। (১) বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্য নিবর্ত্ততে ॥ গীতা ২।৫২

সে ত ক্ষণিক আনন্দ, এই আছে এই নাই (১)। ওতে দুঃখের ভাগই বেশী। মেঘ ও বর্ষা প্রায় লেগে আছে।

৬। একদিন কালীঘরে আসনে বসে মাকে চিন্তা করচি; কিছুতেই মার মূর্ত্তি মনে আনতে পারলুম না। তারপর দেখি কি—‘রমণী’ বলে একটা বেশ্যা ঘাটে চান করতে আসত, তার মত হয়ে পূজোর ঘণ্টের পাশ থেকে উকি মারচে। দেখে হাসি আর বলি—‘ওমা, আজ তোর রমণী হতে ইচ্ছা হয়েছে—তা বেশ, ঐরূপেই আজ পূজো নে।’ ঐ রকম করে বুঝিয়ে দিলে বেশ্যাও আমি—আমা ছাড়া কিছু নেই। আর একদিন গাড়ী করে মেছো বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে দেখি কি—সেজে, গুজে, খোঁপা বেঁধে, টিপ পরে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে বাঁধা হকোয় তামাক খাচ্ছে, আর মোহিনী হয়ে লোকের মন ভুলাচ্ছে (১)। দেখে অবাক হয়ে বল্লুম—‘মা! তুই এখানে এইভাবে রয়েছিস?’—বলে প্রণাম করলুম। রামকে নারদাদি স্তব করছেন যে, “হে রাম, যত পুরুষ সব তুমি, আর যত প্রকৃতির রূপ সব সীতা ধারণ করেছেন (২)।

৭। ভগবান লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য দরকার (১)।

৫। (১) ভোগা মেঘবিতানস্থ বিদ্যুল্পেথব চঞ্চলাঃ ॥ অধ্যায় অঃ ৪।২০

৬। (১) যোষিদ্ধপা চ মে মায়ী সর্বেষাং মোহকারিণী।

লীলয়া কুরুতে মোহং স্বান্মারামস্ত সন্ততম্ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৩৫।৮২

(২) লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্গং জ্ঞানকী শুভা।

পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎ সর্গং ত্বং হি রাধব ॥ অধ্যায় অঃ ১।১৮

৭। (১) মোক্ষস্ত হেতুঃ প্রথমো নিগন্ততে

বৈরাগ্য মত্যস্ত মনিত্যবস্তুশ্চ ॥ বিঃ চূঃ ৭২

যা ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন বলে বোধ হবে তা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হবে। পরে হবে বলে ফেলে রাখলে চলবে না।

৮। যে মাগজুখ ত্যাগ করেছে, সে ত জগৎজুখ ত্যাগ করেছে (১)। ঈশ্বর তার অতি নিকট। শুধু পান মাছ ত্যাগ করলে হবে না। ওতে কিছু দোষ হয় না। কামিনী কাম্বন ত্যাগই ত্যাগ।

৯। আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করলে কামাদি রিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমি অনেকদিন মেয়ে মানুষের মত কাপড় গয়না পরে ওড়না গায়ে দিয়ে সখীভাবে ছিলাম (১)।

১০। যে ভগবানের পাদপদ্ম চিন্তা করে, তার পরমাত্মন্দরী রমণী চিতার ভঙ্গ বলে মনে হয়। তাঁর প্রেমের একবিন্দু যদি কেউ পায়, কামিনী কাম্বন অতি তুচ্ছ বলে বোধ হয়। মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ বলে বোধ হয়। রাবণকে একজন বলেছিল, “তুমি সীতার জন্ম মায়ায় নানারূপ ধরছো একবার রামরূপ ধরে সীতার কাছে যাওনা কেন” (১)। রাবণ বলে, “রামরূপ

৮। (১) স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্ত্বা জগৎ ত্যক্ত্বা সুখীভবেৎ ॥

যোঃ বাঃ বৈঃ ২১৩৫

৯। (১) আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্।

রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্ ॥

সনৎকুমার তন্ত্র

১০। (১) আনীতা ভবতা যদা পরিণীতা শাধী ধরিত্রীস্থতা।

সুর্গাদ্ রাক্ষসমায়রা ন চ কথং রামাদ্ মদীকৃতম্ ॥

একবার হৃদয়ে দেখলে অপ্সরাদের পর্য্যন্ত চিতার ভঙ্গ বলে মনে হয়, ব্রহ্মপদ তুচ্ছ হয়, পরস্ত্রী তো সামান্য কথা। তা রামরূপ কি ধরবো (২)।”

১১। কামিনী কাম্বনই সংসার। এরই নাম মায়। ঈশ্বরকে দেখতে চিন্তা করতে দেয় না। আপনারা যতদূর পার স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাকবে (১)। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে ভগবানকে ডাকবে। সেখানে যেন ওরা কেউ না থাকে। তাঁর উপর বিশ্বাস ভক্তি যখন আসবে তখন অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাকতে পারবে।

১২। কামিনী কাম্বনের ভিতর বেশী দিন থাকলে আর হুঁস থাকে না (১)। মেথর গুয়ের ভার বইতে বইতে তার আর খেলা হয় না। মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার যা নাই (২)। বিশালাক্ষীর দ; নোকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সংসারে শুধু যে কামের ভয় তা নয়। আবার ক্রোধ আছে, কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ আসে (৩)।

(২) কর্তুং চেতসি রামরূপমমলং দুর্বাদলশ্রামলম্।

তুচ্ছং ব্রহ্মপদং তদা পরবধু-সঙ্গ প্রসঙ্গঃ কৃতঃ ॥ রামায়ণী কথকতা

১১। (১) অথাপি নোপসজ্জিত স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চাখবিং।

বিষয়েস্ত্রিয়-সংযোগায়নঃ স্তুভ্যতি নাগ্রথা ॥ ভাঃ ১১২৬২২

১২। (১) কামানতৃপ্তোহন্তুজন্ম কুলকান্ বর্ষাকামিনীঃ।

ন বেদ যাস্তী ন্যাস্তী কর্ষশ্রাক্ষচেননঃ ॥ ভাঃ ১১২৬৩

(২) ন চাসাং মুচ্যতে কশ্চিৎ পুরুষো হস্তমাগতঃ। মহাঃ অন্তঃ ৩৯।৫

(৩) সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥

গীতা ২।৬২

১৩। সংসারীরা মেয়েদের কথায় উঠতে বসে উঠে, বসতে বসে বসে। আর মেয়ে মানুষের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হয়ে যেতে হয় (১)। আমি এক জায়গায় যাব মনে করেছিলাম। রামলালের খুড়ীকে জিজ্ঞাসা করাতে বারণ করলে, আর যেতে পারলুম না। খানিক পরে ভাবলুম—উঃ, আমি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী। সংসার না করেই এই! সংসারীরা না জানি পরিবারদের কাছে কি রকম বশ।

১৪। যত সব দেখিস হোমরা চোমরা বাবুভায়া, কেউ জজ, কেউ মেজেষ্টর, বাইরেই যত বোল বোলাও,—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম (১)। অন্যর থেকে কোন হুকুম এলে, অগ্নায় হলেও সেটা রদ করবার কারো ক্ষমতা নেই।

১৫। টাকার অহঙ্কার করতে নাই। তুমি যত বড় ধনী হও, তোমা অপেক্ষা আরও অনেক বড় ধনী আছে জানবে। সন্ধ্যার পর জোনাকী পোকাগুলি মনে করে, আমা হতেই জগৎ আলো পাচ্ছে, তারপর মাই তারাগুলো বেরুলো অমনি জোনাকী পোকাকার আলো কমে গেল। তখন তারাগুলো ভাবলে, আমরাই জগৎকে আলো দিচ্ছি। তারপর যখন চাঁদ উঠলো, তখন তারাগুলো লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চাঁদ মনে করলে, আমার আলোয় জগৎ হাসছে। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হল; সূর্য্য উঠছেন চাঁদ মলিন হয়ে গেল।

১৩। (১) ন তথাস্ত ভবেন্নোহো বন্ধশচান্যপ্রসঙ্গতঃ।

বোবিশং সঙ্গাদ্ যথাপুংসো যথাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ। ভাঃ ৩।৩।১।৩৫

১৪। (১) ললনা-বিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।

রতিশৃঙ্খলা ব্রহ্মন্ বন্ধস্তিষ্ঠতি মুকবৎ ॥

যোঃ বাঃ রাঃ বৈঃ ২।১।১০

খানিকক্ষণ পর আর দেখাই গেল না (১)। ধনীলোকেরা যদি এইগুলি ভাবে তা হলে আর তাদের ধনের অহঙ্কার হয় না।

১৬। এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করত। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে হৃদের সঙ্গে কোমরগর যচ্চি, দেখি সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর! বলি আছ কেমন?' তার স্বর শুনে হৃদেকে বললাম, 'ওরে হৃদে! এর টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা (১)। টাকার জ্ঞান লোকে কি না করতে পারে। ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে পারে।

১৭। বিবাহ করে ছেলেপুলে হয়েছে তাই চাকরী করতে হয়। সাধু কপ্পী লয়ে ব্যস্ত, সংসারী ব্যস্ত ভাৰ্য্যা লয়ে (১)। চৈতন্যদেব নিতাইকে বলেছিলেন, 'শুন শুন নিত্যানন্দ ভাই, সংসারী জীবের কভু গতি নাই।' তবে তাঁর শরণাগত হলে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।

১৮। মেয়েমানুষ দু'রকম—বিচারপিনী ও অবিচারপিনী।

১৫। (১) অধিগগন মনেকা স্তারকা দীপ্তিভাঙ্গঃ

প্রতিগৃহমপি দীপা দর্শয়ন্তি প্রভাবম্।

দিশি দিশি বিলসন্তস্তি ক্ষুদ্র খণ্ডোতপোতাঃ

সবিতরি পরিভূতে কিং ন লোকৈক ব্যালোকি ॥ তন্ত্রতন্ত্র ১।২৯৬ পৃঃ

১৬। (১) স্তেয়ং হিংসানৃতং দম্বঃ কামঃ ক্রোধঃ শ্রয়ো মদঃ।

ভেদোদৈবরমবিশ্বাসঃ সং স্পর্ধা ব্যসনানিচ।

এতে পঞ্চদশানর্থী হর্থমূল্য মতানৃণাম্ ॥ ভাঃ ১।১।২৩।১৮-১৯

১৭। (১) যং যন্তাজতি কামানাং তৎস্বখণ্ডাভিপূর্য্যতে।

কামস্ত বশগো নিত্যং হৃঃখমেব প্রপণ্ডতে ॥ মহাঃ শান্তিঃ ১৭।১৪৮

কে বিভারূপিণী (ভাল স্ত্রী), কে অবিভারূপিণী (মন্দ স্ত্রী) সংসারীরা বুঝতে পারে না। বিভারূপিণী স্ত্রীর কামপ্রবৃত্তি, ক্রোধ, আহা, নিদ্রা, স্বভাবতঃ কম থাকে (১) ; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। আর এদের স্নেহ, দয়া, ভক্তি, লজ্জা, এই সব থাকে। এরা সকলেরই বাৎসল্যভাবে সেবা করে (২)। পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয় সেইজন্ম বেশী খরচ করে না, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। বিভারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্মিণী।

১৯। সংসারে টাকা আর্থক হয় বটে, তা বলে ওর জন্মে বেশী ভেবো না। সঞ্চয়ের জন্ম অত ভেবো না। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন (১)। তারা ও নিয়ে বেশী ভাবে না। একদিক থেকে টাকা আসে, আবার একদিক থেকে খরচ হয়ে যায়। যত্র আয় তত্র ব্যয়। এর নাম যদৃচ্ছালাভ—এই ভাল।

২০। পতিব্রতা ধর্ম; স্বামী দেবতা। প্রতিমায় ঈশ্বরের পূজা হয় আর জীযন্ত মানুষে কি হয় না? তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন (১)।

১৮। (১) অন্ততন্ত্রাল্লাবা চ সততং মঙ্গলৈবুতি।

সততং ধর্মবহুলা সততঞ্চ পতিপ্রিয়া ॥ গঃ পুঃ ১০৮।১৯

(২) করোতি পালনং মেহাং সংপুত্রস্ত সমং পতিম্ ॥ ব্রঃ বৈঃ ব্রঃ ৬।৩৮

১৯। (১) অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পশুর্নৃপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯।২২

২০। (১) পতিরেব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্।

মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥

স এব দেবতা লিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ।

ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিঃচ পতিরূপধৃক্ ॥ ভাঃ ৬।৮।৩৩-৩৪

গুরুতত্ত্ব

১। মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা (১)। যাঁর এই ভুবন-মোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। “মানুষ-গুরু মন্ত্র দেন কাণে আর জগদগুরু মন্ত্র দেন প্রাণে (২)।”

২। যদি কারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তার সদগুরু জুটিয়ে দেন, গুরুর জন্ম সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই (১)। অতি ভাগ্য বলে স্বপ্নে দীক্ষা পায়।

৩। মানুষে ইচ্ছাবুদ্ধি ঠিক ঠিক হলে তবে ভগবান লাভ হয়। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন। গুরু ইচ্ছা নয় হন। গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন

১। (১) দীক্ষাগুরুঃ স এবান্মা নাপরো বেদপারগঃ ॥ বৃহন্নীল ৩১ পৃঃ

(২) কৃষ্ণ যদি রূপা করেন কোন ভাগ্যবানে।

গুরু অন্তর্যামীরূপে শিখান আপনে ॥ চৈঃ চঃ মঃ ২২

২। (১) ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-

জ্ঞানস্ত তদ্ব্যচ্যুত সংসমাগমঃ।

সং সঙ্গমো যদ্বি তদৈব সদগর্তো

পরাবরেশে স্বরি জায়তে মতিঃ ॥ ভাঃ ১০।৫।১৫৩

হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেই জন্ম যতদিন না ইস্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই (১)।

৪। গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে আসেন (১)। মানুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে ত মন্ত্রে বিশ্বাস হবে (২)। শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণকে সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য্য জ্ঞানে পূজা করত, তাতেই বাণ শিক্ষায় সিদ্ধ হল (৩)। বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস। তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। যেমন সূতোর খেই ধরে গেলে বস্ত্র লাভ হয়।

৫। গুরু যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সেই নামটি লয়ে সাধন ভজন করতে হয়। সমুদ্রে এক রকম শামুক আছে তার ভিতর মুক্তা তৈয়ার হয়। তারা সর্বদা স্বাতীন্দ্রের এক ফোঁটা যুষ্টির জলের জন্ম হাঁ করে জলের উপর ভাসে। যেই এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়ল, অমনি মুখ বন্ধ করে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, যতদিন না মুক্তা হয় ততদিন আর উপরে আসে না (১)।

৩। (১) দেশিকাকৃতিমাহ্ময় পশুপাশানশেষতঃ।

দ্বিহা পরপদং দেবি ! নয়তোব যতো গুরুঃ ॥ কুলার্ণব ১৩

৪। (১) অতস্ত গুরুতা দেবী হমান্বযী ন সংশয়ঃ ॥ কুলার্ণব ৬

(২) আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমগ্নোত কহিচিৎ।

ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাহস্ময়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥ ভাঃ ১১।১৭।২৭

(৩) সতু দ্রোণশ্চ শিরসা পাদৌ গৃহ পরন্তপ।

অরণ্যম্নু সংপ্রাপ্য কৃত্বা দ্রোণং মহীময়ম্ ॥ মহাঃ আঃ ১৩২।৩৩

৫। (১) স্বাত্যাং স্থিতে রবৌ মৈথৈ য়ে মুক্তা জলবিন্দবঃ।

শীর্ণাঃ শুভ্রিষু জায়ন্তে তৈ মুক্তা নির্মলত্বিষঃ ॥ শব্দকল্পঃ মুক্তা

৬। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হতে পারে (১)। যার কাছে কিছু শিক্ষা পাই তিনিই উপগুরু। অবধূত এই রকম চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন (২)।

৭। যদি সদগুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘুচে যায়। কাঁচাগুরু হলে গুরুরও যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহঙ্কার আর ঘুচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাঁচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিষ্য মুক্ত হয় না (১)।

৮। গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বলবে তা তখনি দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জুনের (১)।

৯। যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয় কুটুম্বদের দেখলে ত গুরুর উদ্দীপনা হবেই—যে গ্রামে গুরুর বাড়ী, সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের

৬। (১) গুরুস্ত দ্বিবিধঃ প্রোক্তো দীক্ষাশিক্ষাপ্রভেদতঃ।

আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ শেষে শিক্ষাগুরুশ্চতঃ ॥

প্রাণতোষণী ২।২

(২) এতে মে গুরবো রাজন্ চতুর্বিংশতিরিশ্রিতাঃ।

শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষা মরশিক্ষমিহাশ্রয়নঃ ॥ ভাঃ ১১।৭।৩৫

৭। (১) নিগ্রহান্নগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে।

উর্দ্ধদুঃখৈব সংহর্ষুং সমর্থো ব্রাহ্মগোত্তমঃ ॥ তন্ত্রসার

সর্বান্নগ্রহকর্তৃতাদীশ্বরঃ করুণানিধিঃ।

আচার্য্যরূপমাহ্ময় দীক্ষয়া মোক্ষয়েৎ পশুন্ ॥ কুলার্ণব ১৩

৮। (১) যেন বা দর্শিতে তত্ত্ব তৎক্ষণাত্মনয়ো ভবেৎ।

ধৃত্যং তদ্বক্তৃমখিলং স গুরুঃ পরমো মতঃ ॥ কুলার্ণব ১৩

ধূলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে। মাটির প্রতিমায় তাঁর পূজা হয় আর মানুষে হয় না (১) ?

১০। গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গুরুর চরিত্রের দিকে দেখবার দরকার নাই। “যতপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ী যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায় (১)।” না হলে ত মানুষের দোষগুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে।

১১। কেউ কেউ মনে করে, আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না, আমি বুঝি বদ্ধজীব। গুরুর কৃপা হলে আর কোন ভয় নাই (১)। তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি, তিনিই জানিয়ে দেবেন। অষ্টবন্ধন নয়, অষ্টপাশ। তা থাকলেই বা। তাঁর কৃপা হলে এক মুহূর্তে অষ্টপাশ চলে যেতে পারে। কি রকম জ্ঞান? যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, আলো লগ্নে এলে একক্ষণে অন্ধকার পালিয়ে যায় (২)। একটু একটু করে যায় না।

৯। (১) নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।

এই বাক্যে বিকসিৎ তাঁর বংশের হাত ॥

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর।

সেহো মোর প্রিয় অতুজন বহুদূর ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১৫

১০। (১) অবিড়ো বা সবিড়ো বা গুরুরেব চ দৈবতম্।

অমার্গস্থোহপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ ॥ বিচার চঃ ৩

১১। (১) গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ ॥ শাস্তিগীতা ৩।৫

(২) শ্রুতঃ সংকীৰ্ত্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতাশ্চাদৃতোহপি বা।

নৃণাং ধুনোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মায়তান্তভম্ ॥ ভাঃ ১২।৩।৪৩

১২। সদগুরুর কাছে উপদেশ নিতে হয় (১)। সদগুরুর লক্ষণ আছে। যার সংসার অনিত্য বলে বোধ হয় নাই, তার কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। যে কাশী দেখেছে তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। এক পণ্ডিত বলেছিল, “ঈশ্বর নীরস, তোমরা নিজের প্রেমভক্তি দিয়ে সরস কোরো।” বেদে যাঁকে “রসস্বরূপ” বলেছে তাঁকে কিনা নীরস বলে (২)। আর এতে বোধ হচ্ছে, ঈশ্বর কি বস্তু সে ব্যক্তি কখনও জানে নাই। তাই এইরূপ গোলমালে কথা।

ত্যাগ

১। ত্যাগ দরকার। একটা জিনিষের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, তবে প্রথম জিনিষটা পেতে গেলে, ও জিনিষটা সরাতে হবে। একটা না সরালে আর একটা পাওয়া যাবে কেন? তাঁকে সর্ব্বময় দেখলে সংসার ফংসার আর কিছু দেখা যায় না। ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না (১)।

২। ত্যাগীরা কামিনীকাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে এনে কেবল ভগবানকে দিতে পারে। তাদের ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে

১২। (১) তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন সদৃগুরোর্দীক্ষিতো ভবেৎ ॥ কুলার্ণব ৩য়

(২) রসোষ্টৈব সং রসং হৈবায়ং লঙ্কা নন্দী ভবতি ॥

তৈত্তিরীয় উঃ ২।৭ অনুঃ

১। (১) ন কৰ্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ ॥

কৈবল্য উঃ ২

না। যারা ঠিক ঠিক তাগী তারা ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া অন্য কথা মুখে আনে না (১)। বিষয় কথা যেখানে হয় সেখান থেকে চলে যায়।

৩। এদিককার বাসনা কামনাগুলো সব এক এক করে ছাড়, তবে ত হবে (১)। কোথা গুলোকে সব এক এক করে ছাড়বে, না আরও বাড়াতে চললে, তা হলে কেমন করে হবে ?

৪। সংসারী লোকেরা যখন স্নেহের জন্ম চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে পরিশ্রান্ত হয়, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল দুঃখ কষ্ট পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। ভোগ না করলে অনেকের ত্যাগ হয় না। একটা পাখী একখানা জাহাজের মাস্তুলের উপর অগম্যনক্ষ ভাবে বসে ছিল। জাহাজ ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। চারিদিকে কূল-কিনারা নাই দেখে তার চটক ভাঙ্গল। তখন ভাঙ্গায় ফিরে যাবার জন্ম উত্তর দিকে উড়ে গেল! অনেক দূর উড়ে যখন কোন কূল-কিনারা দেখতে পেল না, তখন ফিরে এসে মাস্তুলে বসল। খানিকক্ষণ পরে আবার দক্ষিণ দিকে গেল সে দিকেও কূল-কিনারা দেখতে পেল না। তখন কি করে, আবার মাস্তুলে ফিরে এল। এবার খানিকক্ষণ জিরিয়ে ক্রমান্বয়ে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে গিয়েও কোথাও কূল-কিনারা দেখতে পেল না। তখন

২। (১) কৃষ্ণার্চিতপ্রাণ-শরীরবুদ্ধি স্বান্তেন্দ্রিয়ঃ স্ত্রীমুতাসম্পদাদিঃ।

কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথাহরক্তঃ কৃষ্ণেষ্টমস্ত্রস্বতীপূজনীয়ঃ ॥

পদ্মঃ পুঃ উঃ ৯৯

৩। (১) ত্যাগ এব হি সর্বেষাং মোক্ষসাধনমুত্তমম্ ॥

মহাঃ শান্তিঃ ২১৯।২০ টাকা

অগত্যা সে ফিরে এসে সেই জাহাজের মাস্তুলের উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল, আর উঠল না। তখন মনে আর কোন অশান্তি রইল না (১)।

৫। (মথুরাবাবুর প্রতি) আরে বাপু, তুমি ত বললে কোন বেগ পেতে হবে না, কোন হাঙ্গামা হবে না। আমি ত জানব যে আমার টাকা আছে, আমি এত টাকার মালিক, তা তুমি দাওয়ানজীর কাছেই রাখ, আর যেখানেই রাখ, মনে একটা দাগ পড়ে যাবে ত। শুধু তাই নয়, মার উপর বিশ্বাস কম হয়ে যাবে। আবার হয়ত ঐ টাকার জন্ম ফিরে জন্ম নিতে হবে (১)। ও বড় বালাই। যাক, তুমি ওসব কথা মুখে এন না। আমার ভাবনা কিসের ? মা আছেন, তাঁর কাছে আমার কোন অভাব নাই। নিবৃত্তিই ভাল—প্রবৃত্তি ভাল নয়।

৬। সংসার যে ত্যাগ করেছে, সে অনেকটা এগিয়েছে। একটা ভেঁকখারী সাধারণ পেট-বৈরাগী ও একজন চরিত্রবান্ গৃহীর ভিতর তুলনা করলে সেই পেট-বৈরাগীকেই বড় বলতে হয় (১)। কারণ ঐ ব্যক্তি যোগ যাগ কিছু না করে কেবলমাত্র চরিত্রবান্ থেকে যদি

৪। (১) স যথা শকুনিঃ স্ত্রোত্রং প্রবক্কো দিশং দিশং

পতিত্বাহুত্ৰায়তনমলবধা বন্ধনসেবোপশ্রয়ত

এবমেব থলু সোম্য তন্ননো দিশং দিশং

পতিত্বাহুত্ৰায়তনমলবধা প্রাণমেবোপশ্রয়তে

প্রাণ বন্ধনং হি সোম্য মন ইতি। ছাঃ উঃ ৬৮।২

৫। (১) অর্থলোলুপতা দুঃখ মিতি বুদ্ধং চিরান্ময়।

যদা যদালস্যসে কামং তত্তদেবান্নকৃধ্যসে ॥ মহাঃ শান্তিঃ ১৭৭।৩৭

৬। (১) অববিন্দুং যঃ কুশাগ্রেণ মাসি মাসি সমশ্লুতে।

নিরপেক্ষস্ত ভিক্ষাশী স তু তস্মাদ্বিশিষ্যতে ॥ শান্তাতপ।

জন্মটা ভিক্ষা করে কাটিয়ে দেয়, তাহলেও সাধারণ গৃহী অপেক্ষা এ জন্মে কত অধিক ত্যাগের পথে এগিয়ে রইল।

৭। গীতার সব বইটা পড়বার আবশ্যক নাই, 'ত্যাগী' 'ত্যাগী' বলতে পারলেই হল। তাই গীতার সার। অর্থাৎ 'ত্যাগী।' হে জীব, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের আরাধনা কর—এই গীতার সার কথা। গীতা সব শাস্ত্রের সার (১)।

সত্যকথা

১। সত্যকথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা কঠিন (১)। 'সত্যকথা, অধীনতা, পরদ্রী মাতৃসমান।' যার সত্যনিষ্ঠা আছে সে সত্যের ভগবানকে পায়। সত্যকে আঁট করে ধরে থাকলে তবে ভগবান লাভ হয় (২)। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়ে যায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না।

৭। (১) তন্মাদ্ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্বশাস্ত্রসারভূতা বিমুক্তা সা বিশিষ্যতে।

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারোক্ত গীতামাহাত্ম্য ১২

১। (১) প্রকটেহত্র কর্ণে দেবি সর্বৈ ধর্ম্যাশ্চ হ্রস্বলাঃ।
স্থাস্ত্রত্যেকং সত্যমাত্রং তন্মাত্রং সত্যমরো ভবেৎ ॥

মহানির্বাণ ৪১°

(২) সত্যেন লভ্যন্তপসা হেব আত্মা ॥ মুণ্ডক ৩।১৫

২। কায়মনোবাক্যে বার বৎসর সত্য পালন করলে মানুষ সত্য-সঙ্গুল হয়। যারা বিষয় কর্ম করে, আফিসের কাজ কি ব্যবসা—তাদেরও সত্যতে থাকা উচিত (১)। একজন তার নাম করব না—সে দশ হাজার টাকার জন্ম আদালতে মিথ্যাকথা করেছিল। সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই (২)। আমি এই ভেবে যদিও কখন বাহে যাব বলে ফেলি, যদি বাহে নাও পায়, তবুও গাড়ুটা সঙ্গে করে একবার ঝাউতলার দিকে যাই। রামের বাড়ী গেলুম, লুচি খাবনা বলে ফেলেছি। যখন খেতে দিলে, তখন আবার ক্ষিদে পেয়েছে। কি করি, লুচি খাবনা বলেছি, তাই মিঠাই দিয়ে পেট ভরাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায় (৩)।

২। (১) সত্যমেব জায়তে নানৃতম্। মুণ্ডক ৩।১৬

(২) সত্যধর্মঃ সমাশ্রিত্য যৎ কর্ম কুরুতে নরঃ।

তদেব সফলং কর্ম সত্যং জানীহি সূত্রতে ॥

নহি সত্যং পরো ধর্মো ন পাপমনুতাং পরম্।

তন্মাত্রং সর্বাশ্রয়ান মর্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥

মহানির্বাণ ৪।৭৪।৭৫

(৩) নাস্তি সত্যং পরো ধর্মো নানুতাং পাতকং পরম্।

স্থিতির্হি সত্যং ধর্মশ্চ তন্মাত্রং সত্যং ন লোপয়েৎ ॥

মহাঃ শাঃ ১৬২।২৪

বিশ্বাস

১। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই (১)। তাঁর কাছে ‘আমাকে ভক্তি, বিশ্বাস দাও’ বলে প্রার্থনা করতে হয়। বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল (২)। সরল বিশ্বাস, বালকের মত বিশ্বাস না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। বিশ্বাসের কত জোর তা তো শুনেছ? রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্বত্রস্ত নারায়ণ, তাঁর লঙ্কায় যেতে সেতু বাঁধতে হল। কিন্তু হনুমানের ‘রামনামে’ এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে সাগর লঙ্ঘন করলে (৩)।

২। ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়, আর সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয় (১)। হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না।

- ১। (১) শ্রদ্ধা: পূর্বাঃ স্মৃতা ধর্ম্মা শ্রদ্ধা মধ্যস্ত সংস্থিতাঃ ।
শ্রদ্ধা নিষ্ঠাঃ প্রতিষ্ঠাশ্চ ধর্ম্মাঃ শ্রদ্ধৈব কীর্তিতাঃ ॥

দেবীপুঃ ১২৭।২২

- (২) শ্রদ্ধা ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃক্তঃ শ্রদ্ধা জ্ঞানং হৃতং তপঃ ।

শ্রদ্ধা স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ শ্রদ্ধা সর্বমিদং জগৎ ॥ দেবীপুঃ ১২৭।১৫

- (৩) প্রাণপ্রাণসময়ে যন্ত নাম সক্রুৎ স্মরন্ ।

নরস্তীর্থা ভবান্তোষিমপারং য়াতি তৎপদম্ ॥

কিং পুনস্তত্ত্ব দূতোহহং তদঙ্গাঙ্গুলিমুদ্রিকঃ ।

তমেব হৃদয়ে ধ্যাত্বা লঙ্ঘয়াম্যল্লবারিধিম্ ॥ অধ্যায় স্কন্দর ১।৪-৬

- ২। (১) শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে ধর্ম্মো বহুভিনার্থরাশিভিঃ ।

অকিঞ্চনা হি মুনয়ঃ শ্রদ্ধাবস্তো দিবং গত্যাঃ ॥ গঃ পুঃ উঃ ১৩।২৫

সর্বদাই সংশয়। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সব সংশয় যায় না।

৩। একটা সাধু এসেছিল, তার ঈশ্বরের নামেই একান্ত বিশ্বাস। সেও রামাং; তার সঙ্গে অণু কিছুই নেই, কেবল একটা লোটা ও একখানি বই। বইখানি তার বড়ই আদরের—ফুল দিয়ে নিত্য পূজা করত ও এক একবার খুলে দেখতো, তার সঙ্গে আলাপ হবার পর একদিন অনেক করে বলে কয়ে বইখানি দেখতে চেয়ে নিলুম, খুলে দেখি তাতে কেবল লাল কালীতে বড় বড় হরফে লেখা রয়েছে ‘ওঁ রাম!’ সে বললে, “মেলা গ্রন্থ পড়ে কি হবে? এক ভগবান থেকেই ত বেদ পুরাণ সব বেরিয়েছে, আর তাঁর নাম এবং তিনি তো অভেদ। অতএব চার বেদ, আঠারো পুরাণ, আর সব শাস্ত্রে যা আছে, তাঁর একটা নামেতে সে সব রয়েছে (১)। তাই তাঁর নাম নিয়েই আছি।” সাধুর নামে এমনি বিশ্বাস ছিল। সরল বিশ্বাস ও অকপটতা থাকলে তবে ভগবান লাভ হয় (২)।

- ৩। (১) অস্ত্র মহতো ভূতস্ত্র নিঃশ্বসিতমৈতৎ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ
সামবেদোহথর্কাদ্ভিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ স্তোত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্তৈবৈতানি সর্বাণি
নিঃশ্বসিতানি ॥ বুঃ আঃ উঃ ২।৪।১০

- (২) শ্রুতিমাত্রগতাঃ স্মৃত্যাঃ প্রধান-পুরুষেশ্বরঃ ।

শ্রদ্ধামাত্রোণ গৃহ্যন্তে ন তর্কে ন চ চক্ষুবা ॥ দেবী পুঃ ১২৭।১৩

৪। কৰ্ম্ম করতে গেলে আগে বিশ্বাস চাই (১)। সেই সঙ্গে জিনিষটা মনে করে আনন্দ হয়। তবে সে কাজে প্রবৃত্ত হয়। আমি দেখেছি—সাধু গাঁজা তয়ের করছে আর সাজতে সাজতে আনন্দ। মাটির নীচে কলসী করে সোনা আছে এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস আগে চাই।

৫। পাথর হাজার বৎসর জলে পড়ে থাকলেও তার ভেতর জল কখনও ঢোকে না (১) ; কিন্তু মাটিতে জল লাগলে তখনি গলে যায়। যারা বিশ্বাসী ও ভক্ত, তারা হাজার হাজার আপদ বিপদের মধ্যে পড়লেও হতাশ হয় না ; কিন্তু অবিশ্বাসী মানুষের মন সামান্য কারণে টলে যায়।

৪। (১) আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া।

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ শ্রাং ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি ।

সাধকানাময়ং প্রশ্নঃ প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

ভঃ রঃ সিঃ পূঃ প্রেঃ ১২

৫। (১) বাবং পাপৈস্ত মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি ।

ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ শ্রাং সদ্বুদ্ধিঃ সদগুরৌ তথা ॥

কাশীরহস্ত ১৯৫৫

ব্যাকুলতা

১। যদি ঈশ্বরের জন্ম কারও প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বোঝা যায় যে এর ঈশ্বর লাভের আর দেয়ী নাই। এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। আর বিবেক বৈরাগ্য এনে যদি কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে, তাহলে সাক্ষাৎকার হবে (১)। সে ব্যাকুলতা এলে উন্মাদের অবস্থা হয় (২)—তা জ্ঞান পথেই থাক আর ভক্তি পথেই থাক।

২। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আঁকার কর। ব্যাকুল হলে তিনি শুনবেনই শুনবেন। ‘দাও পরিচয়, নয় গলায় ছুরি দিব’ (১)।

৩। তাঁর কাছে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর যাতে শুভযোগ ঘটে, অনুকূল হাওয়া বয় (১)। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তিনি সব স্বেযোগ করে দেবেন।

১। (১) ইত্যচ্যুতাজিৎ ভজতোহনুভুক্ত্য ভক্তিবিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ ।

ভবন্তি বৈ ভাগবতস্ত রাজন্ ! ততঃ পরাং শাস্তিযুপৈতি

সাক্ষাৎ ॥ ভাঃ ১১/২৪৩

(২) বিনা সর্বত্যাগং ভবতি ভজনং নহস্বপতে

রিতিতাগোহস্মাভিঃ কৃত ইহ কিমদ্বৈতকথয়া ॥

চৈঃ চন্দ্রোঃ ৫/২৯

২। (১) অতঃ পরং চৈঃ স বীক্ষতে মাং

ন ধারয়িষ্যে বত জীবনঞ্চ ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৮/৩৩

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।

ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১২ পঃ

৩। (১) নমোহস্ততে মহাবোগিন্ প্রপন্ন মনুশাধি মাং ।

যথা তচ্চরণাশ্তোজৈ রতিঃ শ্রাদদনপারিণী ॥ ভাঃ ১১/২৯ - ০

৪। বৃন্দাবন লীলার ভিতর তোর। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ না, ধর না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। কামগন্ধহীন না হলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না। ছাথ দেখি, গোপীরা স্বামী, পুত্র, কুল, শীল, মান, অপমান, লজ্জা, ঘৃণা, লোকভয়, সমাজভয়,—সব ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণের জগৎ কতদূর উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল!—ঐরূপ করতে পারলে তবে ভগবান লাভ হয়। সচ্চিদানন্দ-ধন শ্রীকৃষ্ণকে দেখলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণস্থলের অধিক আনন্দ উপস্থিত হয়ে দেহবুদ্ধির লোপ হত (১)। তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাদের মনে উদয় হতে পারে রে?

৫। যখন কালী বাড়ীতে সন্ধ্যার আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠতো, তখন আমি গঙ্গার ধারে গিয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে চীৎকার করে বলতুম, ‘মা, দিন ত গেল, কই, এখনও তোমার দেখা পেলুম না।’ আবার কখন বলতাম, “ওহে দীননাথ জগন্নাথ, আমি ত জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন আমি কিছুই

৪। (১) গেহে বনে ন ভেদো মে পঞ্চাদিষু তথা ন্যু।

কিংবা জলং স্থলং কিংবা স্বপ্নজ্ঞানং দিবানিশম্ ॥

আত্মানঞ্চ ন জানামি চোদয়ং চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।

কণং প্রাপ্য হরের্ব্যর্থীং চেতনা মে বভূব হ ॥

কৃষ্ণাকৃতিঞ্চ পশ্যামি শৃণোমি মুরলিধ্বনিম্।

কুললজ্জাভয়ং ত্যক্ত্বা চিন্ত্যামি হরেঃ পদম্ ॥

বঃ বৈঃ পুঃ কৃষ্ণঃ ৯৩৮৮-৯০

জানি না, দয়া করে দেখা দিতে হবে (১)।” রোজ রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করলে ব্যাকুলতা আসে। একদিনে হয় না। রাতদিন কেবল কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে?

সন্ন্যাস

১। ঠিক ঠিক ত্যাগী সাধু অর্থ, মান, যশ কিছুই চায় না (১)। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরের কথা বই কথা কন না (২)। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা,—আর কাজে চার আনা। সাধুর ঈশ্বরের কথাতেই বেশী লুঁস। সাপের গাজ মাড়ালে আর রক্ষা নাই।—গাজে যেন তার বেশী লাগে।

২। যারা ঠিক ঠিক ত্যাগী তারাই গেরুয়া পরবে। যাদের বার ভিতর এক হয়ে গেছে, আসক্তির লেশমাত্র নাই, তারাই গেরুয়ার

৫। (১) গতো যামো যামাবহহ গতবন্তৌ বত গতা
অমী যামা হা ধিগ্ দিনমপি গতপ্রায়মভবং।
ক্রমাদাশাপাশঙ্কুটতি বত হা সার্কিমহুতি-
স্তথাপি ত্বদ্ব্যর্থী নহি গতবন্তী শ্রোত্রপদবীম্ ॥

চৈঃ চক্ৰোঃ ৪১৭

১। (১) কিস্ত কিস্কিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ।

বঃ বৈঃ পুঃ প্রঃ ৩৬১১২

(২) মক্তিভা মদগতপ্রাণা মজ্জ্ঞানকথনে রতাঃ ॥

কুঃ পুঃ উঃ ১২১৭৩

যোগ্যপাত্র। যার মনে আসক্তি রয়েছে, মাঝে মাঝে পতনও হচ্ছে অথচ বাহিরে গেরুয়া, সে বড় ভয়ঙ্কর (১)। তার চেয়ে সাদা কাপড় ভাল।

৩। সাধু তিন রকমের দেখা যায়। উত্তম, মধ্যম, অধম। যারা উত্তম সাধু তারা খাবার চেষ্টা করে না। তাদের অজগর রুত্তি, বসে ধাওয়া পাবে। অজগর নড়ে না (১)। ঈশ্বরও তাদের কোনও অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে যা যা দরকার সব জোগাড় করে দেন (২)। যারা মধ্যম তারা 'নমো নারায়ণ' বলে দাঁড়ায়। আর যারা অধম, যেমন দণ্ডী ফণ্ডী তারা না দিলে বগড়া করে (৩)। ঠিক ঠিক সাধু—ঠিক ঠিক ত্যাগী সোণার খালও চায় না, মানও চায় না (৪)।

৪। যোগী দুই প্রকার—বহুদক ও কুটীচক। যে সাধু মনে শান্তির জন্ম কেবল তীর্থ করে বেড়ায়, তাকে বহুদক বলে। বহুদক

২। (১) যদা মনসি সম্পন্ন বৈতৃক্যং সর্ববস্তৃষু।

তদা সন্ন্যাস মিচ্ছেতু পতিতঃ স্তাদ্বিপর্ধ্যয়ে ॥ কৃঃ পুঃ উঃ ২৮৩

৩। (১) গ্রাসং স্মৃষ্টং বিরসং মহাস্তং স্তোকমেব বা।

যদৃচ্ছয়ৈবাপতিতং গ্রাসদাজগরোহক্রিয়ঃ ॥

শরীতাহানি ভূরীণি নিরাহারোহনুপক্রমঃ।

যদি নোপনমেদ্ গ্রাসো মহাহিরিব দিষ্টভুক্ ॥ ভাঃ ১১।৮।২-৩

(২) তেবাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ গীতা ৯।২২

(৩) স্মদুরং গমনং গেহে গৃহস্থস্ত দ্বিজস্ত চ।

নারায়ণং সমাভাষ্য দ্বারে তস্ত ব্রজেন্দ্ৰং স্মধীঃ ॥

প্রাণতোষণী তত্ত্বম্ ৭।১

(৪) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ গীতা ১৮।৫৪

অর্থাৎ বহু স্থানের উদক—কি না জল খায়। তারা এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারে না (১)। আর যে সাধু সব ঘুরে শান্তি পেয়ে মনস্থির করে নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশূন্য হয়ে একস্থানে কুটির বেঁধে বসে ভগবানকে চিন্তা করে, তাকে বলে কুটীচক (২)। তার আর তীর্থে যাওয়ার কোন প্রয়োজন করে না। যদি সে তীর্থে যায় সে কেবল উদ্দীপনের জন্ম।

৫। পরমহংস দুইপ্রকার। জ্ঞানী আর প্রেমী। জ্ঞানীর আমার হলেনই হল। তিনি আপুসার (১)। যে সাধুর সঙ্গে পুঁটলী-পাঁটলা থাকে, পনেরটা গাঁটওয়াল কাপড় বুঁচকি থাকে তাদের বিশ্বাস করো না (২)। আমি একজনকে বলেছিলাম—“ও রজোগুণী সাধু ওকে সিদে-টিদে দেওয়া ভাল নয়।” আর একজন সাধু আমায় শিক্ষা দিলে

৪। (১) বহুদকস্ত ধর্মেষু বিশিষ্টানি মুনীশ্বরাঃ।

বচ্মি সর্বপ্রধানানি লক্ষণানি চ যানি তে ॥

অনিকেতঃ স্থিরমতি স্তখাচ দৃঢ়সংযমী।

তীর্থযাত্রাটনৈকৈব সমাসেন নিবোধত ॥ সন্ন্যাসধর্ম ৪১

(২) কচিন্মনোরমে স্থানে কুটীং নির্মায সংবসেৎ।

যোগোপনিষদধ্যায়ৈঃ কুর্যাদাধ্যাত্মিকোন্নতিম্ ॥

সন্ন্যাসধর্ম ৩২

৫। (১) যঃ সর্বসঙ্গনির্মুক্তো নিব্ধন্দৈশ্চৈব নির্ভয়ঃ।

প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মশ্চেব ব্যবস্থিতঃ ॥

কৃঃ পুঃ উঃ ২৮৬

(২) জঠরে ভরণে রক্তঃ সংসক্তঃ সঞ্চয়ে তথা।

পরাস্মৃৎ স্বাত্মতত্ত্বে স সন্ন্যাসী বিদ্বিতঃ ॥ শান্তিগীতা ৫।৪

—‘অমন কথা বোলো না!—সাধু তিন প্রকার—সত্ত্বগুণী, রজোগুণী, তমোগুণী।’ সেই দিন থেকে আমি সব রকম সাধুকে মানি (৩)।

৬। সাধু সন্ন্যাসীর বেশী ঘি খাওয়া ভাল নয় (১)। ওতে কামপ্রবৃত্তি বাড়ে।

৭। পৃথিবী সকলের চেয়ে বড়, সাগর তার চেয়ে বড়, আকাশ তার চেয়ে বড়, কিন্তু ভগবান বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, ত্রিভুবন অধিকার করেছিলেন। সাধুর হৃদয় মধ্যে সেই বিষ্ণুপদ। তাই সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড় (১)।

৮। বৈরাগ্য দুইপ্রকার। তীত্র বৈরাগ্য আর মন্দা বৈরাগ্য। মন্দা বৈরাগ্য হচ্ছে হবে—টিমে তেতালা (১), তীত্র বৈরাগ্য—শাগিত ক্ষুরের ধার, মায়াপাশ কচ্, কচ্ করে কেটে দেয় (২)। ভগবান লাভ

৫। (৩) একদণ্ডী ত্রিদণ্ডী বা শিখী মুণ্ডিত এব বা।

কাষায়সারমাত্রোহপি যতিঃ পূজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

মহাঃ অঙ্কঃ ১০৫।৮

৬। (১) যুতঞ্চ মুত্রসদৃশং মধু ত্রাৎ সুরয়া সমং।

তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ঘৃতাঙ্গীন বর্জয়েদ যতিঃ ॥ সন্ন্যাস উঃ ৭৬

৭। (১) অপহতসকলৈষণামলায় হবিরতমেধিতভাবনোপহৃতঃ।

নিজজনবশগত্বমান্বনোহয়ন ন সরতি ছিদ্ৰবদক্ষরঃ সতাং হি ॥

ভাঃ ৪।৩১।২০

৮। (১) মন্দোৎসাহী স্তসংমূঢ়ো ব্যাধিস্তো গুরুদূষকঃ।

মন্দাচারো মন্দবীৰ্য্যো জ্ঞাতব্যো মূঢ়সাধকঃ ॥ শিব সং ৫।১১

(২) মহাবীৰ্য্যাসিতোৎসাহী মনোজঃ শৌর্য্যবানপি।

শাস্ত্রজ্ঞোহভ্যাসশীলশ্চ নির্মোহশ্চ নিরাকুলঃ ॥

আজ্জই করব, এখনই করে তবে আর কাজ। দেখ, একটু পুরুষদ্ব থাকে চাই (৩)। শ্যাল কুকুরের পুরুষদ্ব নয়, যাতে মানুষ হীন হয়ে পড়ে, অর্জুনের মত পুরুষকার চাই, যেটা ধরব, সেটা করব, প্রাণপণ, ছাড়ব না। তারই নাম পুরুষার্থ, মনুষ্যদ্ব (৪)।

৯। আবার মর্কট বৈরাগ্য আছে। সে বৈরাগ্য বেশী দিন থাকে না। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়া পরে কাশী গেল। তারপর পত্র এল, তোমরা ভাবিও না, আমার একটা কর্ম হইয়াছে (১)।

১০। একজনের পরিবার বলে, “তুমি কোন কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখনও তুমি আমাকে ছেড়ে এক দিনও থাকতে পার না, কিন্তু অমুক লোকের ভারি বৈরাগ্য হয়েছে। তার যৌলজন স্ত্রী, একে একে তাদের ত্যাগ করছে। তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না।” স্বামী কাঁধে গামছা নাইতে যাচ্ছিল, সে বলে “ক্ষেপী, সে লোক সংসার ত্যাগ করতে পারবে না,—একটু একটু করে কি ত্যাগ হয়?

৮। (২) জনসঙ্গবিরক্তশ্চ মহাব্যাধিবিবর্জিতঃ।

অধিমাত্রো ব্রতজ্ঞশ্চ সৰ্ব্বযোগস্ত সাধকঃ ॥ শিব সং ৫।১৪

(৩) সংসারকুহরাদম্মান্নির্গন্তব্যং স্বয়ং বলাৎ।

পৌরুষং যত্নমশ্রিত্য হরিণেবারি পিঞ্জরাং ॥

ঘোঃ বাঃ রাঃ মুঃ ৫।১৫

(৪) পরং পৌরুষমশ্রিত্য দশৈন্দ্রস্তান্ বিচূর্ণয়ন।

শুভেনাশুভমুহ্যন্তং প্রাক্তনং পৌরুষং জয়েৎ ॥

ঘোঃ বাঃ রাঃ মুঃ ৫।১৬

৯। (১) উৎপন্নৈ সঙ্কটে ঘোরে চৌরব্যাঘ্রাদিগোচরে।

ভয়ভীতস্ত সন্ন্যাসমঙ্গিরো মুনয়োহব্রবীৎ ॥ যতিধর্ম্মসংগ্রহ

এই ছাখ, আমি ত্যাগ করতে পারব। আমি চলুম।” সে সেই অবস্থায়ই বাড়ীর কোন গোছগাছ না করেই বাড়ী ত্যাগ করে চলে গেল। বাড়ীর দিকে একবার পিছন ফিরে চাইলেও না। এরই নাম তীব্র বৈরাগ্য। যাই বিবেক এল তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে (১)।

১১। ঈশ্বরের কৃপায় যখন তীব্র বৈরাগ্য হয় তখন কামিনী কাঞ্চনের আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। সাধন ভজন—হবে এখন, আজ না হয় কাল হবে—এ হল মন্দ। বৈরাগ্য। যার প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হয়ে ভগবানের দিকে ছোট্টে, কোন বাখা মানে না, ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না, মাগ ছেলেদের যেন কালসাপ দেখে, সংসার যেন পাতকুয়া মনে হয়, আর ভাবে যেন ডুবে গেলুম, তারই তীব্র বৈরাগ্য (১)।

১২। একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে নানা তীর্থ করে বেড়ায়। পথে যেতে স্বামী এক জায়গায় কয়েকটা হীরা পড়ে আছে, ছাখে। হীরা দেখে তার মনে হল, ‘এগুলিকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি, কি জানি আমার স্ত্রী যদি দেখতে পায়, তবে লোভ জন্মাতে পারে। সে তাই মনে করে ঐগুলোর উপর মাটি চাপা দিচ্ছে, এমন সময় তার স্ত্রী তা দেখতে পেয়ে কাছে এসে বলে, “হ্যাঁগা তুমি কি কচ্ছিলে?” স্বামী ধতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী যাই পা দিয়ে ধুলো

১০। (১) যস্মিন্ কামাঃ প্রবিশন্তি বিষয়ত্যাগসংহিতাঃ ।

বিষয়ান পুনর্ধাতি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ ॥

বৃহস্পতি সং

১১। (১) উৎপন্নজ্ঞানবিজ্ঞানো বৈরাগ্যঃ পরমং গতঃ ।

ওত্রজ্ঞেদ্ব শ্রদ্ধার্চ্যা তু যদীচ্ছৎ পরমাং গতিম্ ॥ কৃঃ পুঃ পুঃ ৩৩

সরিয়েছে অমনি হীরাগুলো দেখতে পেলে ও বলে, “এখনও হীরা মাটি তফাৎ বোধ রয়েছে, তবে তুমি বনে এলে কেন (১)?” মনে ত্যাগ হলই হল, তাহলেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত।

১৩। সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্য্যন্ত দেখবে না (১)। সাধারণ লোকে তা পারে না। মেয়ে মানুষ ভক্ত হলেও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটু কথা কবে, তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না। সাধুর মেয়ে মানুষ থেকে অনেক দূরে থাকতে হয় (২)। মেয়ে ভক্তেরা আলাদা থাকবে—পুরুষ ভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল। ওখানে সকলে ডুবে যায়।

১৪। সাধু সন্ন্যাসী নিজের মঙ্গলের জন্ম কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করবে। হাজার ভক্ত হলেও মেয়েমানুষকে বেশীক্ষণ কাছে বসতে দিই না (১)। একটু পরে বলি, তোমরা ঠাকুর দেখগে। তাতেও যদি না উঠে, নিজে তামাক খাবার নাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে

১২। (১) উদারো ধার্মিকঃ সৌম্যঃ প্রাপ্যাপি বিপুলং ধনম্ ।

তৃণবৎ মত্ততে তাক্য আত্মানং বিভ্রমিত্যপি ॥

গরুড় পুঃ উঃ ৩৩/৩৫

১৩। (১) ন ভাষয়েৎ স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিৎ পূর্বদৃষ্টাং ন চ স্মরেৎ ।

কথাঞ্চ বর্জয়েত্তাং ন পশ্বেৎ লিখিতামপি ॥ নাঃ পঃ উঃ ৪/৩

(২) সন্তাষণং সহ স্ত্রীভিরালাপং প্রেক্ষণং তথা ।

নৃত্যাং গানং সন্তাষেবাপরিবাদাংশ্চ বর্জয়েৎ ॥ যতিধর্ম

১৪। (১) ন চ পশ্বেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ

বঃ বৈঃ পুঃ প্রঃ ১২৪

পড়ি। আমার দেখে আবার সবাই শিখবে। সিদ্ধ হলেও সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন? তার নিজের মঙ্গলের জন্ত, আর লোক শিক্ষার জন্ত, এইরূপ করতে হয়। শ্রাসীসন্ন্যাসী—জগদগুরু!—তাকে দেখে তবে তো লোকের চৈতন্য হবে। সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোক থুথু ফেলে থুথু খাওয়া।

১৫। চৈতন্যদেব লোক শিক্ষার জন্ত সংসার ত্যাগ করলেন (১)। সন্ন্যাসী নির্লিপ্ত হলেও, জিতেন্দ্রিয় হলেও, লোক শিক্ষার জন্ত কাছে কামিনী কাঞ্চন রাখবে না (২)।

১৬। সন্ন্যাসীর পক্ষে বীৰ্য্যপাত বড়ই খারাপ। এমন কি স্বপ্নেও যদি কামিনী সহবাস হচ্ছে বলে মনে হয়, আর তার দ্বারা বীৰ্য্যপাত হয়, তাহলে এতদিনের সাধন ভজন সব নষ্ট হয়ে যায় (১)।

১৭। সন্ন্যাসী যেমন মেয়ের পট পর্য্যন্ত দেখবে না, তেমনি,

১৫। (১) লোকশিক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।

এতেক তোমরা সব চিন্তা কর নাশ। চৈঃ ভাঃ মঃ ২৬

(২) সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে সন্ন্যাস করিয়া।

নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া।

কেহ যেন এই বোলে না করে নিন্দন।

সেই যুক্তি কহ বাহে রহে ছই ধর্ম ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৩

১৬। (১) ধাতুপরিগ্রহং নিন্দামনৃতং ক্রীড়নং স্ত্রিয়া।

রেতন্ত্যাগমহ্মাঞ্চ সন্ন্যাসী পরিবর্জ্যয়েৎ ॥ প্রাণতোষণী ৭।১

হংসো ন কুর্য্যাৎ স্ত্রীসঙ্গং ন বিধতে পরিগ্রহম্।

মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিৎনৈব কারয়েৎ ॥ প্রাণতোষণী ৭।১

কাঞ্চন—টাকা—স্পর্শ করবে না (১)। টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। কাছে থাকলে হিসাব, দুশ্চিন্তা, টাকার অহঙ্কার, দেহের সুখের চেষ্টা, লোকের উপর ক্রোধ এই সব আসে।

১৮। সাধুরা সঞ্চয় করবে না (১)। ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেননা, মাগ ছেলে আছে। তাদের খাওয়াতে হবে (২)। তাই সঞ্চয়ের দরকার। পনছী (পাখী) আউর দরবেশ (সাধু) সঞ্চয় করে না। কিন্তু পাখীর ছানা হলে ছানার জন্ত মুখে করে খাবার আনে, তখন সঞ্চয় করে (৩)। মোমাছি অনেকদিন ধরে অনেক কষ্টে মধু সঞ্চয় করে। কিন্তু নিজে সে মধু ভোগ করতে পায় না। আর একজন চাক ভেঙ্গে নিয়ে যায়। মোমাছির কাছে অবধূত এই শিক্ষা করলেন যে সঞ্চয় করতে নাই (৪)। আবার সাধুরা নিজের জন্ত বাড়ীও প্রস্তুত করে না। সাপ যেমন নিজে গর্ত না করে ইঁদুরের গর্তে বাস করে, তেমনি সাধুরাও আবশ্যক হলে অন্য লোকের বাড়ীতে বাস করে থাকে (৫)।

১৭। (১) স্তবর্ণং কালকূটমিব সভাস্থলং শ্মশানস্থলমিব ॥ সন্ন্যাস উঃ ২।৭২

১৮। (১) নিস্ত্রেণ্ডণ্যো নির্বিকল্পো নিরোভিঃ শ্রাদ্ধসঞ্চরী ॥ মহানির্দোষ ৮।২৭৭

(২) আপদার্থে ধনং রক্ষেন্দারান্ রক্ষেন্নৈরপি ॥ গঃ পুঃ পুঃ ১০।১০

(৩) জ্ঞানেহপি সতি পশ্চৈতান্ পতগাংসাবচক্ষুঃ।

কণমোক্ষাদূতান্ মোহাৎ পীড়মানানপি ক্ষুধা ॥ চণ্ডী ১।৫১

(৪) সায়ন্তনং শব্তনং বা ন সংগৃহীত ভিক্ষুকঃ।

মক্ষিকা ইব সংগৃহ্ন়ন সহ তেন বিনশতি ॥ ভাঃ ১১।৮।১২

(৫) গৃহারন্তোহতিহুঃখায় বিফলশাশ্বতবান্ ॥

সর্পঃ পরকৃতং বেষ্ম প্রবিষ্ট সুখমেধতে ॥ ভাঃ ১১।৯।১৫

১৯। এ দেহ যখন অসার ও অনিত্য, তখন সাধু ভক্তেরা এ দেহের প্রতি এত যত্ন করেন কেন জান? ঈশ্বরকে নিয়ে সন্তোষ করবে; তাঁর নামগুণগান গাইবে; তাঁর জ্ঞানী, ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবে বলে (১)।

২০। সংসার করে মনের যে বাজে খরচ হয়, আর বাজে খরচের দরুণ মনের যে ক্ষতি হয়, সেই ক্ষতি যদি সন্ন্যাস করা যায়, তাহলে পূরণ হয়। প্রথম জন্ম দেন বাপ, উপনয়নের সময় দ্বিতীয় জন্ম হয়। আর সন্ন্যাসের সময় আবার একবার জন্ম হয় (১)।

কর্মযোগ

১। মোটামুটি যোগ দুইপ্রকার—কর্মযোগ ও মনোযোগ। কর্মের দ্বারা যোগ, আর মনের দ্বারা যোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাদি গুরু উপদেশে কর্ম করার নাম কর্মযোগ (১)। জনকাদি কর্ম করতেন, তার নাম কর্মযোগ (২)। ব্রহ্মচার্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ

১৯। (১) শরীরঃ যত্নতো রক্ষ্যং ধর্মসাধনতৎপরৈঃ।

যে শরীরমুপেক্ষন্তে তে স্ম্যরাষ্ট্রাবধাতিনঃ ॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ১০।৪২

২০। (১) মাতুরগ্রেহধিজননং বিতীয়ং মৌলীবন্ধনে।

তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজশ্চ শ্রুতিচোদনাং ॥ মনু ২।১৬৯

১। (১) ক্রিয়াযোগরতস্তস্মাচ্ছ্রদ্ধয়া হরিমর্চ্চয়েৎ ॥ বৃঃ নাঃ পুঃ ৩১।৩২

মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মন্তুল্লদর্শনে তথা।

মচ্ছাত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্তুল্লদ্যদিষু প্রভে ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩৭।১৯

(২) কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্রিতা জনকাদয়ঃ ॥ গীতা ৩।২০

এই তিনটিতে কর্ম করতে হয় (৩)। আর সন্ন্যাস—এদের দণ্ড কমগুলু, ভিক্ষা-পাত্র ধারণ করতে হয় (৪)। কোন কোন সন্ন্যাসী লোকশিক্ষার জন্ম কিছু কিছু নিত্যকর্ম রাখে কিন্তু হয় ত মনের যোগ নাই জ্ঞান নাই, ঈশ্বরে মন নাই (৫)। অপর তিনটি আশ্রমী যদি নিকাম কর্ম করতে পারে, তাহলে তাদের কর্মের দ্বারা যোগ হয় (৬)। যোগীরা যে স্মরণ মনন করে, তার নাম মনোযোগ। পরমহংস অবস্থায়, পূজা, জপ, তর্পণ, সন্ধ্যা এ সব কর্ম উঠে যায়। এ অবস্থায় কেবল মনের যোগ (৭)। লোকশিক্ষার জন্ম সাধ কোরে কখন কখন বাহিরের কর্ম করে (৮)। কিন্তু স্মরণ মনন সর্বদাই থাকে।

১। (৩) আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছা হতহোমো জিতেজ্রিয়ঃ।

ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে ॥ মনু ৩।৩৪

(৪) সর্বভূতহিতঃ শাস্ত্র দ্বিদণ্ডী সকমগুলুঃ।

সর্বারামঃ পরিব্রজ্য ভিক্ষার্থী গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ গঃ পুঃ পুঃ ১০।৩২

(৫) সন্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ষন্তি ভারত।

কুর্যাদ্বিবাংস্তথাসক্ত শিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্ ॥ গীতা ৩।২৫

(৬) তস্মাৎ কর্মণি যুক্তাস্মা তত্ত্বমাপ্নোতি শাস্বতম্ ॥ মৎস্র পুঃ ৫২।৭

(৭) ন জ্ঞানং ন জপঃ পূজা ন হোমো নৈব সাধনম্।

নাগ্নিকার্যাদি কার্যাক্ষ নৈতত্ত্বাস্তীহ নারদ ॥ নাঃ পঃ উপঃ ৬।৩৩

সদৈব মানসীং পূজাং সদা মানসতর্পণম্।

ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ ॥ প্রাঃ তোঃ ৭।১

(৮) অথবা ক্লতকৃত্যোহপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।

শাস্ত্রীরেণৈব মার্গেণ বর্ন্তেহং কা মম ক্ষতিঃ ॥ পঞ্চদশী ১৪।৪০

২। তাঁকে দর্শন করতে হলে কৰ্ম চাই (১)। একদিন ভাবে হালদারপুকুর দেখলুম। দেখি একজন ছোটলোক পান্না ঠেলে জল নিচ্ছে, আর একবার হাতে তুলে দেখছে। যেন দেখালে, পান্না না ঠেলে, জল দেখা যায় না। ভক্তি লাভ করতে হলে, ঈশ্বর দর্শন করতে হলে, কৰ্ম চাই। মাখন যদি চাও, তবে দুধকে দই পাতেতে হয়, তারপর দই বসলে পরিশ্রম করে মশ্বন করতে হয়, তবে মাখন তোলা হয়। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাক। দেখা দাও বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ (২)।

৩। অন্তরে কি আছে জানবার জন্য প্রথমটা একটু উঠে পড়ে লেগে সাধনা করতে হয় (১)। তারপর আর বেশী খাটতে হয় না (২)।

৪। ভগবতী নিজে—পঞ্চমুণ্ডির উপর বসে লোকশিক্ষার জন্য কঠোর তপস্বী করেছিলেন। আবার তিনি শিবের জন্য অনেক কঠোর সাধন করেছিলেন,—পঞ্চতপা, শীতকালে জলে গা ডুবিয়ে থাকা, সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকা (১)।

২। (১) আকরক্ষো মূর্নৈর্যোগং কৰ্ম কারণ মুচ্যতে ॥ গীতা ৬।৩

(২) হে নাথ দর্শনং দেহি মাং ভক্তং শরণাগতম্ ॥ নাঃ পঃ ১।৩।৮৩

৩। (১) তস্মাৎ সৰ্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে ।

বৈরেব যত্নঃ কৰ্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ বিঃ চূঃ ৬৮

(২) ততোহভ্যাসে স্থিরীভূতে ন তাদৃঙ্ নিয়মগ্রহঃ ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।১

৪। (১) হৃদ্যে দৃষ্টিং সমাক্ষিপ্য চকার পরমং তপঃ ।

দীপ্তানাক্ষ তথান্মীনাং মধ্যে স্থিত্বা তু ঘৰ্ম্মকে ।

বর্ষাস্থ স্থণ্ডিলে স্থিত্বা শীতে জলসমীপগা ॥ শিব পুঃ জ্ঞানঃ ১২।২৪

৫। সাধনার দ্বারা শীঘ্র ঈশ্বরকে দেখতে না পেলে নিরাশ হয়ো না (১)। পুকুরে বড় মাছ আছে। পুকুরের পাড়ে শুধু বসে থাকলে কি মাছ পাওয়া যায়? চার কর। হাতস্থতো, ছিপ যোগাড় কর। হয়ত চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছ,—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নাই।

৬। কলিযুগে বেদ মত চলে না। কলিতে তন্ত্রোক্ত মত (১)। বৈদিক কৰ্ম বড় কঠিন। তাতে আবার দাসত্ব। এমনি আছে যে, বার বছর না কত ঐ রকম দাসত্ব করলে তাই হয়ে যায়। যাদের অতদিন দাসত্ব করলে, তাদের সত্বা পেয়ে যায়। শুধু দাসত্ব নয়, আবার পেনসান্ খায়।

৭। কৰ্মকাণ্ড হচ্ছে আদিকাণ্ড। বৈদ্য-ধৰ্ম্মকেই কৰ্মকাণ্ড বলে। রজোগুণে ক্রমশঃ কাজের আড়ম্বর বেড়ে যায় (১)। তাই শেষে তমোগুণ এসে পড়ে। সত্ত্বগুণ—ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া এই সব না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। কৰ্ম একেবারে ত্যাগ করবার যো নাই (২)। তোমার প্রকৃতিতে তোমায় কৰ্ম করাবে, ভগবান অর্জুনকে বলছেন—তুমি ইচ্ছা করলেই যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত

৫। (১) উৎসাহান্ নিশ্চয়াদ্বৈধ্যাভ্যন্তরজ্ঞানাত সাহসান্ ।

জনসঙ্গপরিত্যাগাৎ বড় ভি যোগোহি সিধ্যতি ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।১

৬। (১) কর্তো তন্মোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধা স্তূর্ণফলপ্রদাঃ ।

নির্বীৰ্যাঃ শ্রোতজাতীয়াঃ বিবহীনোরগা ইব ॥ মঃ নিঃ ২।১৭।১৫

৭। (১) রজো রাগান্নকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুত্তবম্ ॥ গীতা ১৪।৭

(২) ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্মকৃৎ ।

কার্যতে হবশঃ কৰ্ম সৰ্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ ॥ গীতা ৩।৫

হতে পারবে না। তোমায় যুদ্ধ করাবে তোমার প্রকৃতিতে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর নাই কর (৩)। পূজা, জপ, তপ করছো, কিন্তু লোকমাগ্ন হবার জন্ম নয়, কিস্বা পুণ্য করবার জন্ম নয়। এই ভাবে তাঁর উপর নির্ভর করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করার নামই কর্মযোগ (৪)। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং ঐ ভাবে সকল কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে পথ।

৮। জগতের দুঃখনাশ তুমি করবে? জগৎ কি এতটুকু? গঙ্গায় বর্ষাকালে কাঁকড়া হয় জান? এইরূপ অসংখ্য জগৎ আছে (১)। এই জগতের পতি যিনি, তিনি সকলের খবর নিচ্ছেন। এই জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে আগে জানা। তারপর যা হয় কোরো। ছুরীর ব্যবহার জেনে ছুরী হাতে কর।

৯। সামনে যেটা পড়লো, না করলে নয়, সেই কাজই কামনা শূন্য হয়ে করতে হয় (১)। ইচ্ছা করে কতকগুলি কাজ জড়ান ভাল নয়; তাতে ভগবানকে ভুলে যেতে হয়।

৭। (৩) বদহঙ্কার মাশ্রিত্য ন যোংস্ত ইতি মন্তসে।

মিথ্যেব্য ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতি স্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ গীতা ১৮.৫২

(৪) ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।

ভজিতাঃ কথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেম্যতে ॥

ভাঃ ১০।২২।২৬

৮। (১) যাবন্তি রোমকূপাণি বিকৃতানি হরেরহো।

তাবন্ত্যেব হি বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নারদ ॥ নাঃ পঃ ২।২।২৬

৯। (১) কার্য্য মিত্যেব বৎকর্ম নিয়তং সঙ্গবর্জিতম্।

ক্রিয়তে বিহৃদ্য কর্ম তদ্ভবেদপি মোক্ষদম্ ॥

১০। সংসারী লোক শুদ্ধভক্ত হলে লাভ লোকসান, হৃথ দুঃখ এই সব কর্মের ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে (১)। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম নিকাম করতে হয়। সন্ন্যাসী বিষয় কর্ম সংসারীদের মত করে না।

১১। দুর্যোগধন বলেছিলেন, 'হয়্যা হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি'। হাঁ, তিনিই কর্তা, তিনিই সব করাচ্ছেন বটে, মানুষ যন্ত্রের স্বরূপ (১)।

১২। সংসারে আছ, থাকলেই বা। কর্মফল সমস্ত ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। নিজে কোন ফল কামনা কর্তে নাই (১)। তবে ভক্তি কামনা, ভক্তি প্রার্থনা করতে পার। ভক্তি কামনা কামনার মধ্যে নয়।

১৩। যদি কারো শুদ্ধসত্ত্ব (গুণ) আসে, তার ঈশ্বরচিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। কেউ কেউ জন্ম থেকে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ পায়।

১০। (১) শ্রীগাতু ভগবাণীশঃ কর্মনানেন শাস্ততঃ।

করোতি সততং বুদ্ধ্যাক্রাপণ মিদং পরং ॥

যদ্বাকলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্যাং পরমেশ্বরে।

কর্মণা মেতদপ্যাহ ব্রহ্মার্পণ মহত্তমম্ ॥ কুঃ পুঃ ২।১৭-১৮

১১। (১) জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃতির্জানামি পাপং ন চ মে নিবৃতিঃ ॥

হয়্যা হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি ॥

গর্গসং অশ্বমেধ ৫০।৩৬

১২। (১) যৎ করোষি বদশ্রাসি যজুহোষি দদাসি যৎ।

যৎ তপশ্চাসি কোন্ত্যে তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ গীতা ২।২৭

কামনাশূন্য হয়ে যদি কর্ম করতে চেষ্টা করা যায়, তাহলে শেষে শুষ্ক সত্ত্ব লাভ হয় (১)।

১৪। যার আন্তরিক ঈশ্বরের উপর টান থাকে তাকে দিয়ে তিনি জপ, আত্মিক, উপবাস, পুণশ্চরণ এই সব কর্ম করিয়ে লন (১)। ফল কামনা না করে এই সব কর্ম করে যেতে পারলে নিশ্চিত তাঁকে লাভ হয়। সংসারে যতদিন ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততদিন কর্ম ত্যাগ করতে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা, ততক্ষণ কর্ম থাকে। আর কর্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হলেই কর্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়। নিকাম কর্মেতে অশান্তি হয় না (২)।

১৫। কর্ম যে বরাবরই করতে হয়, তা নয়। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হলে আপনিই কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। যখন একবার 'হরি' বা একবার 'রাম' নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই

১৩। (১) তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।

বিদ্যাময়োহং পুরুষো ন তু কর্মময়ঃ স্মৃতঃ ॥

মহাভাঃ অঃ ৫।১।৩২

১৪। (১) যং যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি,

তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং স্নম্যেধাম্ ॥ দেবীমুক্ত

(২) অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং য উত্তমঃ।

মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স এব বিমলক্রমঃ ॥

যোঃ বাঃ বৈঃ ৩৮

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎ পরিতোষণম্।

জ্ঞানং যন্তদধীনং হি ভক্তি যোগ সমন্বিতং ॥ ভাঃ ১।৫।৩৫

জেনো যে জপ আত্মিক কর্ম আর করবার আবশ্যক নাই। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে (১)। কর্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে।

১৬। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে, তাহলে হোম, যাগ, যজ্ঞ, পূজা এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া না পাওয়া যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি আপনি হাওয়া আসে, তাহলে আর পাখার কোন আবশ্যক হয় না (১)।

১৭। যা কিছু কর্ম আছে, শেষ হয়ে গেলেই নিশ্চিত (১)। গৃহিণী বাড়ীর কাজ কর্ম ও রান্না-বাণা সেরে সকলকে খাইয়ে দাইয়ে গামছাখানা কাঁধে ফেলে পুকুরঘাটে গা ধুতে যায়, তখন আর হেসেল ঘরে ফেরে না—ডাকাডাকি করলেও—আসে না।

১৫। (১) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিচ্ছ্যেত বাবতা।

মংকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ ভাঃ ১।১।২০.২

১৬। (১) বিদ্বিতে পরতত্ত্বে তু সমন্তেন নিয়মৈরলম্।

তালবন্তেন কিং কার্যং লক্কে মলয়মারুতে ॥

নারদঃ পঃ ৫।১।৪০

১৭। (১) যাবন্ন ক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাশুভমেব বা।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥

মহা নিঃ ১৪।১০২

ভক্তিব্যোগ

১। ভক্তির মানে—কায়মনোবাক্যে তাঁর ভজনা (১)। কায়,—অর্থাৎ চক্ষে তাঁর মূর্তি দেখা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, হাতে তাঁর পূজা, সেবা, আর কাণে তাঁর নামগুণ কীর্তন শোনা। মন,—অর্থাৎ তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা, সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা। বাক্য,—অর্থাৎ তাঁর নামগুণ কীর্তন ও স্তব স্তুতি করা (২)।

২। কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি (১)। ভক্তিব্যোগ যুগ-ধর্ম (২)। অত্যা অত্যা যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল। সে সকল সাধনে এ যুগে সিদ্ধি লাভ করা বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সব কর্মের কথা বলেছে, তার সময় কৈ? একে জীবের অল্প

১। (১) ভজ ইত্যেব বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পারকীর্তিতঃ ।

তস্মাৎ সেবা বৃধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিসাধনভূয়সী ॥

গরুড় পুঃ পৃঃ ২৩১।৩

(২) বাণী গুণানুকথনে শ্রবণে বখায়াং,

হস্তো চ কর্মস্থ মনস্তব পাদয়োনিঃ ।

স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে

দৃষ্টিঃ সত্যং দর্শনেহস্ত ভবন্তনুনাং ॥ ভাঃ ১০।১০।৩৮

২। (১) কলৌদ্যোষনিধে রাজরাস্তি হেকো মহান্ গুণঃ ।

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেন ॥

(২) কৃতে বদ্যায়তো বিষুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতোমথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্বিকীর্তনাং ॥

ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২

পরমায়াং, তাতে আবার অল্পগত প্রাণ—কঠোর তপস্বী কেমন করে করবে (৩)।

৩। কলিযুগে জ্ঞানযোগও ভারি কঠিন। দেহ-বুদ্ধি কোন মতে যায় না (১)। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয় বুদ্ধি; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। বিষয় বুদ্ধি যাওয়া বড় কঠিন।

৪। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অত্যা পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়; কিন্তু ভক্তিপথ দিয়ে তাঁর কাছে সহজে যাওয়া যায়। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধরেও যান তাহলেও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবেন (১)। তার এ মানে নয় যে ভক্ত এক জায়গায় যাবে, আর জ্ঞানী বা কর্মী আর এক জায়গায় যাবে। ভক্তবৎসল মনে করলেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ঈশ্বর যদি খুসী হন, তা হলে ভক্তিও দেন, জ্ঞানও দেন (২)।

২। (৩) প্রায়েণান্নায়ুষঃ সভ্য কলাবশ্মিন্ যুগে জনাঃ ।

মন্দাঃ স্তম্ভমতয়ো মনভাগ্যা হু পুত্রতাঃ ॥

ভূরীণি ভুরিকর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ ॥ ভাঃ ১।১।১০-১১

৩। (১) ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যাক্তাসক্তচেতসাম্ ।

অব্যাক্তা হি গতিহুঃ পং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ গীতা ১২।৫

৪। (১) যৎ কর্মভি র্যং তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মন্তুক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেহংসাম্ ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্বাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥ ভাঃ ১।২।৩২-৩৩

(২) ভক্তবৎসলঃ স্বয়মেব সর্বোভ্যো মোক্ষবিগ্ৰেভ্যো ভক্তিনিষ্ঠান্

সর্বান্ পরিপালয়তি । সর্বাভীষ্টান্ প্রযচ্ছতি মোক্ষং

দাপয়তি ॥

ত্রিপাদ বিভূতি উপনিষদ্ ৮ অঃ

৫। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে দর্শন হয়, (১) ভাব সমাধিতে রূপ দর্শন হয়, আর নির্বিকল্প সমাধিতে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ দর্শন হয়—তখন অহং, নাম, রূপ, থাকে না (২)। সে ভক্তি এলেই মা যেমন ছেলেকে, ছেলে যেমন মাকে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ ভালবাসা আসে। এ ভালবাসা, এ রাগ ভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয়দের উপর সে মায়ার টান থাকে না। দয়া থাকে। সংসার একটা কর্মভূমি বলে বোধ হয়।

৬। ভক্তিবোধে সব পাওয়া যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁর কাছে কাঁদলে তিনি সব জানিয়ে দেন (১)। যোগীরা যোগ করে যা জেনেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে, এইগুলি জানবার জন্য মাকে কেঁদে কেঁদে বলেছিলাম, তিনি আমায় সব দেখিয়ে দিয়েছেন (২)। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

৭। ওরে ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই

- ৫। (১) ভক্ত্যা স্বনন্তরা শক্যঃ অহমেবংবিধোহর্জুন।
জাতুং দ্রষ্টুং তত্বেন প্রবেষ্টুং পরম্পর ॥ গীতা ১১।৫৪
- (২) ধ্যানেনৈকাগ্রমাপ্নে চিত্তে বিদ্যা স্থিরীভবেৎ।
বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডকরসাত্ম্যতাম্ ॥ পঞ্চদশী ১৫।৩১
- ৬। (১) পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্তরা।
যশাস্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ গীতা ৮।২২
- ভক্ত্যা হৈবৈকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সত্যম্ ॥ ভাঃ ১১।১৪২০
- (২) ভবান্ ভক্তিমতা লভ্যো দুর্লভঃ সর্বদেহিনাম্ ॥ ভাঃ ৪।২৪।৫৪

চায় (১)। দেখলে শুনলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল। ঠাকুর তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন (২)। উদ্ধব জ্ঞানী কিনা! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধা ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট বলে দেখত। তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা।

৮। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোপীগণ, রাখালগণ তাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এল। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে শ্রীকৃষ্ণ কেমন আছেন, তিনি কি আমাদের ভুলে গেছেন (১)? এই বলে কেউ কাঁদতে লাগলেন। কেহ কেহ তাঁকে নিয়ে বৃন্দাবনে তাঁর লীলার নানা স্থান দেখাতে লাগলেন। উদ্ধব তখন বল্লেন, “তোমরা ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে অত কাতর হচ্ছ কেন? জানত, তিনি ভগবান, সর্বত্র আছেন (২)। তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে

- ৭। (১) মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়াপূর্ণাঃ কুতোহন্যং কালবিপ্লুতম্ ॥ ভাঃ ২।৪।৬৭
- (২) গচ্ছোদ্ধব ব্রহ্মং সৌম্য পিত্রোর্নোঽপীতিমাবহ।
গোপীনাং মন্দিরোগাধিং মৎসন্দৈশ্চি বিমোচয় ॥ ভাঃ ১০।৪৬।৩
- ৮। (১) অপি বত মধুপূর্ণ্যামাধ্যাপ্তোহধুনাস্তে,
স্মরাত স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংস্চ গোপান্।
কচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীগাং গৃণীতে,
ভৃগুমণ্ডরুগন্ধং মূর্খ্যধাতুং কদা হু ॥ ভাঃ ১০।৪৭।২১
- (২) মা শিথিলং মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথঃ কৃষ্ণমস্তিকে।
অন্তর্জাদ স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি ॥ ভাঃ ১০।৪৬।৩৬

নাই—এটা তো হতে পারে না।” গোপীরা বললে, “আমরা ও সব বুঝতে পারি না, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ সব কি কথা বলছ? আমরা কি ধ্যানী না জ্ঞানী, না ঋষি মুনির মত জপ তপ করে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি গুজিয়েছি, খাইয়েছি পরিয়েছি, ধ্যান করে তাকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে ত তা দিয়ে ঐ সব করব। সে মন যে অনেক দিন হ’ল, কৃষ্ণপাদ-পদ্মে অর্পন করেছি। আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং বুদ্ধি করে জপ করব?”

৯। উদ্ধব ত শুনে অবাক! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু বলে প্রণাম করে চলে গেল (১)।

১০। আবার কৃষ্ণ মথুরায় গেলে যশোদা রাধিকার কাছে এসেছিলেন। শ্রীমতী ধ্যানস্থ ছিলেন (১)। তার পর যশোদাকে বললেন, “কৃষ্ণ চিদাত্মা আর আমি চিৎশক্তি (২)। তুমি কিছু

৯। (১) দৃষ্টৈবমাদি গোপীনাং কৃষ্ণাবেশাত্তবিক্রমম্।

উদ্ধবঃ পরমশ্রীতস্তা নমস্তন্নিদং জগৌ ॥ ভাঃ ১০।৪৭।৫৭

১০। (১) ধ্যায়মানাং পদান্তোজং কৃষ্ণস্ত পরমানন্দম্।

বাহুজ্ঞানপরিত্যক্তাং তন্নিবিষ্টকমানসাম্ ॥

ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১০।২০

(২) বাসুঃ সর্কনিবাসশ্চ বিশ্বানি যন্ত লোমস্থ।

তস্ত দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ ॥

ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৫৬

বর লও (৩)।” যশোদা বললেন, “আমার ব্রহ্মজ্ঞান চাই না; তবে এই বর দাও যেন কায়মনোবাক্যে তাঁরই সেবা করতে পারি, যেন এই চক্ষে তাঁর ভক্তের দর্শন হয়, এই মনে তাঁর ধ্যান চিন্তা আর বাক্যের দ্বারা তাঁর নাম গুণগান যেন হয়। আর কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ যেন সর্বদা হয় (৪)।”

১১। ঠিক মাণিক লাভ করতে গেলে জলের ভেতর ডুব দিতে হয়। গভীর জলের নীচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছুড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারি হয়, জলে ভাসে না—তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। তেমনি ঈশ্বরকে পেতে গেলে তাঁর প্রেমে মগ্ন হতে হবে (১)। সব লোক বাবুর বাগান দেখেই অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ভেতর ছবি, কেমন ঝিল এই সব দেখেই অবাক, কিন্তু কই, বাগানের মালিককে খোঁজে

১০। (৩) রাশকশ্চ মহাবিষ্ণু বিশ্বানি যন্ত লোমস্থ।

বিশ্বপ্রাণিষু বিশ্বেষু ধাত্রী মাতৃবাচকঃ ॥

ধাত্রীমাতাহমেতেবাং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।

তেন রাধা সমাখ্যাতা হরিণা চ পুরা বৃধৈঃ ॥

ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৭১

(৪) বরং বৃণু ভদ্রং তে যং তে মনসি বাঞ্ছিতম্।

সর্বং দাত্যামি ভবতীং জ্ঞানিনামপি দুর্লভম্ ॥

হরৌ চ নিশ্চলা ভক্তি স্তদাত্মং বাঞ্ছিতং মম ॥

ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১১।৬৫-৬৬

১১। (১) ময্যেব মন আধংস ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।

নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন লংশয়ঃ ॥ গীতা ১২।৮

কজন? বাবুকে খোঁজে হু এক জন। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে তাঁকে দর্শন হয়। তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে কাল পাশ কাটে (২)।

১২। ঋষিরা বাল্মীকিকে ‘মরা’ ‘মরা’ জপ করতে বলেন (১)। ওর একটু মানে আছে। ‘ম’ মানে ঈশ্বর, ‘রা’ মানে জগৎ, আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ (২)। আগে দরকার ঈশ্বর দর্শন, তারপর বিচার—শাস্ত্র, জগৎ। আমি রাত্রে একলা কেঁদে কেঁদে বেড়াতাম, আর বলেছিলাম, মা, বিচার বুদ্ধিতে বজ্রাঘাত দাও, বেশী বিচার করলে শেষে হানি হয়। তাই তোমাকে বলছি আর বিচার কোরো না।

১৩। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য আমার অত জানবার কি দরকার (১)? আমার দরকার ভক্তি। ঈশ্বরের নাম গুণ গান করা ও ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করা,

১১। (২) ধ্যাতঃ স্তবতঃ স্তবতো বাপি নমিতো বা জনর্দনঃ।

সংসারপাশবিচ্ছেদী কন্তং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥ রূঃ নাঃ পুঃ ৩২।৪৪

১২। (১) ইত্যুক্তা রাম তে নাম ব্যাতান্ত্যক্ষর পূর্বকম্।

একাগ্র মনসাত্ত্রৈব মরেন্তি জপ সর্বদা। অধ্যাত্ম অঃ ৬।৮০

(২) রাশকো বিশ্ববচনো মশ্যাপীশ্বরবাচকঃ।

বিশ্বানামীশ্বরো যোহি তেন রামঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥

ত্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ১১।১২১

১৩। (১) কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্,

যোগেশ্বরোভী ভবত স্ত্রিলোক্যাম্।

ক বা কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়া ॥ ভাঃ ১০।১৪।২১

“হে ঈশ্বর আমার জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বিশ্বাস দাও বিবেক বৈরাগ্য দাও, আমার দেখা দাও (২)।”

১৪। জ্ঞান-বিচার-পুরুষমানুষ, বাড়ীর বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়। ভক্তি মেয়ে মানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। কলিযুগে ভক্তিযোগই ভাল। ভক্তি দ্বারাও তাঁকে পাওয়া যায়, বেশী বিচার করা ভাল নয়। বেশী বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকলেই হল (১)।

১৫। ‘আমি ব্রহ্ম’ একথা বলবার আমার কখনও ইচ্ছা হয় না। আমি বলি ‘তুমি প্রভু আমি দাস।’ ষষ্ঠভূমি পার হয়ে সপ্তম ভূমিতে বেশীক্ষণ থাকতে আমার ইচ্ছা হয় না। পঞ্চম ভূমি আর ষষ্ঠভূমির মাঝখানে বাচ্চখেলান ভাল। আমার সেব্য সেবক ভাবই খুব ভাল লাগে (১)। আমার ইচ্ছা তাঁর সর্বদা নামগুণগান করি। গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না (২)।

১৩। (২) স্মি ভক্তির্দৃঢ়া মেহন্ত জমজন্মান্তরেষপি ॥ রূঃ নাঃ পুঃ ৩৬।৪৮

দেবপ্রপন্নাগ্নিহর প্রসাদং কুরু কেশব।

অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়চ্যুত ॥ বিঃ পুঃ প্রঃ ২০।১৬

১৪। (১) অয়ন্ত পরয়া ভক্ত্যা দৃশতে নাতথা কচিং ॥

শিঃ পুঃ বিঃ ১।১২

১৫। (১) মুক্তা অপি লৈলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ১৭ অঃ

(২) সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন শামকীনম্।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ গর্গ সং অঃ ৩২।৪

১৬। ভক্তির 'আমি'তে অহঙ্কার হয় না। ঐ 'আমি'তে অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ করিয়ে দেয় (১)। এ 'আমি' আমির মধ্যে নয়। হিংচে শাক, শাকের মধ্যে নয়; অগ্নি শাকে অস্থখ হয়, কিন্তু হিংচে শাকে পিত্ত নাশ হয় (২); উষ্টে উপকার হয়। মিছরী মিষ্টির মধ্যে নয়, মিছরীতে অস্থল নাশ হয়, অগ্নি মিষ্টি খেলে অপকার হয়।

১৭। মনে করো না যে বেশী ঈশ্বর ঈশ্বর করলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চৈতন্য হয়েছে, হাত পা শরীর নড়ছে (১)। বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু তিনি নড়ছেন জানে না। বলে জলে হাত পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না। জলের ভেতর যে উত্তাপ, জলের ভেতর যে অগ্নি তাতেই হাত পুড়ে গেল।

১৮। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়। সে দেখে তিনিই সব

১৬। (১) মোহং দাসোহমিতি বা বুদ্ধিংশ্চ দৃঢ়ামলা।

কর্ম্মভি ন স বধ্যোত অকর্তৃত্বাচ্চ দেববৎ ॥

ভক্তিচন্দ্রিকা ১২।৫

(২) শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলামোচিকা ॥

ভাবপ্রকাশ, শাকবর্গ ২৬

ভবেৎ পুষ্পাসিতা সীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।

সিতোপলী সরা লঘী বাতপিত্তহরী হিমা ॥ ইক্ষুবর্গ ৩১

১৭। (১) চৈতন্যং সর্বমুৎপন্নং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ শিব সং ১।৪২

হয়েছেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই (১)। পাকাভক্তি যখন হয়, তখন এইরূপ বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমে যখন গ্রাণা লাগে, তখন সবই হলদে দেখে (২)। আরশুলা কুমুরে পোকা ভেবে ভেবে নিশ্চল হয়ে যায়, শেষে কুমুরে পোকাই হয়ে যায় (৩)।

১৯। ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে জ্যোতিঃ দেখা যায়, আনন্দ হয়, বৃকের ভিতর তুবড়ির মত গুড়, গুড় করে, মহাবায়ু উঠে, আর বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, সত্যকথা ঈশ্বরের নামগুণ কীর্তন এই সব অনুরাগের ঐশ্বর্য প্রকাশ হলে জানবে ঈশ্বর দর্শনের আর বিলম্ব নাই (১)।

২০। ভক্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি তুমি শুন, তুমি বল আমি শুন। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়,

১৮। (১) আত্রকস্তম্বপর্যন্তঃ সর্বং কৃষ্ণ শরাচরম্ ॥ নাঃ পঞ্চঃ ২।১২১

(২) পাণ্ডুদন্তনখোযন্ত পাণ্ডুনেত্রশ্চ যো ভবেৎ।

পাণ্ডুসংঘাতদর্শীচ পাণ্ডুরোগী বিনশ্চতি ॥ নিদানপাণ্ডুরোগাদি ২

(৩) কীটঃ পেশঙ্কতং ধ্যান্ কুড়্যাং তেন প্রবেশিতঃ।

যাতি তং সাত্মতাং রাজন্ পূর্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ভাঃ ১।১৯২৩

১৯। (১) অমানিত্ব মদান্তিত্ব মহিংসা ক্ষান্তি রাজ্জবং।

আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্য মায়া বিনিগ্রহঃ।

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এবচ।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি হুংখ দোষানুদর্শনম্ ॥

অসক্তি রনভিষঙ্গঃ পুত্র দার গৃহাদিষু।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তে মিত্রা নিষ্ঠোপ পত্তিষু ॥

ময়ি চানন্ত যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।

বিবিদ্ধ দেশ সেবিত্ব মরতি র্জন সংসদি ॥ গীতা ১৩।৭-১০

তখন তারা উভয়ে ধর্ম কথা কয়, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে
সহ ত্যাগ করতে ইচ্ছা করে না (১)।

২১। ঈশ্বরের উপর যখন ভালবাসা আসে তখন কেবল তাঁরই
কথা কহিতে ও শুনতে ইচ্ছা হয় (১)। সংসারী লোকেরও নিজের
ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যদি কেউ ছেলের সুখ্যাতি
করে ত বলবে, “ওরে তোর খুড়োর জন্তে পা ধোবার জল এনে দে।”

২২। ঈশ্বর ভক্ত তাঁর সঙ্গে যে ভাবে আলাপ করে, ও তাতে
প্রাণে যে ভাব হয়, যার তার কাছে বলতে ইচ্ছা করে না। বলেও
সুখ পায় না, আর বলতে গেলে প্রাণে সে ভাব থাকে না। কিন্তু সে
আর একজন ভক্তের কাছে প্রাণ খুলে সব কথা বলে, বোলেও সুখ
পায়, আর বলবার জন্ম ব্যাকুল হয় (১)।

২৩। ঠিক ঠিক ভক্তি হলে সামান্য জিনিষ হতেও তার ঈশ্বরের
উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয় (১)। শুনিসনি চৈতন্যদেব এক

২০। (১) মচ্ছিত্তা মদগত প্রাণা বোধযন্তঃ পরম্পরম্।

কথয়ন্তঃ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ গীতা ১০।৯

২১। (১) পরিপূর্ণতমে সামান্যং সর্বকারণকারণে।

মনোগতি রবিচ্ছিন্না খণ্ডিতাহৈতুকীতু যা ॥

গর্গসং বিজ্ঞান ৩।১৪

২২। (১) ভক্তো নিকারণো ভূত্বা জ্ঞানবৈরাগ্যসংযুতঃ।

প্রেমলক্ষণয়া বাচ্য হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥

গর্গসং বিজ্ঞান ২।১০

২৩। (১) উদীপনাস্ত তে প্রোক্তা ভাবমুদীপয়ন্তি যে ॥

ভঃ রঃ দঃ ১।১৫৪

সময়ে মেড়গাঁ দিয়ে যেতে যেতে শুনলেন, এই গ্রামের মাটিতে খোল
তৈয়ারী হয়। অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন,—কেন না হরিনাম
কীর্তনের সময় খোল বাজে। মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়।
তখন আনন্দে পেখম্ ধরে নৃত্য করে।

২৪। এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত যাগ
যজ্ঞ হোম করবে, এত উপচারে পূজা করতে হবে, পূজার সময় এই
এই মন্ত্র পাঠ করবে, এত উপবাস করতে হবে, তীর্থে যেতে হবে,
এতগুলি বলিদান দিতে হবে—এ সব বৈধী ভক্তি এ সব অনেক
করতে করতে ক্রমে রাগ ভক্তি আসে (১)।

২৫। শাস্ত্রে অনেক কর্ম করতে বলেছে তাই করছি; এইরূপ
ভক্তিকে ‘বৈধী-ভক্তি’ বলে। আর ঈশ্বরে ভালবাসা থেকে, অনুরাগ
থেকে যে ভক্তি হয় তাকে বলে ‘রাগ-ভক্তি’ (১)। যেমন প্রহ্লাদের।
সে ভক্তি এলে আর বৈধীকর্মের প্রয়োজন হয় না। প্রথমে একবার
পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে মুক্তি হয়, কিন্তু তাঁর কৃপায়

২৪। (১) শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মধ্যাদয়াধিতা।

বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশিন্মধ্যাদা মার্গ উচ্যতে ॥

ভঃ রঃ পূঃ ২।১৩০

২৫। (১) ইষ্টে স্বারসিকৌ রাগঃ পরমাধিষ্টতা ভবেৎ।

তন্ময়ী বা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্ত্ব রাগান্বিকোচ্যতে ॥

ভঃ রঃ পূঃ ২।১৩১

(২) বহ্যাস্থ তরণী সরণি জ্বেন গম্যং নয়তান্নিত্যতাপি।

ন সহজকুটিলেষু পুননদী প্রবাহেষনিত্যতাপি ॥

চৈঃ চন্দ্রোদয়ঃ ৩।১২

যদি একবার ভালবাসা কি রাগভক্তি আসে, তাহলে পাপশূণ্য সব ভুল হয়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে তফাৎ হয়ে যায়। অনুতাপ কি প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এ সব ভাবনা আর থাকে না। বাঁকা নদী দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে অনেকক্ষণ সময় লাগে ও অনেক কষ্ট হয়। কিন্তু যদি বগ্গে হয় তাহলে সোজাপথে অল্প সময়ের মধ্যে যাওয়া যায় (২)।

২৬। যারা নিত্যসিদ্ধ, (১) অথবা যাদের পূর্বজন্মে অনেক কাজ করা আছে, তাদের রাগ ভক্তি (২)। যেমন কোন পোড়ো বাড়ীতে বন জঙ্গল সাফ করতে করতে এক জায়গায় মাটি ঢাকা ফোয়ারা পাওয়া গেল, আর যাই সেই মাটিগুলি সরিয়ে দিয়েছে অমনি ফর ফর করে জল বেরুতে লাগল। যাদের রাগ-ভক্তি তারা এমন কথা বলে না, ‘আর ভাই কত হবিষ্ণু করলুম, কতবার বাড়ীতে পূজা আনলুম, কিন্তু কি হলো।’ খানদানী চাষা যদি বার বৎসর অনাবৃষ্টি হয়, তবুও চাষ দিতে ছাড়েনা (৩)।

২৭। ভক্তি অমনি করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমা-

২৬। (১) আশ্রয়কোটপুং কৃষ্ণে প্রেমাং পরমং গতাঃ।

নিত্যানন্দগুণাঃ সর্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥

সম্যগ্ মনসিতস্বাস্তঃ সমস্তাতিশয়াক্তিতঃ।

ভাবঃ স এব সাদ্ভাস্মা বৃধৈঃ প্রেমা নিগততে ॥ ভঃ রঃ পুঃ

(২) রাগাহুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ চৈঃ চঃ মঃ চপঃ

(৩) আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া ॥ ভঃ রঃ পুঃ ৩।১৫

ভক্তি না হলে ঈশ্বর লাভ হয় না (১)। প্রেম, অনুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। গোপীদের প্রেমাভক্তি। অহংতা আর মমতা এই দুটি জিনিষ প্রেমা-ভক্তিতে থাকে (২)। অহংতা কি না, আমি যদি কৃষ্ণের সেবা না করি তবে তাঁর অসুখ হবে। এতে ঈশ্বর বোধ থাকে না। আর মমতা কি না, ‘আমার’ ‘আমার’ করা। শ্রীকৃষ্ণের পায়ে পাছে কাঁটা ফোটে সেইজন্য গোপীদের সূক্ষ্ম শরীর তাঁর চরণ তলে থাকতো, গোপীদের এত মমতা (৩)।

২৮। ঈশ্বরে খুব ভালবাসা না হলে প্রেমাভক্তি হয় না। প্রেমাভক্তির লক্ষণ—আপনা আপনি ভক্তিআসা (১)। প্রেমের স্বভাব এই যে, আপনাকে বড় মনে করা আর প্রেমের পাত্রকে ছোট মনে করা। পাছে তার কষ্ট হয়। যাকে ভালবাসে তার পায়ে কাঁটাটি পর্যন্ত না ফোটে কেবল এই ইচ্ছা (২)।

২৭। (১) সদাহুভূতমপি যঃ কুর্ধ্যান্নবনবং প্রিয়ম্।

রাগো ভবন্নবনবঃ সোহনুরাগ ইতীর্যতে ॥

উঃ নীঃ স্বায়ীভাব ১০২

(২) “অহংকারস্ত ঘে বৃত্তো, অহস্তা মমতাচেতি।” তয়ো জ্ঞানেন লয়ো মোক্ষঃ ॥

মারুধ্যাকাশিনী ৮মী বৃষ্টিঃ ॥

(৩) সদা কৃষ্ণ ব্যাঘ্র হইতে রক্ষার কারণে।

লগুড় হস্ততে ফিরে শ্রীকৃষ্ণের বনে ॥ ভক্তমাল, ৩য় মালা ॥

২৮। (১) সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।

যন্তাববন্ধনং বৃনোঃ স প্রেমা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ উঃ নীঃ স্বাঃ ৪৬

(২) অনুরোধে কৈল বহু আর্ন্তনাদ করি,
কৃষ্ণে দুঃখ দেহ কেনে অনশন করি।

২২। প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেম কাকে বলে জান? প্রেম হলে সমস্ত জগৎ ভুল হয়ে যাবে, আপনাকে ভুল হয়ে যাবে। নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তার উপর পর্যন্ত মমতা থাকবে না। দেহাত্মবোধ একে-বারে চলে যাবে। চৈতন্যদেব “বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে (১)।” বড় উঠলে যেমন গাছপালা আর চেনা যায় না, সব এক রকম দেখায়; তেমনি ভগবৎ প্রেমের উদয় হলে সব ভেদবুদ্ধি চলে যায়। ঈশ্বর দর্শন না হলে প্রেম হয় না।

৩০। যশোদা বলেন, “আমার গোপাল, তোদের চিন্তামণি কৃষ্ণ

২৮। (২) মাধুকরী ভিক্ষা করি উদর ভরহ।

সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রে হুঃখ নাহি দেহ ॥ ভক্তমাল, ২য় মালা

২৯। (১) একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে।

পুষ্পের উত্তান তথা দেখে আচম্বিতে ॥

বৃন্দাবন ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া।

প্রেমাবেশে বলে তাঁহা কৃষ্ণ অব্যবস্থা ॥ চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১৫

এবং সঙ্কিস্তয়ন্ বিষ্ণুভেদেনাঅনো দ্বিজ।

তন্নয়নমবাপাণ্য মেনে চাত্ত্বানহচ্যুতম্ ॥

বিসম্মার তথাঅনং নাগুৎ কিঞ্চিদজ্ঞানত ॥

বিষ্ণুঃ পুঃ প্রঃ ২০।১-২

শরঙ্কোৎস্না সিন্ধোববকলনয়া জ্ঞাতযমুন।

ভ্রমাক্রাবন্ যোহস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।

নিমগ্নো মুচ্ছালঃ পয়সি নিবসন্ রাত্রিমখিলাম্ ॥

চৈঃ চঃ অন্তঃ ১৮

আমি জানি না।” গোপীরাও ‘কোথায় হৃদয় বলভ! কোথায় প্রাণ বলভ!’ বলছে, ঈশ্বর বোধ নাই (১)। যেমন ছোট ছেলেরা বলে, ‘আমার বাবা’। যদি কেউ বলে, ‘না, তোর বাবা নয়’,— তাহলে বলবে, ‘না, আমার বাবা’। ভালবাসা একদিক থেকে হলে ‘একাজী প্রেম’ বলে (২)। যেমন হাঁস জলে থাকতে ভালবাসে, কিন্তু জল হাঁসকে চাচ্ছে না। ‘সাধারণী প্রেম’ (৩) তুমি সুখী হও আর না হও, আমার সুখ হলেই হল। যেমন চন্দ্রাবলীর ভাব। ‘সমঞ্জসা প্রেম’ (৪) কিনা, দুজনেরই সুখ হোক। আমারও হোক তোমারও হোক। এ খুব ভাল অবস্থা। আবার আছে ‘সমর্থা প্রেম’ (৫)— যেমন শ্রীমতীর। কৃষ্ণসুখে সুখী, আমার যাই হোক, তুমি সুখে থাক। এইটি সকলের উচ্চ অবস্থা। গোপীদের এই বড় উচ্চ ভাব।

৩০। (১) বাৎসল্য ভক্ত পিতামাতা যত গুরুজন।

মধুররসে মুখ্যভক্ত ব্রজে গোপীগণ ॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৯

(২) অন্তঃশুদ্ধি বহিঃশুদ্ধিশূন্যঃশাস্ত্রাদয়স্তথা।

অমী গুণাঃ প্রপত্তস্তে হরিসেবাভি কামিনাম্।

সা ভক্তিরেকমুখ্যাস্ত্রাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা ॥ ভঃ রঃ পুঃ ২।১২৮

(৩) নাতিসান্দ্ধ্যা হরেঃ প্রাঃঃ সাক্ষাদর্শনসম্ভবা।

সন্তোগেচ্ছানিন্দানেহয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥

উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩০

(৪) পত্নী ভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিঙ্গা।

কচিদ্ভেদিতসন্তোগতৃষ্ণা সান্দ্ধ্যা সমঞ্জসা ॥ উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩৩

(৫) কিঞ্চিদ্ভিশেষমাস্ত্রা সন্তোগেচ্ছা যয়াতিতঃ।

রত্যা তাদাত্মাষাপন্নাসা সমর্থেতি ভগ্যতে ॥ উঃ নীলমণি স্থাঃ ৩৭

৩১। গোপীরা কে জান? কোন কোন পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যখন বনে বনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় রামচন্দ্রকে দেখবার জন্য ঘাট হাজার ঋষি ব্যাকুল হয়ে বসেছিলেন। রামচন্দ্র স্নেহপরবশ হয়ে তাঁদের দিকে একবার চেয়ে দেখেছিলেন; তাঁরাই পরে গোপী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন (১)।

৩২। সকাম ভক্তিও আছে (১), আবার নিকাম ভক্তি (২), শুদ্ধা ভক্তি, অহেতুকী ভক্তি এও আছে। কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি। এটি যদি হয় তাহলে খুব ভাল। সেরূপ ভক্ত মুক্তি, ধন মান, দেহসুখ, রোগ ভাল হওয়া এসব কিছুই চায় না। কেবল তাঁর পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি চায়। দেখ আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না তবু ভালবাসে। আর ভালবাসে বলে দেখতে আসে। একেই বলে অকারণ ভালবাসা। ভগবানের উপর এই রকম ভালবাসা চাই। কেন ভালবাসি তা জানি না। ভালবাসি বলে ভালবাসি।

৩১। (১) পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বৈ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।

দৃষ্ট। রামং হরিং তত্র ভোক্ত মৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্ ॥

তে সর্বৈ শ্রীকৃষ্ণপদ্মাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।

হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবাব্যবাসঃ ॥

ভঃ রঃ পুঃ ২।১৫৬

৩২। (১) কামানুগা ভবেতৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।

সন্তোগেচ্ছায়মী তন্তুতাবেচ্ছায়েতি সা দ্বিধা ॥ ভঃ রঃ পুঃ ২।১৫৩

(২) অন্তাভিলানিতাশুভং জ্ঞানকর্মানানুবৃত্তম্।

আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরূপম্ ॥ ভঃ রঃ পুঃ ১।১৮

৩৩। অহল্যা বলেছিলেন, “হে রাম, আমার যদি শূকর গর্ভে জন্ম হয়, তাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার পাদপদ্মে যেন শুদ্ধা ভক্তি থাকে (১)। ধন, মান, দেহ, সুখ কিছুই চায় না, কেবল ঈশ্বরকে দেখতে চায়। এরই নাম শুদ্ধা ভক্তি। যখন নারদ রাবণ বধের কথা রামচন্দ্রকে স্মরণ করাবার জন্য অযোধ্যায় গিচ্ছিলেন (২) তখন সীতারাম দর্শন করে স্তব করতে লাগলেন। রামচন্দ্র নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলেন। নারদ বল্লেন, “রাম, যদি একান্ত আমায় বর দিবে, তবে এই বর দাও যেন তোমার পাদপদ্মে আমার শুদ্ধা ভক্তি থাকে; আর যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই (৩)।” রাম আরও কিছু বর দিতে চাইলেন, নারদ বল্লেন, “আর কোন বর চাই না।”

৩৪। আবার আছে উজ্জিতা ভক্তি। তাতে ভাবে হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়—ভক্তি যেন উথলে পড়ছে (১)। যেমন চৈতন্যদেবের। রাম লক্ষ্মণকে বল্লেন, “ভাই যেখানে দেখবে উজ্জিতা

৩৩। (১) দেব মে যত্র কুত্রাপি স্থিতায় অপি সর্বদা।

ত্বংপাদকমলে সত্তা ভক্তিরেব সদাস্ত মে ॥ অধ্যায় আঃ ৫।৫৮

(২) উবাচ বচনং রামং ব্রহ্মণা নোদিতোহন্যহম্।

রাবণস্ত বধার্থায় জাতোহসি রঘুসত্তম ॥ অধ্যায় অঃ ১।৩২-৩৩

(৩) অহং হৃদন্তভক্তানাং তন্তুতানাঞ্চ কিঙ্করঃ।

অতো মামনুগীকৃষ মোহয়স্ব ন মাং প্রভো ॥ অধ্যায় অঃ ১।৩০

৩৪। (১) বাগদগদ্রবতে যন্ত চিত্তং, রুদত্যাভীক্সং হসতি কচিচ্চ ॥

বিলম্ব উদগায়তি নৃত্যতে চ, মন্তুক্যুক্তো ভুবনং পুন্যতি ॥

ভাঃ ১।১১৪।২৪

ভক্তি, সেখানে আমি স্বয়ং বর্তমান জানবে (২)। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে তাদের ভিতরই ভক্তি, ভাব এই সব হয়; আর দু-একজনের (ঈশ্বর কোটীর) মহাভাব, প্রেম এ সব হয় (৩)।

৩৫। একটি আছে নিষ্ঠাভক্তি (১)। শিশুর, শিশুড়ী দেওর ভাস্কর সবাইয়ের সেবা করে, পা ধোবার জল দেয়, গামছা দেয়, আসন দেয়, কিন্তু পতিকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাকেও করে না। পতির সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা। সবাইকে প্রণাম করবে, কিন্তু একটীর উপর প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। হনুমানের এত নিষ্ঠা যে রামরূপ বই আর কোনরূপ তার ভাল লাগতো না। নিষ্ঠা ভক্তি না হলে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাকলে সতী হয়, তেমনি আপনার ইচ্ছের প্রতি নিষ্ঠা হলে ইচ্ছদর্শন হয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ভক্তি থাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব হয়। সর্ববশেষে প্রেম (২)। প্রেম রজ্জু স্বরূপ।

৩৪। (২) যাবন পশ্চাদখিলং মদাত্মকং,
তাবনাদার্যধনতৎপরো ভবেৎ।

শ্রদ্ধালুরত্যাগিত ভক্তিলক্ষণো,

যন্তস্ত দৃষ্টোহমহর্নিশং হৃদি ॥ অধ্যাত্ম উঃ ৫।৫৮

(৩) স্নানাদনীর সারপ্রেম প্রেমসার ভাব।

ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪র্থ

৩৫। (১) মূলতো ভক্ত্যনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ ॥ ভঃ রঃ পঃ ২।৭

(২) পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।

এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৮

প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়। যাই দেখতে চাইবে দড়ি ধরে টানলেই হয়।

৩৬। গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, মথুরায় রাজবেশে পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন করলে, তখন তারা 'ইনি আবার কে, এর সঙ্গে আলাপ করে কি আমরা দ্বিচারিণী হব?' বলে ঘোমটা দিলে (১)। তারা বৃন্দাবনের মোহনচূড়া, পীতধড়াপরা রাখাল কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু ভালবাসবে না (২)। দ্বারকায় হনুমান এসে বলে 'সীতারাম দেখবো'। ঠাকুর রুক্মিণীকে বললেন, "তুমি সীতা হয়ে বস, তা না হলে হনুমানের কাছে রক্ষা নাই (৩)।"

৩৭। তুমি এ রকম চিমে তেতালা বাজালে চলবে না (১)। তীত্র বৈরাগ্য দরকার। ১৫ মাসে একবৎসর করলে কি হয়?

৩৬। (১) গোকুলে কেবলা রতি ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন।

পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠান্তে ঐশ্বর্য্যে প্রবীণ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্তে সঙ্কচিত শ্রীতি।

দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য কেবলার রীতি। চৈঃ চঃ মঃ ১২ পঃ

(২) যন্তোত্তমঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো

হারঃ কণ্ঠে বিলুপ্তি কৃতঃ স্থলগুণ্ডাবলীভিঃ।

বেণুর্বেক্তে রচয়তি কুচিং হস্ত চেতন্ততো মে

রূপং বিখ্যাত্তরমপি হরে নারীদম্বীকরোতি ॥

ললিতমাধব নাটক ৭৬

(৩) তখন জানকীরাণী রুক্মিণী হইলা।

তাহাকে আপন বামভাগে বসাইলা ॥ রূঃ ভাগবতামৃত ১।৪

৩৭। (১) যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগততে ॥

ভঃ রঃ পুঃ ২।৮২

তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিঁড়ের ফলার আঁচ নাই, ভ্যাদ ভ্যাদ করচে। উঠে পড়ে লাগে। কোমর বাঁধে। কেউ কেউ বলে 'এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব'—ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই।

৩৮। শাস্ত্র, দাস্ত্র, সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর (১)—এই সকলের মধ্যে একটা ভাব আশ্রয় না করলে তাঁকে লাভ করা যায় না (২), ঋষিদের শাস্ত্রভাব ছিল (৩)। তারা আর কিছু ভোগ করবার ইচ্ছা কোরতো না। যেমন শ্রীর স্বামীতে নির্ভা, সে জানে আমার পতি কন্দর্প। হনুমানের দাস্ত্রভাব (৪)। যখন রামের কাজ করে তখন সিংহ তুল্য। শ্রীরও দাস্ত্রভাব থাকে। তাই স্বামীর সেবা প্রাণপণে করে। মার কিছু কিছু থাকে; যশোদারও ছিল। সখ্য; বন্ধুভাব। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও মুখের এঁটো খাবার খাওয়াচ্ছে, কখনও বা কাঁধে উঠছে। এস, এস কাছে এসে বস। বাৎসল্য ভাব—যেমন যশোদার। শ্রীরও কিছু কিছু থাকে; স্বামীকে প্রাণভরে খাওয়ায়। কৃষ্ণের কখন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যশোদা ননী হাতে করে

- ৩৮। (১) তক্তাস্ত্র কীর্তিতা: শাস্ত্রাস্ত্রথা দাসস্ত্রতাদয়ঃ।
 সখ্যো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্ত্রুচৈতি পঞ্চধা ॥ ভ: র: ধ: ১।১৫৪
 (২) অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্যা শক্তিরীদৃশী।
 ভাবং তদ্বিষয়কপি যা সট্বেব প্রকাশয়েৎ ॥ ভ: র: পু: ২।১১৬
 ৩) শাস্ত্রা: স্য: কৃষ্ণতৎপ্রেষ্ঠাকারুণেন রতিং গতা:।
 আত্মারামান্তদীয়াধ্ববদ্রক্ষ্যশ্চ তাপসা: ॥ ভ: র: প: ১।৫
 (৪) দাসাস্ত্র প্রপ্রিতাস্ত্র নিদেশবশবর্তিন:।
 বিশ্বস্তা: প্রভূতজ্ঞানবিনম্রিতধিগত তে ॥ ভ: র: প: ২।৪

বেড়াতে। ছেলেটা যদি পেট ভরে খায়, তবেই মার আনন্দ। মধুর—যেমন শ্রীমতীর (৫)। শ্রীরও মধুর ভাব।

৩৯। কথাটা এই—ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে, সচ্চিদানন্দে প্রেম। ভগবানকে জানতে হলে ভগবতীর মত হতে হবে। ভগবতী যেমন শিবের জন্ম কঠোর তপস্তা করেছিলেন সেইরূপ তপস্তা করতে হয় (১)। রামকে জানতে হলে সীতার মত হতে হবে। পুরুষকে জানতে হলে সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব এই সব প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। মীরাবাই শ্রীলোক বলে রূপ গোস্বামী তার সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাই বলে পাঠালেন 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, বৃন্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে (২)?'

৪০। তাঁকে চর্যচক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে

- ৩৮। (৫) আত্মোচিতবিভাবাষ্টে: পুষ্টিং নীতা সত্যং হৃদি।
 মধুরাখ্যো ভবেভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতি: ॥ ভ: র: প: ৫।২
 ৩৯। (১) এবং কৃত্বা পরং বর্ষং ন প্রাপ্তা শঙ্করং সতী।
 শুচা কৃত্বাগ্নিকুণ্ডঞ্চ প্রবেষ্টুং সা সমুত্ততা ॥
 ব্র: বৈ: কৃষ্ণজ: ৪।১৮
 (২) আমি ত পাগল হইয়াছি সর্বত্যাগী,
 যুবতী নিকটে গিয়া কি ফল বৈরাগী।
 তখন রবে না ভেদ জ্ঞী পুরুষজ্ঞাতি।
 কেবল পুরুষ হন আপনি শ্রীপতি ॥ মীরাবাই কড়চা ॥

তোমার ভিতরে যেন জোর নাই। শক্তি নাই। চিঁড়ের ফলার আঁট নাই, ভাদ্ ভাদ্ করচে। উঠে পড়ে লাগে। কোমর বাঁধে। কেউ কেউ বলে 'এ জন্মে না হোক পর জন্মে পাব'—ও কি কথা? এমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই।

৩৮। শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, বা মধুর (১)—এই সকলের মধ্যে একটা ভাব আশ্রয় না করলে তাঁকে লাভ করা যায় না (২), ঋষিদের শাস্ত্যভাব ছিল (৩)। তারা আর কিছু ভোগ করবার ইচ্ছা কোরতো না। যেমন শ্রীর স্বামীতে নির্ভা, সে জানে আমার পতি কন্দর্প। হনুমানের দাস্ত্যভাব (৪)। যখন রামের কাজ করে তখন সিংহ তুল্য। শ্রীরও দাস্ত্যভাব থাকে। তাই স্বামীর সেবা প্রাণপণে করে। মার কিছু কিছু থাকে; যশোদারও ছিল। সখ্য; বন্ধুভাব। শ্রীদামাদি কৃষ্ণকে কখনও মুখের এঁটো খাবার খাওয়াচ্ছে, কখনও বা কাঁধে উঠছে। এস, এস কাছে এসে বস। বাৎসল্য ভাব—যেমন যশোদার। শ্রীরও কিছু কিছু থাকে; স্বামীকে প্রাণভরে খাওয়ায়। কৃষ্ণের কখন খেতে ইচ্ছা হবে বলে যশোদা ননী হাতে করে

৩৮। (১) ভক্তাস্ত কীৰ্ত্তিতাঃ শাস্তাস্তথা দাসস্তাদয়ঃ।

সখ্যায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেমস্ত্যশ্চৈতি পঞ্চধা ॥ ভ: র: প: ১।১৫৪

(২) অলৌকিকপদার্থানামচিন্ত্য্য শক্তিরীদৃশী।

ভাবঃ তদ্বিষয়ঞ্চাপি যা সঠৈব প্রকাশয়েৎ ॥ ভ: র: পু: ২।১১৬

৩) শাস্তাঃ স্ত্র্য: কৃষ্ণতৎপ্রেষ্ঠাকারুণেন রতিং গত্যাঃ।

আত্মারামাস্তদীয়াক্ষবদ্বশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥ ভ: র: প: ১।৫

(৪) দাসাস্ত প্রপ্রিতাস্ত নিদেশবশবর্ত্তিনঃ।

বিশ্বস্তাঃ প্রভূতজ্ঞানবিনম্রিতবিষয়শ্চ তে ॥ ভ: র: প: ২।৪

বেড়াতেন। ছেলেটা যদি পেট ভরে খায়, তবেই মার আনন্দ। মধুর—যেমন শ্রীমতীর (৫)। শ্রীরও মধুর ভাব।

৩৯। কথাটা এই—ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে, সচ্চিদানন্দে প্রেম। ভগবানকে জানতে হলে ভগবতীর মত হতে হবে। ভগবতী যেমন শিবের জন্ম কঠোর তপস্তা করেছিলেন সেইরূপ তপস্তা করতে হয় (১)। রামকে জানতে হলে সীতার মত হতে হবে। পুরুষকে জানতে হলে সখীভাব, দাসীভাব, মাতৃভাব এই সব প্রকৃতিভাব আশ্রয় করতে হয়। আপনাকে পুরুষ বলে বোধ থাকে না। মীরাবাই শ্রীলোক বলে রূপ গোস্বামী তার সহিত দেখা করতে চান নাই। মীরাবাই বলে পাঠালেন 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, বৃন্দাবনে সকলেই সেই পুরুষের দাসী; গোস্বামীর পুরুষ অভিমান করা কি ঠিক হয়েছে (২) ?'

৪০। তাঁকে চক্ষুচক্ষে দেখা যায় না। তিনি দিব্যচক্ষু দেন তবে

৩৮। (৫) আত্মোচিতবিভাবাঠঃ পুষ্টিং নীতা সত্যং হৃদি।

মধুরাখ্যো ভবেভক্তিরসোহসৌ মধুরা রতিঃ ॥ ভ: র: প: ৫।২

৩৯। (১) এবং কৃত্বা পরং বর্ষং ন প্রাপ্তা শঙ্করং সতী।

শুচা কৃত্বাগ্নিকুণ্ডং প্রবেষ্টুং সা সমুত্ততা ॥

ব্র: বৈ: কৃষ্ণজ: ৪০।১৮

(২) আমি ত পাগল হইয়াছি সর্ব্বত্যাগী,
যুবতী নিকটে গিয়া কি ফল বৈরাগী।

তখন রবে না ভেদ শ্রী পুরুষজ্ঞাতি।

কেবল পুরুষ হন আপনি শ্রীপতি ॥ মীরাবাই কড়চা ॥

দেখা যায়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর দিব্য চক্ষু দিয়েছিলেন (১)। সাধনা করতে করতে একটি প্রেমের শরীর হয়, তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ, সেই চক্ষে তাঁকে দেখে (২)। সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়।

৪১। ভক্ত তিন শ্রেণীর - উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম ভক্ত বলে, “যা কিছু দেখছি, সবই তাঁর এক একটি রূপ। তিনিই এই সব হয়েছেন (১)।” মধ্যম ভক্ত বলে, “তিনি হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আছেন (২)।” অধম ভক্ত বলে, ‘ঐ ঈশ্বর’ অর্থাৎ আকাশের দিকে সে দেখিয়ে দেয় (৩)। তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। আর এক রকম ভক্ত আছে। কপট ভক্ত (৪)।

৪০। (১) ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা।

দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ গীতা ১১।৮

(২) প্রযুক্ত্যামানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তত্ত্বম্।

আরক্কর্ষনির্কাণো গ্রপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ভাঃ ১।৬।২৮

৪১। (১) সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবন্তাবমানঃ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ে ভাগবতোক্তমঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৫

(২) ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষংসু চ।

প্রেমমৈত্রীকুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৬

(৩) অর্চয়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তন্তুজ্ঞেবু চাশ্বেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৪৭

(৪) সন্মুখেতে অতিপ্রিয় কহয়ে বচন।

অলাক্ষাতে নিন্দয়ে যে শত্ৰুর লক্ষণ ॥ ভক্তমাল, ২৩ মালা

শিশ্নোদরার্থং যোগস্ত কথং বা বেশধারিণঃ।

অন্নপানবিহীনাস্ত বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।১

৪২। ঠিক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। জাত সাপ যখন বেছলার গান হয় তখন স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয় (১)।

৪৩। ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হলেই বিষয় কৰ্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। তার আর বিষয় কৰ্ম্ম ভাল লাগে না (১)। যেমন ওলা মিহরির পানা খেলে চিটেগুড়ের পানা আর কেউ খেতে চায় না। যার ভগবানে ভক্তিলাভ হয়েছে, তার কিরূপ ভাব হয় জ্ঞান? আমি যজ্ঞ, তুমি যজ্ঞী, আমি ধর, তুমি ধরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন চালাও তেমনি চলি।

৪৪। ঈশ্বরে যোল আনা মন গেলে, ‘অমুক দিন সংক্রান্তি, ভাল করে হরিনাম করবো’ এ সব আর ঠিক থাকে না। রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সীতাকে কিরূপ দেখে এলে বল।’ হনুমান বলে, ‘রাম! সীতার শুধু শরীর পড়ে আছে দেখলাম। তার ভিতর মন প্রাণ নেই। সীতার মন প্রাণ যে তোমার পাদপদ্মে সমর্পণ করেছেন।’

৪২। (১) তস্মাচ্ছ্রবণমেবাদৌ শ্রবাপুরুষখাদ্ যতঃ।

ততঃ সংসাধয়েদত্ত্বং কীর্তনং মননং স্মৃতিঃ ॥

শিব পুঃ বিজ্ঞেশ্বর ১।২৫

৪৩। (১) বাধ্যমানোহপি মন্তন্তে বিষয়েরজিতেস্ত্রিয়ঃ।

প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ে নীতিভূয়তে ॥ ভাঃ ১১।১৪।১৮

তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনাগোনা করছে। কিন্তু কি করবে? শুধু শরীর। মন প্রাণ তাতে নেই। (১)

৪৫। ভক্ত সব অবস্থাই লয়। সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণও লয়। ভক্ত দেখে তিনিই জীবজগৎ, চতুर्वিংশতি তত্ত্ব হয়ে রয়েছেন। (১) সব তত্ত্ব শেষে আকাশ তত্ত্ব লয় হয় (২)। আবার সৃষ্টির সময় মহৎ তত্ত্ব থেকে অহংকার, এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে (৩)। অনুলোম বিলোম। ভক্ত সবই লয়।

৪৬। ভক্তের ভগবানকে চাই, আবার ভগবানের ভক্তকে চাই। ভক্ত যেমন ভগবান না হলে থাকতে পারে না, ভগবানও ভক্ত না হলে থাকতে পারেন না (১)। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রসিক। সেই রস পান করেন। ভক্ত হন পদ্ম, আর ভগবান হন

৪৪। (১) পুছে রাম কাঁহা হনুমান্ সীয়া স্বকী হৈ জগমাদি।

হায় প্রভু, লক্ষ কলঙ্ক বিনা সো তো বৈঠে রাবণকে বনমাহী।

জীবত হৈ প্রভু জীবত হৈ মর কোঁ নহী গঙ্গ হামারী ষিচারী।

প্রাণ বসে পদপঙ্কজ মেরে যম আবত চুত পাবত নহী ॥ তুঃ রামায়ণ

৪৫। (১) স্বঃ পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

স্বভো জাতং জগৎ সর্বং স্বঃ জগজ্জননী শিবে

মহদাত্মগুণর্যাস্তং যদেতৎ সচরাচরম্।

অধিবোধোপাদিতং ভদ্রে স্বর্গদীনমিদং জগৎ ॥ মঃ নিঃ তঃ ৪।১০।১১

(২) রবি বিলীয়তে বারো বায়ু বিলীয়তে তু থে ॥ জ্ঞাঃ সঃ তঃ ২৬

(৩) প্রকৃতে ঋতান্ মহতোহহংকারঃ ॥ প্রাঃ তোঃ ১ কাঃ ৩ পঃ

৪৬। (১) অহং ভক্তপরাধীনো হৃদয়তত্ত্ব ইব দ্বিজ।

সাপুণ্ড্রিগ্ধৃদয়য়ো ভক্তৈর্ভক্তজন প্রিয়ঃ ॥ ভাঃ ২।৪।৬২

অলি। ভক্ত পদ্মের মধুপান করেন। তিনি নিজের মাধুর্য্য আশ্বাদন করবার জন্য দুটি হয়েছেন। তাই রাধাকৃষ্ণ লীলা (২)। ভাগবৎ (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান—তিন এক, এক তিন। তিনি সর্ববৃত্তে আছেন বটে, কিন্তু ভক্ত হৃদয়ে বিশেষরূপে আছেন। ভক্তের হৃদয় তাঁর আবাসস্থান (৩)।

৪৭। শ্রীকৃষ্ণকে দুর্ব্যোধন কত যত্ন দেখিয়ে তাঁর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করতে বলেন। ঠাকুর কিন্তু বিহুরের কুটীরে গিয়ে শাকান্ন স্বধার খায় খেলেন (১)। কখনো ঈশ্বর চুষক হন, ভক্ত ছুঁচ হয়। আবার কখনো ভক্ত চুষক হয়, তিনি ছুঁচ হন। ভক্ত তাঁকে টেনে লয় (২)—তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তাধীন। তপস্যার জোরে নারায়ণ সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করেন (৩)।

৪৬। (২) রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্তোন্ত্রে বিলাসে রস আশ্বাদন করি। চৈঃ চঃ আঃ ৪

(৩) সাধবো হৃদয়ঃ মহাৎ সাধুনাং হৃদয়ত্বম্।

যদন্তস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ ভাঃ ২।৪।৬৮

৪৭। (১) হরেঃ স্বতন্ত্রস্ত কৃপাপি তদ—

কন্তে ন সা জাতিকুলান্তপেক্ষাম্।

সুযোধনস্তান্ন মপোজ্জ্বা হর্ষা-

জ্জগ্রাহ দেবো বিহুরানমেব ॥ চৈঃ চক্রোঃ ৮।১৮

(২) ময়ি নির্বন্ধ হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।

বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সংজ্ঞয়ঃ সং পতিং যথা ॥

ভাঃ ২।৪।৬৬

(৩) তদা বাৎ পরিতুষ্টোহমমুনা বপুযানঘে

৪৮। একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নাই (১)। ভক্তের থাক আলাদা। তাদের মধ্যে জাতি বিচারের কোন দরকার নাই। ভক্তি হলেই দেহ মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর নিতাই হরিনাম দিতে লাগলেন, আর আচণ্ডালে কোল দিলেন। ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। অস্পৃশ্য জাতি ভক্তি থাকলে শুদ্ধ, পবিত্র হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। ভক্তি থাকলে চণ্ডাল, চণ্ডাল নয় (২)। ভক্ত হলে চণ্ডালেরও অন্ন খাওয়া যায়।

৪৭। (৩) তপসা শ্রদ্ধয়া নিত্যং ভক্ত্যা চ হৃদি ভাবিতঃ ॥

গতে ময়ি যুবাং লক্সা বরং মৎসদৃশং স্মৃতম্ ॥

ভাঃ ১০।৩।৬৭-৪০

রাজা দশরথেনাপি তপসারাধিতো হরিঃ ॥

পুত্রত্যাগজঙ্ঘা বিফোস্তদাপুত্রোহভবদ্ধরিঃ ॥

অধ্যায় অঃ ৫।২২

৪৮। (১) নাস্তি তেযু জাতিবিভা-রূপকুল-ধনক্রিয়াদিভেদঃ।

শাণ্ডিল্য সূঃ ৭ঃ

(২) চাণ্ডালোহপি মুনিশ্রোষ্টো বিষ্ণুভক্তো দ্বিজাধিকঃ ॥

বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্থপচাধিকঃ ॥

বৃঃ নাঃ পুঃ ৩২।৩০

জ্ঞানযোগ

১। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে, ব্রহ্ম এ নয়, ও নয়, জীব নয়, জগৎ নয়। বিচার করতে করতে যখন মনঃস্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান (১)। যে ঠিক ঠিক অদ্বৈত বাদা সে চূপ হয়ে যায় (২)। বলতে কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে (৩)। ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা এইটী ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা, নাম রূপ এ সব স্বপ্নবৎ (৪)। ব্রহ্ম যে

১। (১) দৃশ্যং নাস্তীতিবোধেন মনসো দৃশ্যমার্জনম্।

সম্পন্নং চেৎ তদোৎপন্ন পরা নির্ধাণনির্বৃতিঃ ॥

পঞ্চদশী ভৈতবিবেকঃ ৬৫ শ্লোকঃ

(২) বাস্কলিনাচ বাদঃ পৃষ্ঠঃ সন্নবচনেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচেতি

শ্রয়তে :—“সহোবাচাধীহি ভো ইতি স তুষ্ণীঃ বভূব

তংহ দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বা বচন উবাচ ক্রমঃ খলু স্বং তু ন

বিজানাসি। উপশান্তোহয়মাত্মা।” ব্রহ্মসূত্র ৩য় অধ্যায়

২য় পাদ ১৭ সূত্র শঙ্করভাষ্যে ॥

(৩) চোত্বং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং ভৈতভাষা।

অদ্বৈতভাষা চোত্বং নাস্তি নাপি তদন্তরম্ ॥ পঞ্চদশী ভূতবিবেকঃ ৩০

(৪) পারমার্থিকজীবন্ত ব্রহ্মৈক্যং পারমার্থিকম্। প্রত্যোতি

বীক্ষ্যতে নাগ্নদীক্ষ্যতে স্বনৃতাত্মনা। ৪২—দৃগ্ দৃশ্যবিবেকঃ ॥

বাচারম্ভণঃ বিকারো নামধেয়ঃ স্মৃতিকৈতোব সত্যম্ ॥ ছাঃ উঃ

৬ষ্ঠ প্রপাঠকঃ ১ম খণ্ড ৪র্থ শ্লোকঃ ॥

অয়ং প্রপঞ্চো মিথ্যৈব সত্যং ব্রহ্মাহমব্যয়ম্।

শঙ্করকৃত ব্রহ্মাহুচিন্তন ২৬ শ্লোকঃ ॥

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ ॥

২১ শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা

কি বস্তু তা আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারেনি (৫)। তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নেই। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়দর্শন সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কেবল একটা জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে জিনিষটা ব্রহ্ম (৬)। বেদ ব্রহ্মার মুখ থেকে বেরিয়েছে, তন্ত্র শিবের মুখ থেকে বেরিয়েছে, কাজেই এঁটো হয়েছে, সচ্চিদানন্দকে কেউ মুখ দিয়ে বের করতে পারেনি, কাজেই তিনি উচ্ছিষ্ট হননি (৭)।

২। আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই (১)। যেমন অগ্নির কোন রং নাই। শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ (২)। আগুনে যে রং ফেলে দেবে—

১। (৫) যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ॥

তৈ: উপ: ব্রহ্মানন্দ বল্লী ৪ অঙ্ক ২।৪, ২।২

(৬) উচ্ছিষ্টং সর্কশাস্ত্রানি সর্কবিজ্ঞা মুখে মুখে।

নোচ্ছিষ্টং ব্রহ্মণো জ্ঞানমব্যাক্তং চেতনাময়ম্ ॥

জ্ঞানসকলিনীতন্ত্র ৫২

(৭) স্বয়ম্ভূবেশো ভগবান্ বেদোগীতস্তয়া পুরা।

শিবাচ্চা ঋষিপরিপাত্তা: স্মর্তারোহস্ত ন কারকা: ॥

তন্ত্রবক্তা সদাশিব: ॥

বৃহদ্রীতন্ত্র ৪র্থ পটল: ॥

২। (১) যথা সর্কগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।

সর্কত্রাষস্থিতো দেহে তথাস্মা নোপলিপ্যতে ॥ গীতা ১৩।৩২

(২) সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে নাস্মিনোপগা: ॥ ভা: ৭।১।৭

লাল, কাল, সাদা, আগুন সেই রংই দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি করে করে যা বাকি থাকে আর যেখানে আনন্দ, সেই ব্রহ্ম (৩)।

৩। মানুষে মনে করে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। একটা পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে একদানা খেয়ে পেট ভরে গেল। আর একদানা মুখে করে বাসায় যাবার সময় ভাবছে,—এবার এসে সমস্ত পাহাড়টিকে লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই রকম মনে করে। ব্রহ্ম যে বাক্য মনের অতীত তা তারা জানে না। যে যত বড়ই হউক না কেন, তাঁকে কি জানা যায়? শুকদেবাদি না হয় ডেঙু পিঁপড়ে, —চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করুক (১)।

৪। বেদ পুরাণে যা বলেছে, সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর দেখে আসবার পর যদি তাকে সাগর কি রকম দেখলে

২। (৩) যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দমেতজ্জীবন্ত যং জ্ঞাত্বা মূঢ়্যতে বৃং: ॥ ব্রহ্ম উ: ৪৪

৩। (১) ভরদ্বাঙ্গো হ ত্রিভিরাযুতি ব্রহ্মচর্য্য মুবাস ॥ তং হ জীর্ণং

স্ববিরং শয়ানম্ ইন্দ্র উপব্রজ্যোবাচ। ভরদ্বাঙ্গ! যন্তে

চতুর্থমাযুর্দত্তাম্। কিমনেন কুর্ধ্যা ইতি। ব্রহ্মচর্য্য

মৈবৈনেন চরয় মিতি হো বাচ। ত্বং হ ত্রীন গিরিরূপা-

নবিজ্ঞাতানিব দর্শয়াককার। তেযাং হৈকৈশ্বানুষ্টি

মাদদে সহোবাচ ভরদ্বাজেত্যা মন্থা। বেদা বা এতে।

অনন্তা বৈ বেদা:। এতদ্বা এতৈস্ত্রিভি রাযুতি রথবোচকা:।

অথ ত ইতরদহুস্তমেব ॥ তৈ: ব্রা: ৩য় কা: ১০ প্র: ১১ অঙ্ক:-

জিজ্ঞাসা করা যায় সে মুখ হাঁ করে বলে,—‘ও কি হিল্লোল কল্লোল দেখলুম।’ ব্রহ্মের কথাও সেই রকম (১)। বেদে বলেছে,—‘তিনি আনন্দ স্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। তাঁরা এ সাগরে নামেন নি। এ সাগরে নামলে আর ফিরবার ঘো নাই।

৫। অস্তি, ভাতি, প্রিয়—সেটা কি জানিস? ব্রহ্মের স্বরূপ, বেদান্তে ঐ ভাবেই বুঝান আছে যিনিই ‘অস্তি’—কিনা ঠিক ঠিক বিद्यমান আছেন—তিনিই ‘ভাতি,’ কিনা, প্রকাশ পাচ্ছেন। এখন ‘প্রকাশটা’ হচ্ছে জ্ঞানের স্বভাব। যে জিনিষটার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে, সেটাই আমাদের কাছে প্রকাশিত রয়েছে। যেটার জ্ঞান নাই সে জিনিষটা আমাদের কাছে অপ্রকাশ রয়েছে। কেমন, না? তাই বেদান্ত বলে, যে জিনিষটার যখন আমাদের অস্তিত্ব বোধ হ’ল, তখন অমনি সেই বোধের সঙ্গে সঙ্গে সেই জিনিষটা আমাদের কাছে দীপ্তিমান বা প্রকাশিত বলে বোধ হ’ল—অর্থাৎ তার জ্ঞান-স্বরূপের কথাটা আমাদের বোধ হ’ল। আর অমনি সেটা আমাদের প্রিয় বলে বোধ হ’ল (১)।

৬। বেদে আছে ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম’। ব্রহ্ম একও নয় দুইও নয়।

৪। (১) যস্তামতং তস্ত মতং মতং যস্ত ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং বিজ্ঞাত মবিজ্ঞানতাম্ ॥

কেনউঃ ২য় খঃ ৩য় শ্লোঃ

৫। (১) অস্তি ভাতি প্রিয়ঃ রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।

আত্মব্রহ্মং ব্রহ্মরূপং জগজ্জপং ততোদ্বয়ম্ ॥ দৃগদৃশ্য বিবেকঃ ২০

এক দুয়ের মধ্যে (১)। অস্তিও বলা যায় না, নাস্তিও বলা যায় না। তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে (২)।

৭। ব্রহ্ম বিজ্ঞামায়া ও অবিজ্ঞামায়ার অতীত। এই জগতে বিজ্ঞামায়া অবিজ্ঞামায়া দুই-ই আছে, জ্ঞানভক্তি আছে আবার কামিনীকাঞ্চনও আছে, ভালও আছে, মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত, যেন প্রদীপ। প্রদীপের সম্মুখে কেউ ভাগবৎ পড়ে, কেউ বা জাল করে,—প্রদীপ নির্লিপ্ত (১)।

৮। যিনি শুদ্ধ আত্মা, তিনি নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিজ্ঞা আছে। এই মায়ার ভিতরে তিনগুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি

৬। (১) ব্রহ্মবেদং সর্বং সচ্চিদানন্দরূপম্ নৃসিংহতাপহ্যাপনিষৎ

উঃ ৭ম খঃ ৪র্থ শ্লোঃ

(২) ঘয়ো র্মধ্যাতং নিত্যমস্তিনাস্তীতিপক্ষয়োঃ।

প্রকাশনং প্রকাশ্যানা মায়াং সমুপাস্মহে ॥

ঘোঃ বাঃ উঃ ৮। ১১

৭। (১) সৃষ্টিলীলাং যদা কর্তু মীহসে রঘুনন্দন।

অঙ্গীকরোষি মায়াং স্বং তদা বৈ গুণবানিব ॥

রাম মায়া বিধা ভাতি বিজ্ঞা বিজেতি তে সদা।

প্রবৃত্তিমার্গনিরতা অবিজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ।

নিবৃত্তিমার্গনিরতাঃ বেদান্তার্থবিচারকাঃ।

তত্ত্বক্তিনিরতা যে চ তে বৈ বিজ্ঞামায়াঃ স্মৃতাঃ ॥

অবিজ্ঞাবশগা যে তু নিতাং সংসারিণস্ত তে।

বিজ্ঞাভ্যাসরতা যেতু নিত্যমুক্তা স্ত-এব হি ॥

অধ্যাত্ম অরণ্য তা ৩০-৩২

শুদ্ধ আত্মা তাঁতে এই তিনগুণ থাকলেও তিনি নির্লিপ্ত (১)। আশুনে
যে রংয়ের বড়ি দেবে সেই রং দেখা যাবে।

৯। শঙ্করাচার্য্য গঙ্গাস্নান করে আসছিলেন। চণ্ডাল মাংসের
ঝুরি নিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে ফেলেছিল। শঙ্কর বিরক্ত
হয়ে বললেন, “তুই আমায় ছুঁলি যে।” সে বললে, “ঠাকুর তুমিও
আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুঁই নাই। তুমি বিচার
কর।” তুমি কি দেহ, কি মন, কি বুদ্ধি, কি তুমি বিচার কর (১)।

৮। (১) অজ্ঞান সাক্ষিগ্যরবিন্দলোচনে,

মায়াভ্রমভ্রাম বিশোহকারণম্ ॥ অধ্যাত্ম, আদি ১।২৫

মায়াভ্রমং বিগতমায় মচিন্ত্যমুর্ত্তিম্ ॥ অঃ আঃ ১।২

যোহবিভৃগ্নাত্মপহতোহপি দশাঙ্কবৃত্তা,

নিদ্রামুবাহ ষষ্ঠরীকৃতলোকযাত্রঃ ॥ ভাঃ ৩।২০

অগ্নির্ষথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো,

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব।

একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা,

রূপং রূপং প্রতিক্রপো বহিঃ ॥ কঠোপনিষৎ ২।২৯

৯। (১) লবণম্বেতদুদকে হবদায়াথ মা প্রাতরুপসাদখা ইতি...

অঙ্গ তদাহরেতি তদ্বাবমুখ ন বিবেদ যথা বিলীনমেব।

.....তং হোবাচাত্র বাব কিল সং সোম্য ন

নিভালয়সে হ থৈব। সোহস্ত্যজং পথি নিরাক্ষ্য চতুর্ভি-

র্ভীষণৈঃ শ্ভি রহুদ্রত মারাত্। গচ্ছ দূরমিতি তং নিজ-

গাদ প্রতু্যবাচ চ স শঙ্করমেনম্।.....

গচ্ছ দূরমিতি দেহমুতাহো দেহিনং পরিজিহীর্ষসি বিদ্বন্।

ভিত্ততে হমময়তোহমময়ং কিং

সাক্ষিগণ্ড যতিপুঙ্গব সাক্ষী ॥ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ঃ ৬।২৫।২৮

জড় ভরত রাজা রত্নগণের পাক্ষী বহিতে বহিতে যখন আত্মজ্ঞানের
কথা বলতে লাগল, রাজা পাক্ষী হতে নেমে এসে বল্লেন, “তুমি
কেগো?” জড় ভরত বল্লেন, “আমি নেতি নেতি শুদ্ধ আত্মা (২)।”
শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত।

১০। শুদ্ধাত্মা নিষ্ক্রিয়, তিন অবস্থায় স্বাক্ষীস্বরূপ (১)। যখন
সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য্য ভাবি, তখন তাঁকে ঈশ্বর বলি (২)। চুম্বুক
পাথর অনেক দূরে আছে, অথচ ছুঁচ নড়ছে কিন্তু চুম্বুক পাথর চুপ করে
আছে—নিষ্ক্রিয়। শুদ্ধাত্মা সেইরূপ (৩)।

১১। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করলে আর কাঁদলে চিত্তশুদ্ধি
হয়। নিশ্চল জলেই সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব সূর্যই সগুণ
ব্রহ্ম আত্মাশক্তি (১)। সেই প্রতিবিম্বকে ধরেই সত্য সূর্যের দিকে

৯। (২) স্থোলাং কাশ্যং ব্যাধয় আধয়শ্চ

ক্ষুভৃভয়ং কলিরিচ্ছা জরা চ।

নিদ্রারতির্মম্মরহঃ মদঃ শুচো।

দেহেন জাতস্ত হি মে ন সন্তি ॥ ভাঃ ৫।১০।১০

১০। (১) কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাদিহাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগূর্ণশ্চ ॥
খেতাত্মতরোপনিষৎ ৬।১১

(২) জন্মাত্মা যতঃ ॥ ব্রঃ সৃঃ ১।১।২

(৩) মলিনসিদ্ধিমাভ্রোণ যথায়ঃ স্পন্দতে জড়ম্।

তৎসত্ত্বা তথৈবায়ং দেহশ্চেতত্যাচিহ্নপুং ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ২।৩২

১১। (১) তত্র যা প্রকৃতিঃ শ্রোক্তা সা রাজন্ দ্বিবিধা স্মতা।

স্বাভাবিকা তু মায়া শ্রাদবিভাগগমিত্রিতা।

যেতে হয় (২)। সগুণ ব্রহ্মই প্রার্থনা। শুনেন, তাঁরেই বল, তিনিই সেই ব্রহ্মজ্ঞান দিবেন (৩)। কেননা যিনিই সগুণ ব্রহ্ম তিনিই নিগুণ ব্রহ্ম (৪)। যিনিই শক্তি তিনিই ব্রহ্ম (৫)। পূর্ণ জ্ঞানের পর অভেদ। ভক্তের আমি রূপ আর্সিতে সেই সগুণ ব্রহ্ম আত্মশক্তির দর্শন হয়। আর্সি খুব পরিকার চাই, ময়লা থাকলে ঠিক প্রতিবিম্ব পড়ে না।

১২। তিনি আছেন বলে জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব,—এসব আছে। সাপ চূপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্য্যকগতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ। বাবু যখন চূপ করে

১১। (১) স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগম্যতে ॥

তস্তাং তং প্রতিবিম্বং স্যাদ্ বিম্বভূতস্তা চেশিতুঃ।

স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয় জ্ঞানবান্ পরঃ।

সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্ত্তা চ সর্বানুগ্রহকারকঃ ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩২।৪২-৪৪

(২) নিগুণ প্রাপ্তয়ে নুণাৎ প্রতিমালম্বনং স্মৃতম্।

সগুণান্নিগুণপ্রাপ্তির্ভবতীতি স্মৃনিশ্চিতম্।

শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।২৮

(৩) প্রকৃতেশ্চ পরং ব্রহ্ম যৎ তচ্ছিব উদাহৃতঃ।

স এব গুণরূপেণ অবতীর্ণো হরঃ স্বয়ম্ ॥

শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।১৪

(৪) তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মা মূপযান্তি তে ॥ গীতা ১০।১০

(৫) এবমাহস্তথাচাত্তে সর্কে বেদার্থতত্ত্বপাঃ।

হৃদি সংসারিণাং সাক্ষাৎ সকলঃ পরমেশ্বরঃ ॥

শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।২৫

আছে তখনও যে ব্যক্তি, যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি। তাঁকে বাদ দিলে কিছুই থাকে না (১)। একের পিঠে অনেকশূণ্য দিলে সংখ্যা বেড়ে যায়। এককে পুঁছে ফেললে শূণ্যের কোন মূল্যই থাকে না।

১৩। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটাকে মানতে হয়। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি,— অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, একটাকে ছেড়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। সূর্যকে ছেড়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না। আবার রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না। দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলহ ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলহ ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না (১)। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না।

১২। (১) এতস্মাচ্চ শিবাদনুদৃশ্যং নৈব ভবেদ্বিহ ॥ শিবপুঃ জ্ঞানঃ ১৮।১

১৩। (১) অহমাত্মা চ সাক্ষী চ নির্লিপ্তঃ সর্বজীবিশু।

জীবোমৎপ্রতিবিম্বশ্চ ইত্যেব সর্বসম্মতঃ ॥

প্রকৃতিস্বদ্বিকারা বা সাপ্যহং প্রকৃতিঃ স্বয়ম্।

যথা হৃক্ষে চ ধাবল্যং ন তয়ো ভেদ এব চ।

যথা জলং তথা শৈত্যং যথা বহ্নৌ চ দাহিকা।

যথাকালান্তথাশব্দো ভূমৌ গন্ধো যথা নূপ।

যথা শোভা চ চন্দ্রে চ যথা দিনকরে প্রভা।

যথা জীবন্তথাআহং তথৈব রাধয়া সহ।

অহং সর্বস্ত প্রভবঃ সা চ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ বঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ২৭।৪৫-৪৭

১৪। সেই আত্মাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই যা ছিলুম তাই হলুম। ‘আমিই তুমি,’ ‘তুমিই আমি (১)’ বৈদান্তবাদীদের সোহং অর্থাৎ ‘আমিই সেই পরব্রহ্ম,’ যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ একথা খাটে না (২)। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয় (৩)। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহং তত্ত্ব থাকে না। ঠিক জ্ঞান হলে অহংকার থাকে না। সমাধি হলে মানুষ তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায় (৪)। সমাধি না হলে ঠিক জ্ঞান হয় না। ঠিক দুপুরের সময় সূর্য মাথার উপর থাকলে নিজের ছায়া দেখা যায় না। তাই ঠিক জ্ঞান হলে, সমাধি হলে অহংরূপ ছায়া থাকে না।

১৫। আমি একটা, তুমি একটা—এ ভেদ বোধ তিনিই করাচ্ছেন। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি মানতে হবে। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে, ভেদ বুদ্ধি আছে,—ব্রহ্ম নিগুণ বলবার যো

- ১৪। (১) অন্তর্দৃগ্ দৃশ্যযোর্ভেদো বহিষ্চ ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
 আবুগোত্যপরা শক্তিঃ সা সংসারস্ত কারণম্ ॥ দৃগ্ দৃশ্যবিবেক ১৫
 (২) অস্ত জীবন্তমারোপাৎ সাক্ষিপ্যবভাসতে।
 আবৃতৌতু বিনষ্টায়াং ভেদে ভাতৈঃপষাতি তৎ ॥
 দৃগ্ দৃশ্যবিবেক ১৭
 (৩) সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনম্ ॥
 সমুদ্রো হি তরঙ্গঃ কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥ ষট্ পদীন্তোত্র
 (৪) বিনিপ্পন্নসমাধিস্ত পরং ব্রহ্মোপলব্ধিমান্ ॥ বিষ্ণুপুঃ ৬৭৩৩

নাই (১)। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। বেদ পুরাণ, তন্ত্রে এই সগুণ ব্রহ্মকে কালী বা আত্মাশক্তি বলে গেছে।

১৬। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, রাধা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তি আত্মাশক্তি। রাধা প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। এর ভেতরে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণ। বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে কামরাধা চন্দ্রাবলী, প্রেমরাধা শ্রীমতী, নিত্যরাধা গোপাল কোলে যাহা নন্দ দেখেছিলেন (১)। সীতা হনুমানকে বলেছিলেন, “বৎস আমি, একরূপে রাম, আর একরূপে সীতা, একরূপে ইন্দ্র, একরূপে ইন্দ্রাণী (২)।

১৭। চিদাত্মা আর চিৎশক্তি। চিদাত্মা পুরুষ, চিৎশক্তি প্রকৃতি। চিদাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, চিৎশক্তি শ্রীরাধা (১)। ভক্ত ঐ চিৎশক্তির এক একটা রূপ।

১৫। (১) সন্নিবেশং বিনা সত্তা যথা হেমো ন বিততে।

তথা জগদহং ভাবং বিনা নেশস্ত সংস্থিতিঃ ॥

যোঃ বাঃ নি পুঃ ২৬।৪৩-৪৪

১৬। (১) তদৈব কোট্যর্ক সমুদ্রদীপ্তি রাগজ্জ্বলিতী দিশাস্ত্ৰ।

বভূব তস্তাং বৃষভাছুপুত্রীং দদর্শ রাধাং নবনন্দরাজঃ।

...তত্ত্বেন্সা ধর্ষিত আশু নন্দো নস্তাথ তামাহ কৃতাজ্জলিঃ সন্।

অয়ংতু সাক্ষাৎ পুরুষোত্তমস্তং প্রিয়াসি মুখ্যাসি সনৈব রাধে।

গৃহাণ রাধে নিজনাথমক্ষাৎ ॥ গর্গসং গোলোকধঃ ১৬।৪-৮

(২) সীতোবাচ—মাং বিদ্ধি মূলপ্রকৃতিং সর্গস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥

অধ্যায়ঃ আঃ ১।৩।৪

১৭। (১) যথাজীবন্তথাহাং তথৈব রাধয়া সহ।

অহং সর্কস্তু প্রভবঃ সা চ প্রকৃতিরীশ্বরী ॥

ত্রঃ বৈঃ কৃষ্ণ জঃ ৪৮, ৪৯

১৮। এক বই আর কিছুই নাই (১)। সেই পরব্রহ্ম 'আমি' যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ দেখান যে আত্মশক্তিরূপে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আত্মশক্তি। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে আর দুটো থাকে না। অভেদ। এক। সে একের দুই নাই। অদ্বৈতম্ (২)।

১৯। আমি আর কি বলবো বাবু—সচ্চিদানন্দ যে কি, তা কেউ বলতে পারে না। তাই তিনি প্রথম হলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর! কেন?—না, দেখাবেন বলে যে পুরুষ প্রকৃতি দুইই আমি। তারপর তা থেকে আরও একথাক নেবে আলাদা আলাদা পুরুষ ও আলাদা আলাদা প্রকৃতি হলেন (১)।

২০। সাংখ্যদর্শনে বলে, 'পুরুষ অকর্তা,' কিছু করেন না; প্রকৃতিই সকল কাজ করেন। পুরুষ প্রকৃতির ঐ সকল কাজ সাক্ষী-

১৮। (১) সদেব সোম্যোদমগ্র আসীদেকমেবা দ্বিতীয়ম্ ॥ ছাঃ উঃ ৬২।১

(২) বৈতং ন সম্ভবতি চিত্তময়ং মহাত্মন,

আত্মাত্মৈক্যমপি ন দ্বিতীয়োদিতাত্ম।

অদ্বৈতমৈক্যরহিতং সত্যতাদিতং সৎ।

সর্বং ন কিঞ্চিদপি চাহরতঃ স্বরূপম্ ॥ ঘোঃ বাঃ উপঃ ১৭।৩১

১৯। (১) তস্যৈবং তপতো বক্ত্রাজ্জঃ কালাগ্নিসম্ভবঃ।

ত্রিশূলপানি রীশানঃ প্রাহরাসীং ত্রিলোচনঃ ॥

অর্দ্ধনারীশ্বরপুত্রেপ্ৰেক্ষ্যো হতি ভয়ঙ্করঃ।

বিভজ্যাত্মানমিত্যুক্তা ব্রহ্মা চান্দ্রদধে ভয়াং ॥

তথোক্তোহসৌ দ্বিধা স্ত্রীং পুরুষদ্বং তথাকরোং ॥

কুর্ম পুঃ পুঃ ১১।২-৪

স্বরূপ হয়ে দেখেন; প্রকৃতিও আবার পুরুষকে ছেড়ে আপনিও কোনও কাজ করতে পারেন না (১)।

২১। সাধনের সময় নেতি নেতি করে ত্যাগ করতে হয় (১)। তাঁকে লাভের পর বুঝা যায় তিনিই সব হয়েছেন। রামচন্দ্রের যখন বৈরাগ্য হল, দশরথ তখন বিশেষ চিন্তিত হয়ে বশিষ্ঠদেবের শরণাগত হলেন—রাম যাতে সংসার ত্যাগ না করেন (২)। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে দেখলেন, তিনি অতি বিমর্ষভাবে বসে আছেন। অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য। বশিষ্ঠ বল্লেন, 'রাম তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? 'সংসার কি তিনি ছাড়া?' রাম দেখলেন, সংসার সেই পরব্রহ্ম থেকেই হয়েছে (৩)। তাই চুপ করে রইলেন।

২০। (১) তস্মাচ্চ বিপর্যাসাং লিঙ্গং সাক্ষিভ্বমস্ত পুরুষস্ত।

কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃম্ মকর্তৃভাবশ্চ ॥ সাংখ্যকারিকা ১০

২১। (১) স এষ নেতি নেত্যাশ্চেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ ॥

পঞ্চদশী পঞ্চকোশ বিবেকঃ ৩২

(২) ততো দশরথো রাজা রামঃ কিং খেদবানিতি।

অপৃচ্ছৎ সর্বকারণ্যজং বশিষ্ঠং বদতাং বরম্ ॥

ঘোঃ বাঃ বৈঃ ৫।১৩

(৩) (বশিষ্ঠ উবাচ) সর্বমেবমজং শাস্ত্র মনস্তং ধ্রুবমব্যয়ম্।

পশুন্ ভূতার্থচিদ্রূপং শাস্ত্রমাস্থ যথাস্থম্ ॥

ঘোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।২৮

শিবঃ সর্বগতং শাস্ত্রং বোধাত্মকমজং শুভম্।

তদেকভাবনং রাম সর্বত্যাগ ইতি শ্রুতঃ।

ভাবয়ন্তুঃসদন্তঃ স্বং কার্য্যং কর্ম সমাচার ॥

ঘোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।৩১

২২। যতক্ষণ নেতি নেতি ততক্ষণ অনুলোমে যাচ্ছ। নেতি নেতি করে উঠে গেলেই ব্রহ্ম (১)। যখন বিলোমে আসবে সব মানবে। সাকার নিরাকার সাংসারের পর এই অবস্থা। সাকার চিন্ময়রূপ,—নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। ব্রহ্ম আছেন বোধ থাকলেই—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্বও আছে। যিনি ব্রহ্ম, তাঁর সত্ত্বাতেই জীবজগৎ (২)।

২১। (৩) ইতি ঋত্বা বশিষ্ঠস্ত বাক্যং বেদান্তদংগ্রহম্।
বিদিতাখিলবিজ্ঞানো রামঃ কমললোচনঃ।
ন কিঞ্চিদুচে সম্পন্নঃ শিবে পরিণতঃ পদে ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৭।৩, ৭

২২। (১) দেহত্রেয় পঞ্চকোষা অন্তঃস্থঃ সন্তি সর্বদা।
পঞ্চকোষপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥
নেতি নেত্যাদিভি বাক্যৈ মম রূপং যদ্রূপং ॥

দেঃ ভাঃ ৭।৩৪।৩০।৩১

(২) অহমেবাসং পূর্বস্ত নাত্মং কিঞ্চিৎগাধিপ।
তদাত্মরূপং চিৎ সখিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥
অপ্রতর্ক্য মনির্দেহ্য মনোপম্যমনাময়ম্ ॥
এতন্নি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপ মলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥
প্রোচ্যতে সর্বশাস্ত্রেষু সর্বকারণকারণম্।
তৎস্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ ॥
সর্বকর্ষণীভূত মিচ্ছাকালক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমজ্জবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদ্রূপং ॥

দেঃ ভাঃ ৭।৩২।২, ২৪-২৬

২৩। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই নিত্য লীলা সবই নিতে হয় (১)। আমি তুরীয় আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থাই লই। যা থেকে ব্রহ্ম বলছে তাই থেকে জীবজগৎ। তাই রামানুজ বলতেন, জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদৈত বাদ (২)।

২৪। জ্ঞানীরা সব স্বপ্নবৎ দেখে (১)। ভুলেরা সব অবস্থায় (২)। উত্তম ভক্ত—নিত্য লীলা চুই-ই লয়; তাই নিত্য থেকে মন নেমে এসেও তাঁকে সন্তোষ করতে পারে।

২৩। (১) স ঈশ্বরো ব্যাপ্তিস্বরূপোহব্যাক্ত স্বরূপঃ প্রকটস্বরূপঃ।

সর্বেশ্বরঃ সর্বদৃক সর্ববেত্তা সমস্তশক্তিঃ পরমেশ্বরাত্মাঃ।

সং জায়তে যেন তদন্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্মলমেকরূপম্ ॥

বিষ্ণু পুঃ ৬।৫।৮৬।৮৭

(২) ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরন্তরনিখিলদোষো হনবধিকাতি-
শয়াসংখ্যায় কল্যাণগুণগুণঃ পুরুষোত্তমোহভিধীয়তে। শ্রীভাষ্যম্
তস্মাদ্বদ্যাম্মুক্তান্নিত্যাচ্চ নিখিলহেয়প্রতানৌকদ
তয়া কল্যাণগুণ-গানৈকতানতয়া চ সর্কাবস্থচিদচিদ্যাপক-
তয়া ধারকতয়া নিয়ন্তৃতয়া শেখিতয়া চ অত্যন্তবিলক্ষণঃ
পরমাশ্রা রামানুজকৃত বেদান্তদ্বীপ ভাবতারিকা

২৪। (১) সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বेषাদিসঙ্কলঃ।

স্বকালে সত্যবদ্যতি প্রবোধেহসত্যবদ্যবেৎ ॥ আত্মবোধঃ

(২) বিশেষশরন্ত সুষ্মিয়া গলিতেহপি ভেদে

ভাবেন ভক্তিসহিতেন সমর্চনীয়াঃ।

প্রাণেশ্বরশচতুরয়া মিলিতেহপি চিত্তে

চৈলাঞ্চলব্যবহিতেন নিরীক্ষণীয়ঃ ॥ বোধসারভক্তিরসায়নম্ ৪৮

২৫। তোমরা ওঁকারের ব্যাখ্যা কেবল ‘অকার, উকার, মকার’—কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বল (১)। আমি উপমা দিই, ওঁকার ঘণ্টার টং শব্দ। ট-অ-অ-ম-ম। লীলা থেকে নিত্যে লয়; স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ হতে মহাকারণে লয়; জাগ্রত স্বপ্ন, সুষুপ্তি হতে তুরীয়ে লয় (২)।

২৬। পূর্ণ জ্ঞান হলে মরা মারা এক বোধ হয়। মলেও কিছু মরে না—মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না (১)। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। সেই একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা।

২৭। তাঁকে কি বুঝা যায়গা (১)? তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন। কামিনীকানন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায় (২)। পানা ঢাকা পুকুরে ঢিল

২৫। (১) অকারো রাজসো রক্তো ব্রহ্মচেতন উচ্যতে।

উকারঃ সাত্বিকঃ শুক্লো বিষ্ণু রিত্যভিধীয়তে।

মকার স্তামসঃ ক্লেশো রুদ্রশ্চেতি অথোচ্যতে ॥

যোগচূড়ামণ্যুপনিষৎ ৭৫।৭৬

(২) কান্ডঘণ্টানিনাদস্ত যথা লীয়েত শান্তয়ে।

ওঁকারস্ত তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সৰ্বমিচ্ছতা।

যস্মিন্ স লীয়েত শব্দস্তংপরং ব্রহ্ম গীয়তে ॥ ব্রহ্মবিজ্ঞোপনিষৎ ১২-১৩

২৬। (১) যন্ত নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধিযন্ত ন লিপ্যতে।

হ্যপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ গীতা ১৮।১৭

২৭। (১) বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজ্ঞানীয়াং ॥

বৃহদাঃ উঃ ২।৪।১৪

(২) ইহানাদিরবিষ্টেব ব্যামোহকনিবন্ধনম্ ॥

পঞ্চদশীতন্ত্র বিঃ ১৪

ঐক্যজ্ঞানং যদোৎপন্নং মহাবাক্যেন চাত্মনোঃ।

তদাবিষ্টা স্বকাঁর্যৈশ্চ নশুভেব ন সংশয়ঃ ॥ অধ্যায়ঃ আদি ১।৫২-৫৩

মারলে খানিকটা জল দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই পানা নাচতে নাচতে এসে জনকে ঢেকে ফেলে (৩)। তবে যদি পানাকে সরিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে আর বাঁশকে ঠেলে আসতে পারে না। সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞানভক্তির বেড়া দিতে পারলে আর মায়া তার ভিতর আসতে পারে না।

২৮। সংস্কার দোষে মায়া যায় না। অনেক জন্ম এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়। এক রাজার ছেলে পূর্ববজ্রমে ধোপার ঘরে জন্মেছিল। একদিন খেলা করবার সময় সমবয়সীদের বলছে, “এখন অন্ন খেলা থাক। আমি উপুড় হয়ে শুই, তোরা আমার পিঠে হুস্ হুস্ করে কাপড় কাচ।” সংস্কারের কত ক্ষমতা (১)।

২৯। এ সংসার তাঁর মায়া। মায়াতে সং বা নিত্য অসং বা অনিত্য বলে মনে হয়, আবার অনিত্য নিত্য বলে মনে হয় (১)। মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না (২)।

২৭। (৩) যোষিদ্ধিরগ্যাভরণাষ্মাদি দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।

প্রলোভিতাত্মা হ্যাপভোগবুদ্ধ্যা পতঙ্গবদ্রশ্চ তি নষ্টদৃষ্টিঃ ॥

ভাঃ ১।১।৮।৮

২৮। (১) স্বপ্নোপমানা তেনেহ শ্রেয়সে বাসনাক্ষয়ঃ।

চিরাত্যাসবশাৎ প্রোঢ়া সংসারভ্রমকারিণী ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ৫৫।৩৬

২৯। (১) দুর্ঘটত্বমবিজ্ঞায়াঃ ভ্রমণং নতু দৃশণম্ ॥ সংক্ষেপশারীরক

(২) মায়ামাত্রমিদং দ্বৈত মদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥

মাণ্ড্যাক্যকারিকা আগমগ্রঃ ১৭

৩০। কামিনীকাঞ্চনই মায়া। মায়াকে যদি চিনতে পার আপনি লজ্জায় পালাবে (১)। হরিদাস বাঘের ছাল পরে একটা ছেলেকে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে ভয় দেখাচ্ছে সে বলে ‘আমি চিনেছি, তুই আমাদের হরে।’ তখন সে হাসতে হাসতে চলে গেল। তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার কার্য।

৩১। ঈশ্বর লাভ না করলে ত্রিগুণাতীত হওয়া বড় কঠিন (১)। জীব মায়ার রাজ্যে বাস করে। এই মায়া মানুষকে অজ্ঞান করে রেখেছে। ঈশ্বরকে জানতে দেয় না।

৩২। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে। ঝাড়ের কলম দিয়ে দেখলে নানা রং দেখা যায়; বস্তুতঃ কোন রং

২৯। (২) বিবেকমাচ্ছাদয়তি জগন্তি জনয়ত্যলম্।

ন চ বিজ্ঞায়তে কৈষা পশ্চাৎচর্য্য মিদং জগৎ ॥

অপ্রেক্ষ্যমাণা স্মরতি প্রেক্ষিতা তু বিনশ্চতি।

মায়েষমপরিজ্ঞায়মানরূপৈব বলতি।

অহোহু খলু চিত্তেয়ং মায়া সংসারবন্ধনী।

অসত্যোবাতিসত্যেব স্বজ্ঞানং বিহিতং তথা ॥

যো: বা: স্থিতিঃ ৪১।১৬-১৮

৩০। (১) বৈরাগ্যবীরমনসো মায়েষমতিমোহিনী।

পলায্য যাতি সংসারী মুগী কেশরিণো যথা ॥

যো: বা: উপ: ৭৪।৫৭

৩১। (১) নাশ্চ গুণেভ্য: কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্চতি।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মন্তাবং সোহধিগচ্ছতি ॥ গীতা ১৪।১৯

অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহন্তি জন্তব: ॥ গীতা ৫।১৫

নাই। তেমনি প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম বই আর কিছু নাই, কিন্তু মায়াতে, অহঙ্কারেতে, নানা বস্তু দেখাচ্ছে (১)।

৩৩। জ্ঞানীরা জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থা উড়িয়ে দেয়। ভক্তেরা এ সব অবস্থাই লয়। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে ততক্ষণ সবই আছে। যতক্ষণ ‘আমি’ আছে ততক্ষণ দেখে যে, তিনিই মায়া, জীবজগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব হয়েছেন। মায়াবাদ শুকনো। জ্ঞানীর মুখ চেহারা শুকনো হয়। বেদান্ত বিচারে সংসার মায়াময়—স্বপ্নের মত। যিনি পরমাত্মা, তিনি জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষী স্বরূপ। স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য (১)। স্বপ্ন অবস্থাও যেমন মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমন মিথ্যা। আত্মাই একমাত্র নিত্য বস্তু (২)।

৩৪। কেশব সেনকে বল্লাম যে, ‘আমি’ ত্যাগ না করলে হবে না। ‘আমি’ চিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে ফ্যালো। সে বলে, “তাহলে মশায় দলটল থাকবে না।” তখন আমি বল্লাম, ‘কাঁচা আমি’, ত্যাগ করতে হয়। ‘পাকা আমি’তে দোষ নাই (১)। ‘কাঁচা আমি’,—বামুন আমি, কায়েৎ আমি,

৩২। (১) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা। জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।

ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়ায়া কল্পিতং জগৎ।

সত্য:মকং পরং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং স্থখী ভবেৎ ॥ মহানির্জাণ ১৪।১১৩

৩৩। (১) বস্তুতত্ত্বস্তি ন স্বপ্নো ন জাগ্রন্ম সুষুপ্ততা।

ন তুর্ধ্যং ন ততোহতীতং সর্বং শাস্তং পরং নভ: ॥ যো: বা: নি: উ: ১৬।১৮

(২) প্রাণ্ড-নাস্তি চরমে নাস্তি বস্তু সর্বমিষং সখে।

বিদ্ধি: ধ্যেংপি তন্মাস্তি স্বপ্নবৃত্তমিদং জগৎ ॥ যো: বা: নি: পু: ১২৭।১২

৩৪। (১) অহঙ্কারদূষণেতে সাত্বিকে যেহতি নিশ্চলে।

তদ্বজ্ঞানং প্রবর্তেতে মোক্ষদে পারমার্থিকে ॥

অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, এ সব অবিচার আমি—যাতে বোধ হয় আমি কর্তা, আমি বিদ্বান, আমি ধনবান এই সব। ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। আর 'পাকা আমি'—বালকের আমি, বিচার আমি, ঈশ্বরের দাস আমি, ভক্তের আমি—এইটী খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। 'পাকা আমি' সমাধির পর লোকশিক্ষার জন্ত, রসাস্বাদনের জন্ত কাহারও কাহারও থাকে। যেমন বড় আগুন আর তার একটি ফিন্‌কি। বাহুজ্ঞান চলে যায় কিন্তু একটু অহং রেখে দেন। কখন কখন সে 'আমি'—টুকুও তিনি পুঁছে ফেলেন। এর নাম 'জড়সমাধি'—নির্বিকল্প সমাধি। 'কাঁচা আমি' একটা মোটা লাঠির ত্রায়। সচ্চিদানন্দ সাগরের জল ও লাঠি যেন দুভাগ করছে। কিন্তু 'পাকা আমি' জলের উপর রেখার ত্রায়। জল এক বেশ দেখা

৩৪। (১) পরোহণুঃ সকলাতীত রূপোহং চেতাহকৃতিঃ।

প্রথমা সৰ্বমেবাহ মিত্যন্তোক্তা রঘুহং ॥

অহংকারদৃগতাতু তৃতীয়া বিত্ততেহনঘ।

দেহোহহমিতি তাং বিদ্ধি দুঃখায়ৈব ন শান্তয়ে ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৩৯-১১

ত্রিবিধো রাঘবাত্তীহ অহংকারো জগল্লয়ে।

দ্বৌ শ্রেষ্ঠাবিতরন্ত্যাজ্যঃ শূণু স্বং কথয়ামি তে ॥

অহং সৰ্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।

নাভ্যবন্তীতি পরমা বিজ্ঞেয়া সাহহকৃতিঃ ॥

মোক্ষায়ৈবা ন বন্ধায় জীবমুক্তস্ত বিত্ততে।

সৰ্বমাদ্ ব্যতিরিক্তোহহং বালাগ্রশত কল্পিতঃ ॥

ইতি বা সন্নিবেশনৌ দ্বিতীয়াহকৃতিঃ শুভা।

মোক্ষায়ৈবা ন বন্ধায় জীবমুক্তস্ত বিত্ততে ॥

যাচ্ছে—শুধু মাঝখানে একটা রেখা, যেন দুভাগ জল। জ্ঞান বিচারের শেষে সমাধি হলে 'আমি' টামি কিছু থাকে না (২)। কিন্তু সমাধি হওয়া বড় কঠিন। 'আমি' কোন মতে যেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলেই ফিরে এই সংসারে আসতে হয়।

৩৫। সদ্বৃত্তে পালন, রজোগুণে স্থিতি, তমোগুণে সংহার (১)। কিন্তু ব্রহ্ম সদ্বৃত্তজন্তমঃ তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার (২)। সংসার অরণ্যে সদ্বৃত্তজন্তমঃ তিনগুণ ডাকাতের মত জীবের তত্ত্বজ্ঞান কেড়ে

৩৪। (১) অহংকারাভিধা যা সা কল্যাতে ন তু বাস্তবী।

পাণিপাদাদিমাংত্রোহয়মহমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥

অহংকারস্তৃতীয়োহসৌ লৌকিকস্তচ্ছ এব সঃ।

বর্জ্য এব দুরাগ্র্যাসৌ শত্রুয়েব পরঃ স্মৃতঃ ॥

যোঃ বাঃ স্থিতি ৩৩৪২—৫৪

(২) এবমপান্তরতমঃ প্রভূতয়োহপীশ্বরঃ পরমেস্বরেণ তেষু তেবদিকাবেষু নিযুক্তাঃ সন্তঃসত্যপি সমাগদর্শনে কৈবল্য-
হেতাবক্ষীকর্মাণো যাবদদধিকারমবতিষ্ঠন্তে ॥

শঙ্করভাষ্যে ব্রহ্মহত্র ৩৩৩২

যদা পক্ষাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।

বুদ্ধিচ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহঃ পরমাং গতিম্ ॥ কঠ উঃ ২।৩।১০

বিচার্য্যার্থৈঃ সহালোক্য শাশ্বাদ্যাধ্যাত্মভাবনাং।

সত্তাসামান্যনিষ্ঠং স্বং তৎ ব্রহ্মপদং বিদুঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পূঃ ১০।১৫

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্ত যোগোজ্ঞানঞ্চ রাঘব।

যোগস্তদ্বৃতিরোদশজ্ঞানং সমাগবেক্ষণম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৮।৮

৩৫। (১) স স্বং ত্রিলোকস্থিতয়ে স্বমায়রা
বিভবি শুক্লং ধনু বর্ণমাত্মনঃ।

সর্গায় রক্তং রজসোপবৃংহিতং

কৃষ্ণং বর্ণং তমসা জনাতায়ে ॥ ভাঃ ১০।৩।২০

(২) বিদিতোহসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ভাঃ ১০।৩।১৩

লয় (৩)। ব্রহ্মজ্ঞান থেকে সম্বৎসরও অনেক দূরে। সম্বৎসর জীবের সংসার-বন্ধন মোচন করে। সম্বৎসর ও চোর, তবে সেই পরম ধামে যাবার পথে তুলে দেয় (৪)। তমোগুণ জীবের বিনাশ করতে যায়। রজোগুণ সংসারে বদ্ধ করে। নানা কাজ জড়ায়, ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সম্বৎসর রজস্তম থেকে বাঁচায়। সম্বৎসর কাম, ক্রোধ এই সব তমোগুণ থেকে রক্ষা করে (৫)।

৩৬। সব দেখছি এক একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। একটা চামড়া ঢাকা অঞ্চল। জড়ের সত্তা চৈতন্যে আরোপ করা হয় আর চৈতন্যের সত্তা জড়ে আরোপ করা হয়। শরীরের রোগ হলে মনে হয় আমার রোগ হয়েছে। যখন তাঁতে মনের যোগ হয়, তখন রোগের কষ্ট একধারে পড়ে থাকে (১)।

- ৩৫। (৩) স্বঃ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবন্ধস্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥
স্বঃ স্তুখে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ গীতা ১৪।৫, ৬
- (৪) সর্বদ্বারেষু দেহেহশ্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
জ্ঞানং যদা তদা । বহাদ্ বিবন্ধঃ সম্বমিত্যুত ॥ গীতা ১৪।১১
- (৫) সদ্ধাং সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥ গীতা ১৪।১৭

৩৬ (১) পুত্রভার্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ
সকলো বেতি বাহুধৰ্ম্মান্ আত্মত্যাগ্যতি । তথা দেহধৰ্ম্মান্
স্থলোহহং ক্রশোহহং গোৰোহহং তিষ্ঠামি গচ্ছামি লজ্যামি
চেতি ।.....তথা অন্তঃকরণধৰ্ম্মান্ কামসঙ্কল্প-বিচিকিৎসা-
ব্যবসারাদীন । এবং অহংপ্রত্যয়িনম্ অশেষ স্বপ্রচার-
সাক্ষিণি প্রত্যগাত্মত্বাচ্চ তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্বসাক্ষিণং
তদ্বিপৰ্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষদ্যস্যতি ॥ শারীরক অধ্যাস ভাঙ্গ ।

৩৭। যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান, যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে এই বোধ ততক্ষণ জ্ঞান। যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান (১)। অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নাই (২)। নীচু হলে তবে উঁচু হওয়া যায়। চাতক পাখীর বাসা নীচে, কিন্তু ওঠে খুব উচুতে। উঁচু জমিতে চাষ হয় না। খাল জমি চাই, তাতে জল জমে তবে চাষ হয়। তেমনি তাঁর কৃপাবারি, যেখানে অহঙ্কার সেখানে জমে না (৩)। দীনহীন ভাবই ভাল (৪)।

৩৮। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে (১)। ‘আমি’ মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। মেঘ সূর্যকে ঢেকে

৩৭। (১) যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে । গীতা ৬।২২

স্মুরতাহঙ্কারঘনে জঘোয়ান্নি সলিলায়নি ।

বিকসত্যভিতঃ কায়কদম্বে দোষমঞ্জরী ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫।২৮

(২) অত্মোহসৌ অত্মোহহমশ্মি ইতি ন স বেদ । বৃঃ উঃ ১।৪।১০

(৩) নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভবান্ ভূতেষু যেন বৈ ।

ঈক্ষেতাতৈকমপ্যেযু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্ ॥ ভাঃ ১।১।১৪

(৪) তস্মৈ স বিদ্বাহুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমাম্বিতায় ।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ ভাং তদ্বতো-

ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ ॥ মণ্ডুক উঃ ১।২।১৩

৩৮। (১) অজ্ঞানভ্রান্তিরেবান্তিচিন্তামিত্যেব কথ্যতে ॥

অজ্ঞানমুচ্যতে চিন্তমসংসদিব সংস্থিতম্ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১০০।১৭-১৮

যথা ধ্বাস্তসমুচ্ছেদে স্বয়মালোকবেদনম্ ।

তথাহঙ্কারবিচ্ছেদে স্বয়মাত্মাবলোকনম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬।৪।৪৬

অহঙ্কাৰে পরিক্ষীণে শুদ্ধসংসারপাদপঃ ।

ভূয়ঃ প্রযচ্ছত্যরসো ন পাষণবদকুরম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৫।৩২

রেখেছে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। এই মায়া বা অহং যেন মেঘ। গুরুর কৃপায় এই অহং বুদ্ধি গেলেই ঈশ্বর দর্শন হয় (২)।

৩৯। অহঙ্কার করা বৃথা। ধন, মান, যৌবন কিছুই চিরকাল থাকবে না। একটা মাতাল দুর্গা প্রতিমার রূপ ও সাজগোজ্, দেখে বলেছিল, “মা যতই কেন সাজ গোজ, তিন দিন পরে তোকে টেনে গঙ্গার জলে ফেলে দিবে।” তাই বলি, জজ্জই হও আর যেই হও, সব হুদিনের জন্ম। তাই অভিমান অহঙ্কার ত্যাগ করতে হয়। এ সব অহঙ্কার করা, হুদিনের অহঙ্কার (১)। ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন (২)। যেমন দারোয়ানরা বলে, বাবু লুকুম দিন, ওকে দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি।

৪০। ‘আমি’ যায় না, থাকবেই থাকবে। যেমন অনন্ত সমুদ্র, জলের অবধি নাই। উপর নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে জল পরিপূর্ণ। সেই জলের মধ্যে একটা ঘট রয়েছে। ঘটের বাহিরে

৩৮। (২) সুরতাহঙ্কারঘনে হৃদ্যোগ্নি সলিলাগ্নি ॥ যো: বা: উ: ৫৩২৮
সংসাররজনী দীর্ঘা মায়ামনসি মোহিনী।
ততোহহঙ্কার দোষণে ক্রান্ততেনেব বাণ্ডরা ॥ যো: বা: বৈ: ১৫১৫

৩৯। (১) সর্কী এব মুখে ফল্ল বিতভা ভূতজাতয়:।
জ্ঞানায়ৈব হ্রস্বস্তায় দারুণা ভোগভূময়:।
আধুরত্যন্তচপলং মৃত্যুরেকান্তনিহুর:।
তারুণ্যাক্ষাতিতরলং বাল্যং জড়তয়াহতম্ ॥
অহঙ্কারকলঙ্কার বৃদ্ধয়: পরিপেলবা: ॥১২

(২) মামেব যে প্রপঞ্চস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ৭।১৩

ভিতরে জল (১)। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। তিনিই এই ‘আমি ঘট’ রেখে দিয়েছেন। জ্ঞানী দেখে—অস্তুরে বাহিরে সেই পরমাত্মা।

৪১। অহং থাকতে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে, ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে। ঈশ্বর দর্শন না হলে অহংকে বশ করা যায় না (১)। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত, কিন্তু মাথার উপর যখন সূর্য আসে তখন আধ হাতের মধ্যে ছায়া থাকে।

৪২। মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেছি, আর অমনি ‘মা’র মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল—তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পরে এগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না। যতবার মন থেকে সব জিনিষ তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে, মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম। তখন মনে আর কিছুই রইল না; লহু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছল (১)।

৪৩। যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়, ততক্ষণ ‘আমি কর্তা’ এ ভুল থাকবে। আমি সংকাজ করছি, অসং কাজ করছি, এ সব ভেদ বোধ থাকবেই থাকবে। এ ভেদ বোধ তাঁরই মায়া। তাঁকে লাভ

৪০। (১) অন্ত:পূর্ণো বহি:পূর্ণ: পূর্ণকৃষ্ণ ইবার্ণবে ॥ মৈত্রেয়্যপনিষৎ ২।২৭

৪১। (১) গলত্যালমহঙ্কার: কালমেঘে হৃদযবরে ॥

সুপ্রসঙ্গে চিদাকাশে স্থায়িতে পরমাত্মনি ॥ যো: বা: উ: ৬৪।৩,৫

৪২। (১) আগচ্ছতো যথাকামং প্রতিভাসান্ পুন: পুন:।

অচ্ছিন্নান্ননসা শুব: খড়্গেনেব রণে বিপুন্ ॥ যো: বা: উ: ৫৪।৪২

করতে হলে বিভামায়া আশ্রয় করতে হবে, সৎ পথ ধরতে হবে।
যে তাঁকে লাভ করে, সেই মায়া পার হয়ে যেতে পারে (১)।

৪৪। মানুষ মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনেতেই জ্ঞানী, মনেতেই অজ্ঞান (১)। কাপড়ের মত মনকে যে রঞ্জে ছোপাবে সেই রঞ্জে ছুপবে। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল। তেমনি “আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা বনেই থাকি, আমার আবার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের সম্ভান। রাজাধিরাজের ছেলে।” এই কথাটা রোক করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়। তবেই হল মন নিয়ে কথা।

৪৫। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন চাই (১)। শ্রবণ, অর্থাৎ ব্রহ্মসত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুনতে হয়; তারপর মনন, অর্থাৎ বিচার কোরে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন, অর্থাৎ মিথ্যাবস্তুর জগৎকে ত্যাগ কোরে সদ্বস্তুর ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগাতে হয় (২)। শুধু শুনলে, বুঝলে, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়তে

৪৩। (১) তমেব বিদিত্বাত্মমৃত্যুমিতি ॥ খেতাস্বতরঃ উঃ ৩।৮

৪৪। (১) মন এষ মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তি মোক্ষে নির্বিষয়ং স্বতম্ ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৬।৩৪

৪৫। (১) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ ॥

বুঃ উঃ ২।৪।৫

(২) শ্রোতব্যঃ ক্রতিবাক্যোভ্যো মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ ।

মহা চ সত্ত্বতং ধ্যেয় এতে দর্শনহেতবঃ ॥ মানব উপনুঃ ৪

ইথাং ক্রত্যাচ মত্যাচ নিশ্চিত্যাশ্রানমাশ্রান ।

ভাবয়েন্নামাশ্রুপাং নিদিধ্যাসনতোহপিচ ॥ দেঃ ভাঃ ৭।৩৪।৪০

নাহং ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ স্মৃদৃঢ়াষ্যতে মনঃ ।

সর্কঃ ব্রহ্মেতি সঙ্কল্পাৎ স্মৃদৃঢ়াষ্যতে মনঃ ॥

চেষ্টা করলুম না—তাহলে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত; ও রকম জ্ঞানে বস্তু লাভ হয় না (৩)। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে।

৪৬। মনের নাশ হলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা হয় (১)। মনের নাশ হলেই ‘অহং’ নাশ,—যেটা ‘আমি’ ‘আমি’ করছে। এটা ভক্তি, জ্ঞান অর্থাৎ বিচার পথেও হয়। এটা নয়, এটা নয়, অর্থাৎ ‘এ সব মায়া স্বপ্নবৎ’ জ্ঞানীরা এই বিচার করে। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগুলি জীব—‘আমি’ ঘটমধ্যে রয়েছে (২)। মনে কর সূর্য আর দশটা জলপূর্ণ ঘট রয়েছে; প্রত্যেক ঘটে সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছে। প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটা সূর্য ও দশটা প্রতিবিম্ব সূর্য। যদি নয়টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায় তাহলে একটা প্রতিবিম্ব সূর্য আর একটা সত্য সূর্য দেখা যায় (৩)।

৪৫। (৩) দৃঢ়ভাবনয়া চেতো যৎ যথা ভাবয়ত্যলম্ ।

তৎ তৎ ফলং তদাকারং তাবৎকালং প্রপঞ্জতি ॥

ষোঃ বাঃ স্থিতিঃ ২।১।৫৬

৪৬। (১) সকলাশাস্তসং সজ্জা যন্তবৎ চেতসঃ ক্ষয়ঃ ।

স মোক্ষান্না কথিতস্তত্ত্বজ্ঞৈরাশ্রুদর্শিভিঃ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭।৩।৩৬

(২) পরয়া প্রজ্ঞয়া ধীরবিচারগতীক্ষ্ময়া

গলত্যলমহঙ্কারঃ কালমেঘ হৃদয়রে ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬।৪।৩

যথা ধ্বান্তসমুচ্ছেদে স্বয়মাস্ত্রলোকবেদনম্ ।

তথাহঙ্কারবিচ্ছেদে স্বয়মাস্ত্রাবলোকনম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৬।৪।৪৬

(৩) যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে ।

স্বাভাসেন তথা সূর্যো জলস্থেন দ্বিবি স্থিতঃ ॥

এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ ।

স্বাভাসৈ লক্ষিতোহনেন সদাভাসেন সত্যাদৃক ॥ ভাঃ ৩।২।১২-১৩

৪৭। জ্ঞানের পথও সত্য, ভক্তির পথও সত্য, আবার জ্ঞান ভক্তির পথও সত্য, সব পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া যায় (১)। তিনি যতক্ষণ ‘আমি’ রেখে দেন, ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা (২)। জ্ঞান আর ভক্তি একই জিনিষ, একটা হচ্ছে ‘জল’ আর অণুটা হচ্ছে ‘জলের খানিকটা চাপ।’

৪৮। ‘আমি’ আর ‘আমার’ অজ্ঞান (১)। যাকে ‘আমি’ ‘আমি’ করছো বিচার করলে দেখবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। ‘আমি কি?’ এটা খোঁজ দেখি, আমি কি হাড়, না মাংস, না রক্ত, না নাড়ী-ভুঁড়ী, না মন, না বুদ্ধি? আমি খুঁজতে খুঁজতে তুমি এসে পড়ে, আমি বলে একটা আলাদা কিছু নাই (২)। অর্থাৎ অন্তরে সেই ঈশ্বরের শক্তি বই আর কিছু নাই।

৪৯। জ্ঞান থাকলেই অজ্ঞান থাকে। লক্ষ্মণ রামকে বলেন, “দাদা একি আশ্চর্য্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব—তাঁর পুত্রশোক হল?” রাম বলেন, “ভাই যার কাছে জ্ঞান তার আছে অজ্ঞান।” জ্ঞান

৪৭। (১) মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।

কর্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তমঃ ॥

ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগঃ কর্ত্ব্যং শক্যোহস্তি সর্বথা।

মূলভঙ্গ্যং মানসতান্ কায়চিত্তাঙ্গপীড়নাং ॥

দেঃ ভাঃ ৭৩৭/২১৩

(২) ওঁ অগ্ন্যাং সৌভঃ ভক্তৌ ॥

নারদভক্তিসূত্র ৫৮।৮

৪৮। (১) মষেদং তদয়ং সোহমিত্যাদ্ভাস্তেন চেতসা ॥ যোঃ বাঃ উঃ ৭৪।৫৩

(২) রক্তমাংসাস্তি সংঘাতাদ্বেদাদেবাস্তিপঞ্জবাং।

কোহং স্থামিতিচিন্তেন স্বয়ং পুত্র বিচারয় ॥

দৃষ্টাতু পারমার্থিক্যা ন কশ্চিৎ ন বাস্ম্যহম্ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ২০।৫৬

অজ্ঞানের পারে যাও (১)। পায়ে একটি কাঁটা ফুটলে অণু একটি কাঁটা জোগাড় করে পায়ের কাঁটাটা বার করতে হয়, তার পর দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয় (২)। অজ্ঞান কাঁটা তোলবার জন্য জ্ঞান কাঁটা যোগাড় করতে হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান দুটো কাঁটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান (৩)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন— তুমি ত্রিগুণাতীত হও (৪)। বেদান্তবাদীর মত, আগে সাধন চাই, শম, দম, তিতিক্ষা চাই (৫)। এরা নির্বাকের চেষ্টা করছে।

৫০। বিচার পথেও তাঁকে পাওয়া যায়, একেই জ্ঞানযোগ

৪৯। (১) পয়স্বরূপোর্বিত্তভাবনাদেব ভিন্নতা।

বিদ্যাবিদ্যাদৃশোর্ভেদভাবনাদেব ভিন্নতা ॥

প্রতিযোগিব্যবচ্ছেদবশাদেতদ্রূপং ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ২।১৭, ১২

(২) উপকারগৃহীতেন শক্রণা শক্রমুদ্বরেৎ।

পাদলগ্নঃ করস্মেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥ গঃ পুঃ পুঃ ১১০।২০

(৩) যো মুহুক্ষুরবিদ্যাংশঃ কেবলো নাম সাদ্বিকঃ।

সাদ্বিকৈরেব সোহবিদ্যাভাগৈঃ শাস্ত্রাদিনামভিঃ ॥

অবিদ্যাং শ্রেষ্ঠয়া শ্রেষ্ঠাং ক্ষালয়ন্নি তিষ্ঠতি।

মনং মলেনাপহরন্ যুক্তিজ্ঞো রজ্জ্বকো যথা ॥

কাকতালীয়বৎ পশ্চাদবিদ্যা ক্ষয় আগতে।

প্রপশ্যত্যাশ্রনৈবাত্মা স্বভাবশ্চৈব নিশ্চয়ঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ৪।৫-৭

(৪) নিদ্বৈগুণ্যো ভবার্জুন ॥ গীতা ২।৪৫

(৫) শাস্তো দান্ত উপরতস্তিতিকুঃ সমাহিতো ভূত্যাগ্নেবাত্মানং

পশুতি ॥

বুঃ উঃ ৪।৪২৩

বলে। কিন্তু বিচার পথ বড় কঠিন (১)। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে মনের লয় হয়, সমাধি হয়। কলিতে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহ বুদ্ধি কোন মতে যায় না। ‘ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা’ দেহ বুদ্ধি না গেলে কেমন করে বোধ হবে?

৫১। বেদান্ত বিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন, মন বুদ্ধি দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপ যুক্ত জগৎ মিথ্যা এইটাই সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত (১)। তাই বলছি বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নিগূর্ণ। তাঁর কি স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কিন্তু তুমি নিজে যতক্ষণ সত্য, জগৎও ততক্ষণ সত্য। তাঁর নাম রূপও সত্য। তাঁকে ব্যক্তি বোধও সত্য (২)।

৫২। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি জীবের এই তিন অবস্থা। যারা জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উড়িয়ে দেয়। তারা বলে, ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, তিন গুণের পার; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে

৫০। (১) ক্লেশোহধিকতর স্ত্রেয়ামব্যক্তাসক্তচেতদাম্।

অব্যক্তা হি গতি হুঃখং দেহবস্তিরবাপ্যতে ॥ গীতা ১২।৫

৫১। (১) অনন্দময়-বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।

মায়ায়া কলিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥ পঞ্চদশী চিত্রদীপঃ ২১২

(২) স খলু পরমযোগী বিশ্ববন্দ্যঃ স্বরেশো

জননমরণহীনঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ।

সকলগুণনিধানং সন্নিধানং রমায়া—

দ্বিজগদ্রম্যরক্ষারূপায়া যদীশঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃপুঃ ১২৭।২

প্রতিবিশ্ব পড়েছে, প্রতিবিশ্ব কিছু বস্তু নয়; ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ব্রহ্মজ্ঞানীদের মতে দেহাত্মবুদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। তখন প্রতিবিশ্বটাকেও সত্য বলে বোধ হয়। ঐ বুদ্ধি চলে গেলে, ‘আমিই সেই ব্রহ্ম’—মোহহং, এই অনুভূতি হয় (১)। চিত্তশুদ্ধি না হলে ঈশ্বর দর্শন হয় না (২)। ছুঁচে কাদা মাখান থাকলে চুম্বকে টানে না।

৫৩। যতক্ষণ তাঁর কৃপা না হয় ততক্ষণ দর্শন হয় না। তিনি জ্ঞানসূর্য্য। তাঁর একটি কিরণে এই জগতে জ্ঞানের আলো পড়েছে তবেই আমরা পরস্পরকে জানতে পারছি (১)। ঈশ্বরকে দর্শন করতে হলে প্রার্থনা করতে হয়, যাতে কৃপা কোরে জ্ঞানের আলো তাঁর নিজের উপর ধরেন (২)।

৫৪। কিন্তু হাজার চেষ্টা কর তাঁর কৃপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। অহঙ্কার একবারে ত্যাগ না করলে কৃপা হয় না (১)।

৫২। (১) ভবভাবনয়াহীনং ভাবাভাবদশোজ্জিতম্।

ভাবয়ন্মৈবমাআন মাআনংস্থঃ স্বয়ং ভব ॥ যোঃ বাঃ উপশম ১৪।৫৩

(২) চিত্তশুদ্ধি হি প্রসাদেন হস্তি কর্ম্য শুভাশুভম্।

প্রসন্নাত্মাত্মনি স্থিতা স্থখমব্যয়মশ্রুতে ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ ৬।৩৪

৫৩। (১) অনাগ্রবিজ্ঞোপ হতাশ্র সংবিদ-

স্তন্মূল লংসার পরিশ্রমাতুরাঃ।

যদৃচ্ছয়েহোপস্রতা যমাপুযু-

বিমুক্তিদো নঃ পরমোশুরুভবান্ ॥ ভাঃ ৮।২৪।৪৬

(২) তস্ম ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ কঠ উঃ ২।২।১৫

৫৪ (১) কৃতং পুরুষকারণে কেবলেন চ কর্ম্মণ।

মহেশান্নগ্রহাদেব প্রাপ্তব্যং প্রাপ্যতে নঠৈঃ ॥ যোঃ বাঃ নিঃপুঃ ১২৭।৩৮

যদি একজনের উপর ভাঁড়ারের ভার দেওয়া থাকে, তাহলে যদি বাড়ীর কর্তাকে কেউ কোন জিনিষ দিতে বলে, তখন কর্তা বলবে “ভাঁড়ারে একজন রয়েছে, আমি আর গিয়ে কি করব? তার কাছেই বলগে।” আমি কর্তা এ বোধ থাকলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। যে নিজেকে কর্তা হয়ে বসেছে, তার হৃদয় মধ্যে ঈশ্বর সহজে আসেন না।

৫৫। কাম, ক্রোধ, লোভ এ সব জয় না করলে তাঁর কৃপা হয় না। এ সব জয় করলে তবে তাঁর দর্শন হয় (১)। আত্মশক্তিরূপিণী মাকে প্রসন্ন না করলে তাঁর কৃপা হয় না। তিনিই মহামায়া। জগৎকে মুক্ত করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে অন্দরে যাওয়া যায় না (২)। বাহিরে পড়ে থাকলে কেবল বাহিরের জিনিষই দেখা যায়।

৫৬। জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হবার নয় (১)। কি জ্ঞান? কামকাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা বলে বোধ হওয়া, জগৎটা তিন কালেই অসৎ বলে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে

৫৫। (১) কামক্রোধ বিষৃক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।

অভিতো ব্রহ্মনির্দীপ্যং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ গীতা ৫।২৬

(২) তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।

সৈবা প্রসন্ন্য বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

সাবিধ্য পরমা মুক্তে হেতুভূতা সনাতনী।

সংসারবদ্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বৈশ্বরেখরী ॥ চণ্ডী ১।১৬-৫৮

৫৬। (১) শিবে ভক্তি ন সন্দেহস্তরাধুক্তো বিমুচ্যতে।

প্রসাদাদেব সা ভক্তিঃ প্রসাদো ভক্তিসম্ভবঃ ॥ শিবপুঃ বায়ঃ সং ২।৬৫

ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয় (২)।

৫৭। ‘ঈশ্বরই কর্তা আর সব অকর্তা’—এর নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা তাঁর হাতের যন্ত্র। তাই বলি, মা, আমি গাড়ী, তুমি ইঞ্জিনিয়ার আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরলী; যেমন করাও তেমন করি, যেমন বলাও তেমন বলি; যেমন চালাও তেমন চলি; নাহং নাহং তুহঁ তুহঁ। আমি কেহ নই, তুমি কর্তা (১)। ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ, এইটী জানার নাম জ্ঞান। যিনি সৎ তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম, আর একটি নাম কাল (মহাকাল) তাই বলে ‘কালে কত গেল, কত হলরে ভাই (২)।

৫৮। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান। তৎ মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। জীবাত্মা আর পরমাত্মা এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয় (১)।

৫৯। ঈশ্বর লাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয় (১)। ঈশ্বর নিজে বালক স্বভাব, তাই যে তাঁকে দর্শন করে তারও বালক স্বভাব হয়ে যায়। বালক কোন গুণের বশ নয়, ত্রিগুণাতীত। ছেলে

৫৬। (২) তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানাং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥ গীতা ১৮।৬২

৫৭। (১) ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশঃ জ্ঞান তিষ্ঠতি।

ব্রাহ্ময়নু সর্বভূতানি যজ্ঞানুষ্ঠানি মায়ায়া ॥ গীতা ১৮।৬১

(২) অমূর্তো ভগবান্ কালো ব্রহ্মৈব তমজঃ বিহঃ ॥ ষোঃ ষাঃ উঃ ৪৯।১৫

৫৮। (১) তত্ত্বমোঃ পদয়ো বৈক্য মেব তত্ত্বমসীত্যসম্।

ইখমৈক্যাববোধেন সম্যগ্ জ্ঞানং দৃঢ়ং নষ্টৈঃ ॥ তত্ত্বোপদেশ ৪২

৫৯। (১) ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নিব্বিজ্ঞ বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বুঃ উঃ ৩৫

তমো গুণের বশ নয়। এই একজনের সঙ্গে মারামারি করলে, আবার কিছু পরেই তার গলা ধরে কত ভাব।

৬০। জগৎ দেখলে বোঝা যায় যে তিনি আছেন। কিন্তু তাঁর বিষয়ে শোনা একরকম, তাঁকে দেখা একরকম, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর একরকম (১)। দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে।

৬১। আমার জ্ঞানীর স্বভাব নয়। জ্ঞানী আপনাকে বড় দেখে। আমার স্বভাব মা সব জানে। তিনি আমায় ভক্তের অবস্থায় বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছেন (১)। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফাকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় উঠি হয় না।

৬২। যে নিত্যে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে, আবার লীলা থেকে নিত্যে যেতে পারে, তারই পাকা জ্ঞান, পাকা ভক্তি। নারদাদি ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভক্তি নিয়ে ছিলেন (১)। এরই নাম বিজ্ঞান। শুধু

৬০। (১) ভগবান্ সর্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।

দৃষ্টৈর্ভুক্ত্যানিভিষ্টা লক্ষণৈরনুমাণকৈঃ ॥ ভাঃ ২।২।৩৫

৬১। (১) আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যকুরমে।

কুর্কৃত্যহৈতুকৌং ভক্তি মিথুতগুণো হরিঃ ॥ ভাঃ ১।৭।১০

৬২। (১) তজ্জ্ঞানং নির্ধলং শুদ্ধং নিরিকল্পং নিরঞ্জনম্।

মমাত্মানো তত্বেবেদ মিতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥

যেংপ্যনেকং প্রপশুস্তি তংপরং পরমং পদম্।

আশ্রিতাঃ পরমাং নিষ্ঠাং বুদ্ধিক্যাং তত্ত্বমব্যাহম্।

যে পুনঃ পরমং তত্ত্বমেকং বানেকমৌশ্বরম্।

সাক্ষাদেবং প্রপশুস্তি স্বাত্মানং পরমেশ্বরম্।

নিত্যানন্দং নিরিকল্পং সত্যরূপমিতিস্থিতিঃ।

ভক্ত্যন্তে পরমানন্দং সর্বগং জগদাত্মকম্ ॥ কৃঃ পুঃ উঃ ১০।৬-১০

শুদ্ধ জ্ঞান—ও যেন ভস্ করে ওঠা তুবড়ি—খানিকটা ফুল কেটে ভস্ করে ভেঙ্গে যায়। জ্ঞানী সাধু আর বিজ্ঞানী সাধুর প্রভেদ আছে। জ্ঞানী সাধুর বসবার ভঙ্গি আলাদা। গোঁপে চাড়া দিয়ে বসে। কেউ দেখা করতে এলে বলে, ‘তুমি কেমন আছ; বাড়ীর সব কেমন আছে? তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে?’ আর বিজ্ঞানী সাধু, যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা কছে, তার স্বভাব কখনও বাগকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ, কখনও পিশাচবৎ। পাঁচ বছর বালকের মত স্বভাব হয়। লজ্জা, ঘৃণা, সঙ্কোচ প্রভৃতি কোন পাশ নাই—ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নেই। জড়বৎ—সমাধিস্থ হয়ে বাহ্য শূন্য হয়—জড়ের ছায়া চুপ করে বসে থাকে (২)।

৬৩। ঈশ্বর দর্শন করলে আর ছেলে মেয়ের জন্ম দেওয়া, সৃষ্টির কাজ হয় না (১)। ধান পুতলে গাছ হয়, কিন্তু সিক্ত ধান পুতলে গাছ হয় না। ঈশ্বর দর্শন করলে ‘আমি’টা নাম মাত্র থাকে, সে ‘আমি’র দ্বারা কোন অর্থাৎ কাজ হয় না। যেমন নারিকেলের দাগ, বেল্লো ঝরে গেলে কেবল দাগমাত্র থাকে (২)।

৬২। (২) দ্বিগম্বরো বাপি চ সাধরো বা,

ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরম্।

উন্নতবদ্বাপি চ বালবদা

পিশাচবদ্বাপি চরতাবত্তাম্ ॥ বিবেক চূঃ ৫৪০

৬৩। (১) ভজ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্যকরাণিচ ॥ পঞ্চদশীতৃপ্তি ৭।১৬৪

(২) নির্বাকৈকতয়া জ্ঞাত্ব বাসনৈব ন বাসনা।

লেখাদামোপমা ত্বক্কে কৃষাদি ন জলেতরং ॥ ঘোঃ বাঃ নিঃ উঃ ৩০।৬

৬৪। প্রহ্লাদের যখন তত্ত্বজ্ঞান হত, তখন তিনি সোহং হয়ে থাকতেন। আবার যখন দেহবুদ্ধি আসত তখন 'আমি তোমার দাস' এই ভাব আসত। হনুমানেরও কখন 'সোহং' কখন 'দাস আমি' কখন 'আমি তোমার অংশ' এই ভাব আসত (১)। ভক্তি নিয়ে না থাকলে মানুষ কি নিয়ে দিন কাটায়? 'আমি' তো যাবার নয়, সমাধিস্থ হলে 'আমি' পুঁছে যায়,—তখন যা আছে তাই (২)।

৬৫। পরমহংসের সর্ববিদ্যা এই বোধ—ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। দুধকে জল থেকে তফাৎ করা কেবল হাঁসেরই শক্তি আছে। দুধে জলে যদি মিশিয়ে থাকে, তাদের জিভেতে একরকম টক রস আছে, সেই রসের দ্বারা দুধ আর জল আলাদা আলাদা হয়ে যায় (১)। পরমহংসের মুখেও সেই টক রস আছে, প্রেমাভক্তি। প্রেমাভক্তি থাকলেই নিত্য অনিত্য বিবেক হয়। ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়।

৬৬। জ্ঞান জ্ঞান বলেই কি জ্ঞান হয়? জ্ঞান হবার লক্ষণ আছে। দুটি লক্ষণ—প্রথম, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ চাই, ভালবাসা চাই। শুধু

জ্ঞান বিচার করছি, অথচ তাঁর উপর ভালবাসা নাই, সে মিছে (১)। আর একটা, কুলকুণ্ডলিনীকে জাগাতে হবে। কুণ্ডলিনী শক্তি যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন ততক্ষণ জ্ঞান হয় না (২)। বসে বসে বই পড়ে বিচার করছি অথচ ভিতরে ব্যাকুলতা নাই, সেটা জ্ঞানের লক্ষণ নয়।

৬৭। শুদ্ধাত্মা নির্লিপ্ত,—প্রকৃতির পার। তাঁর জন্ম মৃত্যু নাই, ক্রুধা তৃষ্ণা নাই।—অজর অমর স্তম্ভেরুবৎ (১)। ব্রহ্মজ্ঞানী ঠিক বুঝতে পারে, আত্মা আলাদা, আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দুটি আলাদা। যতদিন মায়া থাকে, ততদিন মানুষ ডাবের মত থাকে। নারিকেল যতদিন ডাব থাকে, তার নেয়াপাতি তুলতে গেলেই সঙ্গে মালা একটু উঠে আসবেই। আর যখন মায়া শেষ হয়ে যায় তখন হয় বুনো। ঐ শাঁস আর মালা পৃথক হয়ে যায়, তখন শাঁসটা ভিতরে টপ টপ করে। আত্মা আলাদা আর শরীর আলাদা হয়, আত্মাটা যেন দেহের

৬৬। (১) যন্ত দেবে পরাভক্তি যথাদেবে তথা গুরৌ।

তস্ম্যেতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

(২) কন্দোর্দে কুণ্ডলীশক্তি মূক্তিরূপাং যোগিনাম্।

বক্রনায় চ মূঢ়ানাং যন্তাং বেত্তি স যোগবিত্। যোগশিখ উঃ ৬।৫৫

অশ্রু টাকা—কুণ্ডলী যদি স্বস্থানাদুর্দ্ধং গচ্ছতি তদা

অয়ং মুক্তো ভবতি যদি সা স্বস্থানং ন মুঞ্চতি

তদা অয়ং বন্ধো ভবতি

৬৭। (১) যো অশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যু-

মত্যোতি এতৎ বৈ তমাত্মানম্ ॥ বৃঃ উঃ ৩।৫।১

৬৪। (১) দেহবুদ্ধ্যা তু দাসোহং জীববুদ্ধ্যা স্বদংশকঃ।

আত্মবুদ্ধ্যা স্বমেবাহমিতি মে নিশ্চিতা যতিঃ ॥

(২) যদা সর্বে প্রযুক্তান্তে কামা যেষন্ত হৃদি শ্রিতাঃ ॥

অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥ কঠউঃ ২।৩।১৪

৬৫। (১) হংসস্ত হি বিবেকাহন্তি জলদ্রব-বিভাগয়োঃ।

অজ্ঞান-জ্ঞানয়োস্তবং তদ্বিবেকায় হংসকঃ ॥ শিঃ পুঃ জ্ঞানঃ ৫।৭, ৮

ভিত্তর নড় নড় করে। দেহটার সঙ্গে আর যোগ থাকে না (২)। বেদান্তবাদীরা বলে, 'সুখ দুঃখ, পাপপুণ্য, এ সব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না', আত্মা নির্লিপ্ত—তবে দেহাভিমানী লোকদের কষ্ট দিতে পারে। ধোঁয়া দেওয়াল ময়লা করে, আকাশের কিছু করতে পারে না (৩)।

৬৮। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ সর্ববজ্র হন। হাঁড়ীতে ভাত ফুটছে; চালগুলি হুসিদ্ধ হয়েছে কি না জানতে তুই তার ভিতর থেকে একটা ভাত তুলে টিপে দেখলি যে হয়েছে—আর অমনি বুঝতে পারলি যে, সব চালগুলিই সিদ্ধ হয়েছে। কেন? তুই তো ভাতগুলির সব এক একটা করে টিপে টিপে দেখলি না—তবে কি করে বুঝলি? ঐ কথা যেমন বোঝা যায়, তেমনি জগৎ সংসারটা নিত্য কি অনিত্য, সং কি অসং, একথাও সংসারের দুটো চারটে জিনিষ পরখ করে দেখেই বুঝা যায়। মানুষটা জন্মাল, কিছুদিন বেঁচে রইল, তারপর মোলো; গরুটাও—তাই; গাছটাও তাই; এইরূপ দেখে দেখে বুঝলি যে, যে জিনিষেরই নাম আছে, রূপ আছে, সেগুলোরই এই ধারা। পৃথিবী, সূর্যালোক, চন্দ্রলোক, সকলের নাম রূপ আছে, অতএব তাদেরও এই ধারা। এইরূপে জানতে পারলি, সমস্ত

৬৭। (২) তথা বিবুদ্ধো ভবতি প্রকৃতে: পরিবর্জনাৎ।

অন্তোহমন্তেষমিতি যদা বুধ্যতি বুদ্ধিমান্ ॥

তদৈবোহম্যয়তামেতি নচ মিশ্রত্বমাব্রজেৎ ॥ ব্রহ্ম পু: ২৪৪।২০, ২১

(৩) তজ্জজ্ঞত পুণ্যাপাপাভ্যাং স্পর্শোহন্তন জায়তে।

নহাকাশত ধূমেন দৃশ্যমানাপি সঙ্গতি: ॥ অষ্টাবক্রসংহিতা ৪।৩

জগৎ সংসারটাই এই স্বভাব (১)। তখন জগতের ভিতরের সব জিনিষেরই স্বভাবটা জানলি—কি না?

৬৯। দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন রকমের খোলগুলো। বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস নি?—কোনটা খেরোর, কোনটা ছিটের, কোনটা বা অগ্ন্য কাপড়ের, কোনটা চারকোণা, কোনটা গোল—সেই রকম। আর, বালিশের ঐ সব রকম খোলের ভিতরই যেমন একই জিনিষ—তুলো ভরা থাকে—সেই রকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত সব খোলগুলোর ভিতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন (১)। ঠিক ঠিক দেখতে পাই রে, মা যেন নানা রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানা রকম সেজে ভিতর থেকে উঁকি মারছেন!

৬৮। (১) এতদুক্তং ভবতি—একেন মুংপিণ্ডেন পরমার্থতো যদাত্মনা বিজ্ঞাতেন সর্বং যন্ময়ং ঘটশরাবোদধ্বনাদিকং যদাত্মকত্বাবিশেষা-
দ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং
বার্চৈব কেবলমস্তি ইত্যারম্ভাতে বিকারো ঘট: শরাব
উদধ্বনঞ্চৈতি। নতু বস্তুরন্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি।
নামধেয়মাত্রং হেতদনৃতম্ যুক্তিকেতৌষ সত্যম্ ইত্যেয
ব্রহ্মণোদৃষ্টান্ত আশ্রিত:। তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাং দার্ষ্টী-
স্তিকেহপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্যাত্মতন্ত অতাব ইতি
গমাতে।.....ন চাত্তথৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং সম্পত্ততে।

ত্র: স্থ: শা: ভা: ২।১।১৪

৬৯। (১) এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিত:।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচক্ষুবৎ ॥ পঞ্চদশী ১৫।৮

৭০। ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ হচ্ছে—আনন্দ, আর সঙ্কোচ থাকে না (১)। যেমন সমুদ্রের উপর খুব শব্দ শোনা যায়, আর চেউ দেখা যায়, কিন্তু নীচে গভীর জল। যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে সে কখন বাল্যভাবে, কখনও পৌগণ্ডভাবে—বার তের বছরের ছোকরার মত কষ্টী নষ্টী করে, হয়ত খেয়ুড় মুখ দে বেরোয়, কখন যুবাব ভাব—যখন কর্ম করে, লোক শিক্ষা দেয় তখন সিংহ তুল্য। শাস্ত্র স্বভাব, অভিমান শূন্য, সাধুর কাছে ত্যাগী, স্ত্রীর কাছে রসরাজ (২)।

৭১ জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্ব স্বরূপকে জানা, এরই নাম জ্ঞান, এরই নাম মুক্তি। নিজের স্বরূপ হচ্ছে পরমব্রহ্ম (১)। আমি আর পরমব্রহ্ম এক, মায়ার জগৎ জানতে পারা যায় না। সোনার উপর মাটি চাপা আছে, ঐ মাটি সরিয়ে দিতে হবে। গ্যাংটা বলতো,—মন

৭০। (১) জীবনৈব বিনিমুক্তো বিজ্ঞান্তঃ শাস্তিমাশ্রয় ॥ তত্ত্বোপদেশ ৮৩
নির্ব্বমো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ গীতা ২।৭১

(২) ভক্তে ভক্তসমাচারঃ শঠে শঠ ইব স্থিতঃ।
বালো বালেষু বুদ্ধেষু বুদ্ধো ধীরেষু ধৈর্য্যবান্।

যুবা যৌবনবৃত্তেষু দুঃখিতেষু দুঃখিতঃ ॥

প্রবৃত্ত্যাকু পুণ্যকণো দৈন্যাদ্যাপগতশয়ঃ।

ধীরধী রুদ্রিতানন্দঃ পেশলঃ পুণ্যকীর্তনঃ ॥

ঘোঃ বাঃ উঃ ৭৭।১০-১৫

৭১। (১) আত্মানকে দ্বিজানীয়া ব্রহ্মস্মৃতি পুরুষঃ। বঃ আঃ উঃ ৪।৪।১২
যচ্ছেদ্যাত্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ যচ্ছেদ্য জ্ঞান আত্মনি ॥

জ্ঞানযাত্মনি মহতি নিযচ্ছেচ্ছাস্ত আত্মনি ॥ কঠ উঃ ১।৩।১৩

বুদ্ধিতে লয় করো, বুদ্ধি আত্মাতে লয় করো, তবে স্ব স্বরূপে থাকবে।

৭২। যতদিন ব্যাঙাটির ল্যাজ থাকে, ততদিন সে জলেই থাকে। যাই ল্যাজ খসে, অমনি লাক দিয়ে ডাঙ্গাতে উঠে। তখন সে জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। তেমনি মানুষের যতদিন অবিভারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসাররূপ জলে থাকে। অবিভার ল্যাজ খসলে—জ্ঞান লাভ হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সংসারেও থাকতে পারে। তার সব সমান (১)।

৭৩। ‘দিব্যোন্মাদ,’ ‘জ্ঞানোন্মাদ’ হলে, ঝড়ে ধুলো উড়ে যেমন সব একাকার দেখায়, এটা আম গাছ, ওটা কাঁঠাল গাছ বলে বুঝা দূরে থাক, দেখাও যায় না, সেই রকমটা হয়েছিল রে; ভাল, মন্দ, নিন্দা, স্তুতি, শৌচ, অশৌচ এ সকলের কোনটাই বুঝতে দেয়নি (১)। কেবল এক চিন্তা, এক ভাব—কেমন করে তাঁকে পাব—এইটেই মনে সদা সর্ববক্ষণ থাকতো। লোকে বোলতো—পাগল হয়েছে।

৭৪। দেখ নির্বিবকল্প অবস্থায় উঠলে তখন ত আর আমি তুমি, দেখা শুনা, বলা কথা কিছুই থাকে না, সেখান থেকে দুই

৭২। (১) তথা বিগলিতাবিষ্টো ব্যবহারপরোহপ্যলম্।

সম্যগ্ দৃষ্টিঃ সদাচারো ব্রহ্মমেত্যস্তয়াত্মনা ॥

ঘোঃ বাঃ উঃ ৭৪।৮৭

৭৩। (১) সলিল একো ব্রহ্মহৈবৈতো ভবত্যেব ব্রহ্মলোকঃ।

বঃ উঃ ৪।৩।৩২

তিন খাপ নেমে এসেও এতটা ঝাঁক থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিষ নিয়ে ব্যবহার চলে না (১)। তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠবে। এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারী পায়ের সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়।

৭৫। সমাধি কাকে বলে?—যেখানে মনের লয় হয়। জ্ঞানীর জড় সমাধি হয়। তার 'আমি' থাকে না (১)। ভক্তের চৈতন্য সমাধি হয়—তার সেব্য সেবকের 'আমি' থাকে। ঈশ্বর সেব্য,—ভক্ত সেবক; ঈশ্বর আশ্রিত—ভক্ত আশ্রাদক; ঈশ্বর রসস্বরূপ,—ভক্ত রসিক। চিনি হতে চাই না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

৭৬। সপ্তমভূমি—শিরোদেশে মন গেলে অহঙ্কার থাকে না, মনের নাশ হয়, সমাধি হয় ও ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। তখন কি অবস্থা হয় মুখে বলা যায় না (১)। কালাপানীতে জাহাজ গেলে আর ফেরে না। জাহাজের খবরও পাওয়া যায় না, সমুদ্রের খবরও

৭৪। (১) অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ দ্রষ্টৃদৃশ্যদ্বাং মনঃ।
একধ্যানে পরে রূঢ়ে নির্বিকল্পসমাধিনি ॥

ষো: বা: উ: ২১।৭৬

৭৫। (১) চিন্তবৃত্তি র্দা লীন কুলাখে পরমেশ্বরে।
তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ শিব সং ৫।১৫৫

৭৬। (১) অবরোধং বিহুর্জানং তদিদং সপ্তভূমিকম্।
মুক্তিস্ত জ্ঞেয়মিত্যুক্তং ভূমিকাসপ্তকাং পরম্ ॥

ষো: বা: উ: ১১।৩৮

জাহাজের কাছে পাওয়া যায় না। সে অবস্থায় শরীর বেশীদিন থাকে না। সর্ববিদা বেহুঁস, কিছু খেতে পারে না, মুখে দুধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। এই ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা।

৭৭। ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচরঃ (১)। এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। এ মনের গোচর নয় বটে—কিন্তু শুদ্ধ মনের, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ করলে ঘর তোলপাড় করে ভেঙ্গেচুরে দেয়। ভাবহস্তী দেহঘরে প্রবেশ করে, আর তোলপাড় করে। আগুন লাগলে কতকগুলো জিনিষ পুড়িয়ে বুড়িয়ে একটা হৈচৈ কাণ্ড আরম্ভ করে দেয়। জ্ঞানায়ি প্রথমে কাম ক্রোধ সব রিপুদের নাশ করে, তারপর অহং বুদ্ধি নাশ করে (২)। তারপর একটা তোলপাড় আরম্ভ করে। তখন ঠিক ভগবানের হাতের পুতুল, যেমন নাচান্, তেমনি নাচে। নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করবার ক্ষমতা থাকে না।

৭৮। আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ (১)। অর্থাৎ কামিনী কাঞ্চনের আনন্দ, ঈশ্বরের নামগুণ-গান করে

৭৭। (১) যতো বাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥

তৈত্তিরীয় উ: ২।৪

(২) যথৈধাংসি সমিদ্ধোঃগ্নির্ভস্মাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানায়ি: সর্বকর্মানি ভস্মাৎ কুরুতে তথা ॥ গীতা ৪।৩৭

৭৮। (১) ব্রহ্মজ্ঞানেহনর্থখানিমানন্দকাপ্যাবোধয়ন্।
আনন্দস্ত্রিবিধোব্রহ্মানন্দো বিদ্যা যুগ্মং তথা ॥

বিষয়ানন্দ ইত্যাদি ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥ পঞ্চদশী ১১।১০-১১

আনন্দ, আর ভগবান দর্শনের আনন্দ। ব্রহ্মানন্দ লাভের পর ঋষিদের স্বেচ্ছাচার হয়ে যেত। অসুন্দর্শা, অর্দ্ধ বাহুদশা, বাহুদশা চৈতন্যদেবের এই তিনরকম অবস্থা হতো। অসুন্দর্শায় ভগবান দর্শন করে জড় সমাধির অবস্থা হতো। অর্দ্ধ বাহুদশায় একটু বাহিরের হুঁস থাকত। বাহুদশায় নামগুণকীর্তন করতে পারতেন।

৭৯। যতক্ষণ মানুষ অজ্ঞান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততক্ষণ জন্মগ্রহণ করতে হবে (১)। কুমোরেরা হাঁড়ি সরা রোঙ্গে শুকুতে দেয়। ছাগল গরুতে মাড়িয়ে যদি ভেঙ্গে দেয়, তাহলে তইরি লাল হাঁড়ি সরাগুলো ফেলে দেয়। তার দ্বারা আর কোন কাজ হয় না। কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর সেগুলোকে তাল পাকিয়ে আবার চাকে ফেলে, আবার নূতন হাঁড়ি তৈয়ার হয়।

৮০। জ্ঞান লাভের অধিকারী বড়ই কম। হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন তাঁকে জানতে ইচ্ছা করে। আবার দ্বারা জানতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হাজার হাজার লোকের ভিতর একজন জানতে পারে (১)। সংসারে আসক্তি যত কমবে, জ্ঞান ততই বাড়বে। ব্রহ্মজ্ঞান যদি চাও, তাহলে সাধুসঙ্গ কর।

৮১। জ্ঞান সকলেরই হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা করলে পরমাত্মার সঙ্গে সব জীবেরই যোগ হতে

৭৯। (১) অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥ গীতা ৫।১৫

তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্ত্যবিদ্যাংসোহবুধা জনাঃ ॥ বু: উ: ৪।৪।১১

৮০। (১) মনুষ্যাণাং সহশ্রেষু কশিচ্ছ যততি সিদ্ধয়ে ॥

বততামপি সিদ্ধানাং কশিচ্ছাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ গীতা ৭।৩

পারে (১)। গ্যাসের নল সব বাড়ীতেই খাটান আছে। শিয়ালদেহে গ্যাস কোম্পানীর কাছে দরখাস্ত করলে ঘরে ঘরে আলোর বন্দোবস্ত করে দেবে।

৮২। পঞ্চভূতে গঠিত স্থূলদেহ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত লয়ে সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ। যে দেহে ভগবানের আনন্দ অনুভব হয়, আর সন্তোষ হয়, সেইটি কারণ দেহ বা তত্ত্বের ভাগবতী তনু (১)। এ সকল দেহের অতীত মহাকারণ বা তুরীয়, ইহা মুখে বলা যায় না। এই সব দেহের সঙ্গে আবার বেদান্তের পঞ্চকোষের সম্বন্ধ আছে। পঞ্চকোষ, যথা—অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। স্থূল শরীর অর্থাৎ অন্নময় কোষ ও প্রাণময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ, কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ (২)। মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। স্থূল দেহে অন্নময় ও প্রাণময়

৮১। (১) তেষাং সততযুক্তানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্।

দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মানুষপশ্যন্তি তে ॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।

নাশয়াম্যাত্মভাবস্হো জ্ঞানদীপেন ভাষতা ॥ গীতা ১০।১০-১১

৮২। (১) প্রযুক্ত্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুং।

আরব্ধকর্মন্বিনীর্ণাণো নৃপতং পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ ভা: ১।৬।২৮

(২) এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।

এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।

এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রামতি।

এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রামতি ॥

এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি ॥ তৈত্তিরীয় উ: ২।৮

কোষে মন থাকে (৩)। সূক্ষ্ম দেহে মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষে মন থাকে।

৮৩। এক রাজার সামনে একজন ভেল্কি দেখাতে এসেছিল। সে যখন একটু সরে দাঁড়াল, তখন রাজা দেখলে একজন খুব সাজগোজ—হাতে অস্ত্র শস্ত্র লয়ে ঘোড়ার উপর চড়ে আসছে। তখন রাজা আর সভাশুদ্ধ লোক বিচার করছে, এর ভিতর কোনটা সত্য? ঘোড়া, সাজগোজ, অস্ত্রশস্ত্র তো কোনটাই সত্য নয়। শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি না ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—বিচার কর্তে গেলে কিছুই থাকে না (১)।

৮২। (৩) পক্ষীকৃতমহাভূতসম্বৎ কক্ষসঙ্কিতম্।

শরীরং স্বধর্মেখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ আত্মবোধঃ ১২

লিঙ্গশরীরং মনোবুদ্ধিভ্যামুপেতং জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক

কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক-প্রাণাদিপঞ্চকসংযুক্তং জায়তে।

বেদান্ত পরিভাষা—৭ম পং

৮৩। (১) মিথ্যাস্তমিথ্যাং মিথ্যাং বাধিতং ভবেৎ।

সত্যত্বস্ত চ সত্যত্বে সত্যত্বং স্থাপিতং ভবেৎ ॥

অদ্বৈতসিদ্ধি মিথ্যাস্ত সামান্ত উপপত্তিঃ

যোগতত্ত্ব

১। ঠিক দুপুরে ঘড়ির দুটো কাঁটা যেমন এক হয়ে যায়—ঠিক যোগ হলে সেইরূপ হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক হয়ে যায় (১)। ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হলেই মুক্তি (২)।

২। কামিনী কাম্বনের ভারে মানুষের মন সংসারের দিকে ঝুকে পড়েছে, কাজেই ঈশ্বরের সঙ্গে আর মনের যোগ হয় না (১)। যোগীর চক্ষুও ক্যালফেলে, বাহিরের জিনিষে তাদের বড় নজর নাই, দেখলেই বুঝা যায়। সর্বদাই আত্মস্থ—সর্বক্ষণ তাদের মন ঈশ্বরেতে থাকে (২)। যোগী বিষয় থেকে মন সরিয়ে নিয়ে পরমাত্মাতে মনস্থির করতে চেষ্টা করে (৩)। উদ্দেশ্য জীবাত্মা

১। (১) জ্ঞানং যোগাত্মকং বিদ্ধি যোগকাষ্টাসংযুতম্।

সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্ম-পরমাত্মনঃ।

যোগঃ বাঃ ১৮৩

(২) নিমেষমাত্রমপি চেৎ সংসম্যাস্থানমাত্মনি।

গচ্ছত্যাত্মপ্রসাদেন বিদুষাং প্রাপ্তিমবায়াম্ ॥

মহাঃ অখঃ ৪৮১৩

২। (১) নারী শয্যাসনং বস্ত্রং ধনমস্ত্র বিড়ম্বনম্ ॥ শিবদংহিতা ৫৩

(২) অন্তর্লক্ষ্যং বহির্দৃষ্টি নিমেষোন্মেষবর্জিতা ॥ হঠঃ ৪১৩৬

(৩) যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চল মস্থিরম্।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মত্বে বশং নয়েৎ ॥ গীতা ৬২৬

ও পরমাত্মার যোগ। তাই প্রথমাবস্থায় নির্জনে, স্থির আসনে অনন্ত মন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে (৪)।

৩। শুধু পুঁথি পড়লে চৈতন্য হয় না। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকতে হয়, তবে কুলকুণ্ডলিনী জাগেন। শুনে, বই পড়ে, জ্ঞানের কথা—তাতে কি হবে (১)? নির্জনে, গোপনে একাগ্রতার সহিত গান গাইলেও তিনি জাগ্রতা হন। “জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী! তুমি নিত্যানন্দ স্বরূপিনী, প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।” গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয় (২)।

৪। ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুমা নাড়ী (১)। সুষুম্নার মধ্যে ছয়টি পদ্ম আছে। সর্ব নীচে মূলাধার। তার উপরে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। এইগুলিকে বলা হয় ষট্চক্র (২)।

২। (৪) নিঃশব্দং দেশমাস্থায় তত্রাসনমবস্থিতঃ।

কুম্বোহংকানীব সংজ্ঞাত্য মনোহৃদি নিরুধ্য চ ॥

স্কুরিকোপনিষৎ ২।২-৩

৩। (১) ক্রিয়াযুক্তঃ স সিদ্ধঃ শ্রাদক্রিয়স্ত কথং ভবেৎ।

শাস্ত্রস্ত পাঠমাত্রেন কথং সিদ্ধিঃ প্রজ্ঞায়তে ॥

(২) পানেন নামগুণ্যোর্ম্ম সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।

নিদর্শনং কৌশিকোহত্র গানান্নলোকমাপ্তবান্।

অদ্ভুত রামায়ণ ৬.৩০

৪। (১) ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুমা চ তৃতীয়া চ ॥ প্রাঃ তোঃ ১।৪

(২) মূলাধারঃ স্বাধিষ্ঠানং মণিপুরমনাহতম্।

বিশুদ্ধমপি চাক্ষাধাং ষট্চক্রং পরিকীর্তিতম্ ॥ নাঃ পং ২।৮।৬

মূলাধার পদ্ম চতুর্দল (৩)। যিনি আত্মশক্তি, তিনিই সকলের দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে আছেন, ঠিক যেন যুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে (৪)। “প্রসুপ্ত ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী।”

৫। বেদমতে এ সব চক্রকে ‘ভূমি’ বলে। সপ্তভূমি (১)। হৃদয় চতুর্ভূমি, উহাকেই অনাহত পদ্ম—দ্বাদশ দল বলা হয় (২)। বিশুদ্ধ চক্র—পঞ্চমভূমি। উহার স্থান কণ্ঠ। ষোড়শদল পদ্ম (৩)। তারপর ষষ্ঠভূমি—আজ্ঞাচক্র—দ্বিদল পদ্ম। এর স্থান ক্রমধ্যে (৪)। কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ক্রমধ্যে ওঠে তো আর পড়বার ভয় নেই। তখন ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। এখানটার আর সহস্রারের মধ্যে একটা আড়াল আছে। যেমন বর্গনের ভিতর আলো থাকলে ছুঁই ছুঁই মনে হলেও ছোঁয়া যায় না। কাঁচ

৪। (৩) আধারপদ্মমেতন্নি যোনি যন্তাস্তি কন্দতঃ।

পরিষ্কুরং বাদিসান্তচতুর্কনং চতুর্দলম্ ॥ শিবসংহিতা ৫।৬৩

(৪) স্পৃষ্টা নাগোপমা হেবা স্কুরন্তী প্রভয়া স্বধা।

অহিবং স্কিসংস্থানা বাগ্ দেবীবিজসংজ্ঞকা ॥

শিবসংহিতা ৫।৫৮

৫। (১) ইমাং সপ্তপদাং জ্ঞানভূমি মাকর্গয়ানব ॥ মহোপনিষৎ ৫।২১

(২) হৃদয়েহনাহতং পদ্মং চতুর্ধং পঙ্কজং ভবেৎ।

কাদি-ঠাস্তার্গসংস্থানাং দ্বাদশচ্ছদশোভিতম্ ॥ শিবসংহিতা ৫।৮৩

(৩) কণ্ঠস্থানস্থিতং পদ্মং বিশুদ্ধং নাম পঞ্চমম্।

সুহেমাভং স্বরোপেতং ষোড়শচ্ছদশোভিতম্ ॥ শিবসং ৫।৯০

(৪) আজ্ঞাপদ্মং ক্রবোর্ম্মধ্যে হৃকোপেতং দ্বিপত্রকম্ ॥

শিঃ সং ৫।৯৬

ব্যবধান আছে (৫)। তখন পরমাত্মা এত নিকটে মনে হয় যেমন তাঁতে মিশে এক হয়ে গেছি ; কিন্তু তখনও এক হয় নি।

৬। তারপর সপ্তমভূমি—সহস্রার পদ্য (১)। ষট্চক্র ভেদ হবার পর কুলকুণ্ডলিনী সেখানে গিয়া মিলিত হন। কুণ্ডলিনী সেখানে গেলে সমাধি হয়, কুণ্ডলিনী শক্তি সহস্রারে গিয়ে সেখানে যে সচ্চিদানন্দ শিব আছেন তাঁর সহিত মিলিত হন (২)। সহস্রারে মন এলেই সমাধি—তখন বাহুজ্ঞান থাকে না (৩)।

৭। সাধনার অবস্থায় আত্মার রমণ প্রত্যক্ষ দেখলাম। কেমন করে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়ে ক্রমে ক্রমে সব পদ্যগুলি ফুটে গেল, ও শেষে সমাধি হল (১)। দেখলাম, ঠিক আমার মত এক ছোকরা স্বপ্নস্বা নাড়ীর ভেতরে গিয়ে জিভ দিয়ে যোনিরূপ পদ্যের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষট্‌পদ্য মুদিত হয়েছিল,—টক

৫। (৫) অনির্কীগোহপি নির্কীর্ণশিচত্রদীপ ইবস্থিতঃ ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।৬৮

৬। (১) ষষ্ঠাং ভূম্যামদৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাণুযাং ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।৭০

অত উর্দ্ধং তালুমূলে সহস্রারং স্থশোভনম্ ॥ শিঃ সং ৫।১২০

(২) অত্র কুণ্ডলিনীশাক্ত লয়ং যাতী কুলাভিধা ॥ শিঃ সং ৫।১৫৭

(৩) চিত্তবৃত্তির্ধ্বা লীনা কুলাধ্যে পরমেশ্বরে ।

তদা সমাধিসাম্যেন যোগী নিশ্চলতাং ব্রজেৎ ॥ শিঃ সং ১৫৫

৭। (১) স্থপ্তা গুরুপ্রসাদেন যদা জাগতি কুণ্ডলী ।

তদা সর্কীগণি পদ্মানি ভিভন্তে গ্রন্থয়োহপিচ ॥ হঠযোগ ৩।২

টক করে রমণ করে আর একটি পদ্য প্রস্ফুটিত হয়,—আর সব অধোমুখ পদ্য উর্দ্ধমুখ হল (২)।

৮। সমাধি আরও দুইরকম আছে—স্থিত-সমাধি আর উন্মনা-সমাধি। একেবারে বাহুশূন্য অবস্থায় অনেকক্ষণ বা অনেকদিন থাকলে স্থিত-সমাধি হয় ; আর হঠাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়ার নাম উন্মনা-সমাধি (১)। যেমন থিয়েটার দেখতে গিয়ে লোকেরা সব পরস্পর কথা কছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল ; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়, আর বাহুদৃষ্টি থাকে না—ইহাই উন্মনা-সমাধি (২)।

৯। শব্দ ব্রহ্ম। সিদ্ধ হলে শুনতে পাওয়া যায়, নাভি থেকে ঐ অনাহত শব্দ আপনি উঠছে। অনাহত শব্দ কি জান ? অনাহত শব্দ এমনিই সর্ববদা হচ্ছে (১)। প্রশ্নবের ধ্বনি। পরব্রহ্ম থেকে আসছে, বিষয়াসক্ত জীব শুনতে পায় না, যোগীরা শুনতে পায়। যোগী জানতে পারে যে, সেই ধ্বনি একদিকে নাভি থেকে ওঠে

৭। (২) অধোবক্ত্রে ক্রমেণৈব সর্কপদ্যেভ্যু ভাবনা ।

নিবৃত্তিযোগমার্গেণ সনৈবোর্দ্ধমুখানি চ ॥ প্রাঃ তোঃ ৬।৪

৮। (১) রাজ্যযোগঃ সমাধিষিচ উন্নয়নী চ মনোন্নয়নী । হঠঃ প্রঃ ৪।৪

(২) কাষ্টবজ্জায়তে দেহ উন্নয়নাবস্থয়া ধ্রুবম্ ।

ন জানাতি স শীতোষ্ণং ন দুঃখং ন সুখং তথা ॥

নাদবিন্দুঃ উঃ ৫৩

৯। (১) শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে ।

অনাহতাত্ম্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ।

দেঃ ভাঃ ৭।৩৫।৪১

ও আর একদিকে সেই ক্ষীরোদশায়ী পরব্রহ্ম থেকে উঠে। খ্যাংটা বলতো গভীর রাত্রে—অনাহত শব্দ শোনা যায় (২)। মুনি ঋষিরা ওই শব্দ লাভের জগুই তপস্তা করতেন। অনাহত শব্দ ধরে ধরে গেলে ব্রহ্মের কাছে পৌঁছান যায়। তাকেই পরমপদ বলেছে (৩)।

১০। শাস্ত্রে বায়ুর পাঁচ রকম গতির কথা বলেছে—যেমন, পিপীলিকাগতি, ভেকগতি, সর্পগতি, পক্ষীগতি, বাঁদরগতি। পিপীলিকা গতি—মনে হয় কতকগুলো পিঁপড়ে সারবন্দী হয়ে পা থেকে মাথার দিকে স্ফুড় স্ফুড় করে উঠছে (১), আর যেই স্ফুড়স্ফুড়ানি মাথা পর্যন্ত যায় অমনি সমাধি হয়। ভেকগতি—ব্যাঙগুলো টুপ্, টুপ্, টুপ্—টুপ্, টুপ্, করে দু'তিনবার লাফিয়ে আবার একটু থামে (২), সেই রকম করে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়, আর যেই মাথায় উঠল, অমনি সমাধি।

৯। (২) অর্দ্ধরাত্রে গতে যোগী জন্তুনাং শব্দবজ্জিতে।

কর্ণেণ পিধ্যায় হস্তাভ্যাং কুর্ধ্যাং পূরককুন্তকম্।

শৃণুবাদক্ষিণে কর্ণে নাদমন্তর্গতং সূধীঃ।

(৩) অনাহতস্ত শব্দস্ত তস্ত শব্দস্ত যোধধনিঃ

তন্মনো বিলয়ং যাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

ঘেরণ্ডঃ ৫১৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১

১০। (১) পিপীলিকাগতিস্পর্শা প্রযুক্তা মুক্তি লক্ষ্যতে ॥ মাঃ পুঃ ৪২ ৫

(২) দ্বিতীয়ে হি ভবেৎ কম্পো দার্দ্র্যরৌ মধ্যমে মতা ॥

শিবঃ সং ৩৪১

যথৈব দর্দ্ররো গচ্ছেদুৎপ্লুত্যাৎপ্লুত্যা ভূতলে ॥

যোগকর্ণিকা ৩য় পাদ

১১। কারু কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া উচিত। কামিনী কাঞ্চনই যোগের ব্যাঘাত (১)। ভোগের বাসনা কিছু থাকলেই যোগভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসে পড়ে। সেই বাসনাগুলো ভোগ হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের দিকে যাবে, আবার সেই যোগের অবস্থা (২)।

১২। দীপ-শিখা দেখ নাই? একটু হাওয়া লাগলেই চঞ্চল হয়। যোগাবস্থা দীপশিখার মত,—যেখানে হাওয়া নাই। মনস্থির না হলে যোগ হয় না (১)। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা চঞ্চল করেছে। ঐ দীপটা যদি আদপে লা নড়ে তাহলে ঠিক যোগের অবস্থা হয়ে যায়। মনটা কতক দিল্লী, কতক ঢাকা, কতক কুচবিহারে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মনকে কুড়িয়ে এক জায়গায় করে পরমাত্মাতে স্থির করতে হবে (২)। যোল আনা মন তাঁর জগু দিলে, তবে তাঁকে পাবে।

১১। (১) দ্বারাপত্যানি বিষয়া বিরা এতে প্রকীর্তিতাঃ ॥

শিঃ সং ৫৩

(২) ভোগজালে পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভূবি।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্।

জনিহা যোগমর্মেবতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ।

তত্র প্রাগ্ ভাবনাভ্যন্ত-যোগভূমিক্রমং বুধাঃ।

স্বস্থা পরিপতন্ত্যচৈকরূপতরং ভূমিকাক্রমম্ ॥

যোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬/৫০১১

১২। (১) যথা দীপো নিবাতস্থো নেজতে সোপমা স্বতা।

যোগিনো যতচিত্তস্তা যুক্ততো যোগমাস্ত্রনঃ ॥ গীতা ৬/১২

(২) যোগশ্চিন্তরুক্তিনিরোধঃ ॥ পতঞ্জলি ১২

১৩। যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিন্দু দেখা যায় না, তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এইজন্য যোগীরা আগে কুস্তক দ্বারা মনঃস্থির করে ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন (১)। মনঃস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়—কুস্তক হয় (২)।

১৪। নেতি ধোতির অর্থ—তু' আজুল চওড়া ও প্রায় দশ পনর হাত লম্বা একটা শাকড়ার ফালি ভিজিয়ে আস্তে আস্তে গিলে ফেলা ও পরে তাহা আবার টেনে বার করার নাম নেতি। আর ২১৩ সের জল খেয়ে পুনরায় বমি করে ফেলার নাম ধোতি (১)।

১৩। (১) চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।

যোগী স্থাপুত্ৰমাপোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ হঠঃ ২।২

(২) পবনো বধ্যতে যেন মনস্তেনৈব বধ্যতে।

মনশ্চ বধ্যতে যেন পবনস্তেন বধ্যতে ॥ হঠঃ ৪।২১

১৪। (১) চতুর্ভুজবিস্তারং হস্তপঞ্চদশায়তম্।

গুরুপদ্বিষ্টার্গেণ দিত্তং বস্ত্রং শনৈর্গ্ৰাসেৎ ॥

পুনঃ প্রত্যাহরৈচ্ছিত্তহৃদিতং ধৌতিকর্ম্ম তৎ ॥ হঠঃ ২।২৪

আকর্ষণং পুরয়েদ্বারি বস্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ।

চালয়েদুদরৈর্গৈব চোদরাজেচয়েদধঃ ॥ ঘেরণ্ড ১।১৭

নাভিধ্বজলে পায়ৌ গ্রস্তনালোংকটাসনঃ।

আধারাকুঞ্চনং কুর্য্যাৎ ফালনং বস্তিকর্ম্ম তৎ ॥ হঠঃ ২।২৬

নাভিপরিমাণে নগ্নাদিতোয়ে পায়ৌ গ্রস্তবংশনালঃ।

গুহ্যদ্বার দিয়ে জল টেনে নিয়ে পুনরায় বার করাকেও ধৌতি বলে (২)। হঠযোগীরা এই রকমে শরীরের সমস্ত শ্লেষ্মাদি বার করে ফেলে। তারা বলে এতে শরীরে রোগ আসতে পারে না এবং দৃঢ় হয়। লিঙ্গ দিয়ে দুধ ঘি টানে। জিহ্বা সিদ্ধি অভ্যাস করে। আসন কোরে শূণ্যে কখন কখন উঠে (৩)। ওসব বায়ুর কার্য্য; ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য নাই। রাজযোগের উদ্দেশ্য ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান, বৈরাগ্য। (৪)

১৫। হঠযোগের ক্রিয়াগুলো অভ্যাস করতে হলে সিদ্ধগুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকতে হয় (১)। এবং আহার বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ নিয়ে কঠোর নিয়ম সকল পালন করতে হয়। নিয়মের একটু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত হয় এবং অনেক সময়ে সাধকের মৃত্যুও হয়ে থাকে (২)।

১৪। (২) অর্থাৎ কনিষ্ঠিকা প্রবেশরন্ধ্রযুক্তং বড়ঙ্গুলদীর্ঘং বংশনালং

গৃহীত্বা চতুর্ভুজং পায়ৌ প্রবেশয়েৎ ॥ অঙ্গুলিধ্বমিতং

বহিঃ স্থাপয়েৎ ॥

(৩) ততোহধিকতরাভ্যাসাদ্ ভূমিত্যাগচ্ছ জায়তে ॥

যোগতত্ত্ব উঃ ৫৪

(৪) যদা তু রাজযোগেন নিষ্পন্ন্য যোগিভিঃ ক্রিয়া।

তদা বিবেকবৈরাগ্যাং জায়তে যোগিনো ধ্রুবম্ ॥ যোগতত্ত্ব-উঃ ১৩০

১৫। (১) যোগোপদেশং সম্প্রাপ্য লঙ্কাচ যোগবিদগুরুম্।

গুরুপদ্বিষ্টবিধিনা দ্বিগ্না নিশ্চিত্য সাধয়েৎ ॥ শিঃ সৎ ৩।১২

(২) মিতাহারং বিনা যন্ত যোগারম্ভস্ত কারয়েৎ।

নানারোগো ভবেত্তস্ত কিকিদ্ভোগো ন সিধ্যতি ॥ ঘেরণ্ড ৫।১৬

১৬। একজন শ্রাকরার তালুতে জিভ উণ্টে গিয়ে জড় সমাধির মত হয়ে অনেকদিন ঐ ভাবে ছিল (১)। সকলে তাকে পূজা করতে লাগল। কয়েক বৎসর পরে তার জিভটা হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়ে আগেকার মত চৈতন্য হল। তখন সে আবার শ্রাকরার কাজ করতে লাগল। শালগ্রামের ভাই বিরশী রকম আসন জানত (২)।

১৭। সিদ্ধাইয়ের জন্ম লোকে পঞ্চ মকার তন্ত্রমতে সাধন করে (১)। কিন্তু কি হীনবুদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, 'হে অর্জুন, অষ্টসিদ্ধির (২) মধ্যে একটি সিদ্ধিও থাকলে আমায় পাবে না; তাতে তোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে।'

১৮। হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া, আগুনের উপর দিয়ে যাওয়া, আর একদেশে একজন কি বলেছে তাই বলতে পারা, এই সব। আবার সন্তুয়ন করে ভাল করা,—সিদ্ধাই (১)। যাদের একটু

১৬। (১) লঘিকোদ্ধিহিতে গুণে রসনাং বিপদ্রীতগাম্।

সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন স্বধাকুপে বিচক্ষণঃ ॥ শিঃ সং ৪।৩১

(২) চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ ॥ শিঃ সং ৩।৮৪

১৭। (১) মণ্ডং মাংসং তথা মৎস্ত-মুদ্রামৈথুনমৈব চ।

এতানি পঞ্চ তদ্বানি ত্রয়া প্রোক্তানি শঙ্কর ॥ মঃ নিঃ ১।৫২

(২) অগ্নিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।

দৈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ নাঃ পঃ ২।৮২

১৮। (১) জন্মোবধিতপোমঠৈর্ধাবতীরিহ সিদ্ধয়ঃ।

ধোগেনাপ্রোতি তাঃ সর্কী নাঠৈ ধোগগতিং ব্রজেৎ ॥

ভাঃ ১১।১৫।৩৪

সিদ্ধাই থাকে, তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমাণ্ড এই সব হয়। যারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না (২)। সিদ্ধাই থাকা এক মহাগোল।

১৯। ও সকলে আছে কি? ওসব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চলে যায়। মা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হয় (১)। ও সকলে মন দিতে নাই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে পড়ে, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয় সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে এগুতে পারে না (২)।

২০। একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হল ও সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখাপড়া শিখে ধার্মিক বিদ্বান হয়ে বিবাহ করে সংসার ধর্ম করতে লাগল। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বার বৎসর অশ্বে ইচ্ছা হলে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে। অনেক দিন পরে ভেয়ের সঙ্গে দেখা, ছোট ভেয়ের আর আনন্দের সীমা রইল না। পরে আহারাশ্বে কথা প্রসঙ্গে ছোট ভাই বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, “দাদা

১৮। (২) কৃষ্ণভক্তিবাবহিতং ভক্তানাং নাভিবাঙ্কিতম্। নাঃ পঃ ৮২।৫

১৯। (১) এবং বহুবিধা বিয়া মৃগতৃষ্ণাসমা যুখে।

স্থিৎসানশ্চ জায়ন্তে তাংস্ত জাত্বা ত্যজেৎ সুধীঃ ॥

প্রাঃ ভোঃ ৬।১

(২) ক্রমেণ লভতে জ্ঞান মণিমা দিশুণাশিতম্।

অল্পবুদ্ধিরিমেং যোগং সেবতে সাধকাদধমঃ ॥ যোগতত্ত্ব-উঃ ২২

এতদিন সন্ন্যাসী হয়ে ফিরলে, এতে কি জ্ঞান লাভ করলে আমায় বল।” দাদা বলে, “দেখবি! তবে আমার সঙ্গে আয়।” এই বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর সামনে নদীর ধারে গিয়ে মন্ত্রবলে এপার হতে ওপারে চলে গেল। আবার ঐভাবে নদী পার হয়ে এসে বলে, ‘দেখলি (১)!’

২১। একজন যোগী যোগ সাধনায় বাকসিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলতো, তাই তৎক্ষণাৎ হতো। একদিন ঐ যোগী পথে যেতে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেল। ভক্ত সাধুটি অনেক বৎসর ধরে তপস্বী করছেন শুনে অহঙ্কারী যোগী তাঁর কাছে গিয়ে বলে, “ওহে! এতকাল ধরে ত ‘ভগবান’ ‘ভগবান’ করছ, কিছু পেলো বলতে পার? যদি নাই কিছু পেলো, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক কি?” ভক্ত সাধুটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, “মশাই, আপনি কি পেয়েছেন, শুনতে পাই কি?” যোগী বলে, “শুনবে আর কি? এই দেখ।” এই বলে নিকটে একটা হাতী বাঁধা ছিল তাকে বলে, “হাতী তুই মর!”—অমনি হাতীটা মরে পড়ে গেল। আবার কিছুক্ষণ পরে মরা হাতীটাকে বলে, “হাতী, তুই বাঁচ!” অমনি হাতীটা বেঁচে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। যোগী দম্ব করে বলে, “কিহে দেখলে ত (১)?”

২২। একজন সিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, সেই সময় একটা ঝড় উঠল। তাতে তার কষ্ট হচ্ছে বলে সে বলে, “ঝড় থেমে

২০। (১) অগ্ন্যর্কাদ্বিষাদীনাং প্রতিষ্টন্তোহপরাজয়ঃ ॥ ভাঃ ১১।১৫।৮

২১। (১) প্রাণিনাং প্রাণদানঞ্চ তেষাং প্রাণাপহারকম্।
কায়বাহক বাকসিদ্ধিং সিদ্ধিং সম্পদশ্চ স্মৃতম্ ॥ নাঃ পঃ ২।৮।৪

যাক।” সেই সময় একখানা জাহাজ পাল তুলে যাচ্ছিল। তার কথা মিথ্যা হবার নয়। ঝড় হঠাৎ থেমে গেল আর জাহাজখানিও টুক করে ডুবে গেল (১)।

২৩। ভক্ত বিল্বমঙ্গল রোজ বেশালয়ে যেত (১)। একদিন বাড়ীতে বাপ মায়ের শ্রাদ্ধের জন্ত বেশার বাড়ী যেতে অনেক রাত হয়ে গেছে। যাবার সময় অনেক খাবার তাকে দেবার জন্ত নিয়ে যাচ্ছিল। বেশার দিকে তার এত একাগ্র মন যে কিসের উপর দিয়ে যাচ্ছে কিছুই হুঁস নাই। যে পথ দিয়ে যাচ্ছিল সেই পথে এক যোগী চোখ বুজে ধ্যান করছিল। তার উপর দিয়েই গায়ে পা দিয়ে চলে যাচ্ছে, যোগা রেগে বলে “আমি ঈশ্বর চিন্তা করছি, তুই কিনা আমায় মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিস, তুই কিছুই দেখতে পাচ্ছিস না?” তখন বিল্বমঙ্গল বলে, “আমায় মাফ করবেন কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বেশাকে চিন্তা করে আমার ত কোন হুঁস নাই, কিন্তু আপনি ঈশ্বর চিন্তা করছেন, আপনার ত দেখছি বাহিরের সব হুঁসই রয়েছে। এ কি রকম ঈশ্বরচিন্তা।”

২২। (১) বাকসিদ্ধিঃ কামরূপত্বমদৃশ্যকবণী তথা ॥ যোগভঙ্গ উঃ ৭৪

২৩। (১) নদীপারে এক বেশা নামে চিন্তামণি।

তাহাতে আসক্ত সদা দিবস রজনী ॥

একদিন বিপ্লবের পিতৃশ্রাদ্ধতিথি।

বেশা কহে নদীপার না আসিও ইতি ॥ ভক্তমাল, ১২ মালা

ধ্যান-তত্ত্ব

১। ধ্যানের অবস্থা কি রকম জান? তৈল ধারার আয় মনটী হয়ে যায়। এক ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা তার ভিতর আসবে না (১)। ধ্যান করবার সময় তাঁতে মগ্ন হতে হয়।

২। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্ত তাগ্ করছে। এমন সময় সেইখান দিয়ে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে কত রোস্‌নাই করে বর ও বরষাত্রি কতক্ষণ ধরে চলে গেল। তার কিন্তু কোন হুঁস নাই (১)।

৩। গভীর ধ্যানে বাহজ্ঞান শূন্য হয়। ধ্যানে একাগ্রতা হয়, অথ কিছু দেখাশুনা যায় না, এমন কি স্পর্শবোধ পর্যন্ত হয় না (১)। গায়ের উপর দিয়ে যদি সাপ চলে যায় তাহলে যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না, সাপটাও জানতে পারে না। গভীর ধ্যানে মন বহিমুখ থাকে না, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব বন্ধ হয়ে যায়; যেন

১। (১) দেশে চ ধারণায়ন্তে জ্ঞানবৃত্তোকতানতা।
তৈলধারাবদচ্ছিন্না ধ্যানং তদ্ যোগিনো বিদ্বঃ ॥

২। (১) তনৈবমাশ্রয়বরুদ্ধচিত্তো, ন বেদ কিঞ্চিদ্বহিরন্তরং বা।
যথেষুকারো নৃপতিং ব্রজন্তমিষৌ গতাত্মা ন বদর্শ পাশ্বে।

৩। (১) ন চ স্পর্শং বিজানাতি ন সঙ্কল্পয়তে মনঃ ॥
তাঃ ১১৯।১৩

শিঃ পুঃ বায়বীয় সং ২০।৬৪
নাত্তং পদার্থং জানাতি ধ্যানমেত্তং প্রকীর্তিতম্ ॥

গঃ পুঃ পুঃ ২৪০।৩০

বার বাড়ীতে কপাট পড়ল (২)। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি বিষয় বাহিরে পড়ে থাকে। (৩) প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ঐ পাঁচটি বিষয় সামনে আসে। গভীর ধ্যানে আর সে সকল আসে না।

৪। ধ্যান এমন করবে যে তাঁতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে—ডাইলিউট (Dilute) হয়ে যাবে; যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা তার গায়ে বসে, কিন্তু সে টের পায় না (১)। মা কালীর মন্দিরের নাটমন্দিরে আমি যখন বসে ধ্যান করতুম, তখন সেখানকার লোকেরা বোলতো “আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী বসে খেলা করে।”

৫। দেখ, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! ঠিক ধ্যান হলে এইটি সত্য সত্য দেখবে। আবার কখন মনে হোত আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন (১)।

৩। (২) অচলঞ্চ মনঃ কুর্য্যাৎ ধোয়বস্ত্তনি সন্তমাঃ।
ধ্যান-ধোয়-ধ্যাতৃত্বাবো যথা নশ্রতি নির্ভরম্ ॥

রুঃ নাঃ পুঃ ৩১।১৪২

(৩) স্পর্শান্ কৃৎস্বা বহির্বাহ্যং স্কন্ধুর্শ্চৈবাস্তবৈ ক্রবোঃ ॥ গীতা ৫।২৭

৪। (১) অপ্রমত্তেন বোধকব্যং শবৎ তন্ময়ো ভবেৎ ॥ মুণ্ডক উঃ ২।৪

৫। (১) অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবাম্বরে ॥

ঘোঃ বাঃ নিঃ পুঃ ১২৬।৬২

৬। তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে তিনি উপাধি শূন্য, বাক্য মনের অতীত এই ভাবে তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করতে হয় (১)। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। তিনি যখন মানুষে অবতীর্ণ হন তখন ধ্যানের খুব সুবিধা (২)। দেহটী আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতর আলো জ্বলছে; অথবা সার্সির ভিতর বহুমূল্য জিনিষ দেখছি। তেমনি মানুষের ভিতর নারায়ণ রয়েছেন। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। যা কিছু দেখছ শুনছ সব লীন হয়ে যাবে। কেবল স্ব-স্বরূপ চিন্তা করে ‘আমি কি’—‘আমি কি’ বলে শিব নাচেন। একে বলে ‘শিবযোগ’। নেতি নেতি করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। আর এক আছে ‘বিষ্ণুযোগ’। নাসাগ্রে দৃষ্টি, অর্দ্ধেক জগতে, অর্দ্ধেক অন্তরে (৩)।

৭। ধ্যান করবে মনে, কোণে, বনে (১)। ঈশ্বর চিন্তা যত লোকে টের না পায়, ততই ভাল। যদি বল কোন্ মূর্তির চিন্তা কোরবো; যাকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, তারই ধ্যান করবে। একজনকে বা একটাকে পাকা করে ধর, তবে ত আঁট

৬। (১) অরূপং তত্র বদ্যানমবাস্ত্রনসগোচরম্।

অব্যক্তং সর্বতো ব্যাপ্ত মিদমিখং বিবর্জিতম্ ॥ মঃ নিঃ ৫।১৩৭

(২) অতন্তবাবতারেষু রূপাণি নিপুণা ভুবি।

ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥

অধ্যাত্ম লঃ ৮।৪৪

(৩) হস্তাংসঙ্গাধায় স্বনাসাগ্রকৃতেক্ষণঃ ॥ ভাঃ ১১।১৪।৩২

৭। (১) যোগী যুগ্মীত সততমাশ্রানং রহসি স্থিতঃ।

একাকী যতচিন্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥ গীতা ৬।১০

হবে। কিন্তু জানবে যে সব এক। কার উপর বিদ্বেষ করতে নাই। শিব, কালী, হরি,—সবই একেরই ভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সেই শূন্য। ‘বহিঃ শৈব, হৃদে কালী, মুখে হরিবোল (২)।’ স্বরূপ মনন থাকলেই হল। ইহাতেই ধ্যান হয়। পদ্মাসনে (সাধারণ ভাবে) বসে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ রেখে উভয় হাত বক্ষে ধারণ করে চোখ বুজে সাকার ধ্যান করতে হয় (৩)।

৮। হৃদয় ডক্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে অথবা সহস্রারে ধ্যান হতে পারে (১)। এগুলি আইনের ধ্যান—শাস্ত্রে আছে। কোথায় তিনি নাই? তবে যখন সব স্থানই ব্রহ্মময়, তখন তোমার যেখানে ইচ্ছা ধ্যান করতে পার। গঙ্গাতীরও যেমন পবিত্র আবার যেখানে খারাপ মাটি আছে সেও তেমনি পবিত্র। যখন নারায়ণ বলির কাছে তিন পায়ে স্বর্গ, মর্ত, পাताल চেকে ফেললেন, তখন কি কোনস্থান বাকি ছিল (২)? ধ্যান করবার সময় ইচ্ছাচিন্তা করে তারপর কি অশ্রু সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সর্বদা সেইদিকে রাখবে (৩)।

৭। (২) অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ॥

প্রাঃ তোঃ সঃ ৪ পঃ

(৩) সব্যাপাদমুপাদায় দক্ষোপরি ত্রসেত্ততঃ।

তথৈব দক্ষিণং সব্যস্তোপরি চ বিধানবিৎ ॥

পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং অপকর্মস্ব শত্বতে ॥ শাক্তাঃ তঃ ৫ম উঃ

৮। (১) ততোদেবীং হৃদন্তোজে ধ্যায়ন্তদগতমানসঃ ॥ শাক্তাঃ তঃ ৭ম উঃ

স্বমূর্দ্ধি সহস্রারে শিবাখ্যপর বিন্দুকে ॥ শাক্তাঃ তঃ ৪র্থ উঃ

(২) মহীং সর্বাং হতাং দৃষ্ট্বা ত্রিপদব্যাজযজ্ঞা ॥ ভাঃ ৮।২।১২

(৩) স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিৎ ॥ হঃ ভঃ বিঃ ৩২৫

৯। চক্ষু চেয়েও ধ্যান হয়, কথা, কহিতে কহিতেও ধ্যান হয়। যেমন একজনের যদি দাঁতের ব্যামো থাকে সে সব কর্ম করছে, কিন্তু সেই যন্ত্রণার দিকে মনটা রয়েছে। আমিও আগে চক্ষু বুজে ধ্যান করতুম। তারপর ভাবলুম চক্ষু বুজলে ঈশ্বর আছেন আর চক্ষু খুললে ঈশ্বর নাই? চক্ষু খুলেও দেখছি তিনি সর্ববভূতে রয়েছেন (১)।

১০। সাধকের ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে একপ্রকার নিদ্রার মত আসে, তাকে যোগ-নিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায় (১)।

১১। পূজার চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে ধ্যান বড় (১)। “ধ্যানসিদ্ধি যেই জন মুক্তি তাঁর ঠাই।” ধ্যানসিদ্ধি কাদের বলে জান?—যারা ধ্যান করতে বসলেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়। আবার ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড় (২)। প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া যায়।

৯। (১) আঁঠুৈকভাবনিষ্ঠস্ত বা বা চেষ্টা তদর্চনম্।

যো যো জগ্নঃ স্বমন্ত্রস্ত তদ্ধানং যন্নিরীক্ষণম্ ॥ কুলার্ণব ৯

১০। (১) বা নিরাস্তঃস্থলাধঃস্থ জগদগুপালভঃ।

বিভজ্য পুরুষং যাতি যোগনিদ্রেতি সোচ্যতে ॥

কালিকা পুঃ ৬

১১। (১) পূজাকোটিসমং স্তোত্রং স্তোত্রকোটী সমোজপঃ।

জপকোটিসমং ধ্যানং ধ্যানকোটীসমোলয়ঃ ॥ কুলার্ণব ৯ উঃ

(২) ফ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেমদার ভাব।

ভাবের পরম কাষ্ঠা নাম মহাভাব ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৪পঃ

সাকার ও নিরাকার।

১। তিনি সাকারও বটে, আবার নিরাকারও বটে (১)। আবার তা ছাড়া আরও কি, তা কে জানে? তাঁর ইতি করা যায় না। ঈশ্বর শুধু সাকার বলে কি হবে? তিনি শ্রীকৃষ্ণের আয় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন, এও সত্য; নানারূপ ধরে ভক্তকে দেখা দেন, এও সত্য (২)। আবার তিনি নিরাকার অথগু সচ্চিদানন্দ, এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকারও বলেছে, নিরাকারও বলেছে। সগুণও বলেছে, নিগুণও বলেছে (৩)।

২। সাকার নিরাকার দুইই সত্য। শুধু নিরাকার বলা কিরূপ জান? রহুনচোকিতে দু'জন বাঁশী বাজায়, কিন্তু তার মধ্যে একজন তার বাঁশীর সাতটা ফোকর থাকতেও কেবল পৌ ধরে থাকে। আর একজন কত রাগ রাগিণী বাজায়। সেইরূপ সাকার বাদীরা ঈশ্বরকে নানাভাবে সম্বোধন করে,—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর নানাভাবে (১)।

১। (১) ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্ত গুণভেদেন সম্ভবতম্।

তদ্বাক্ষ দ্বিগুণং বস্তু সগুণং নিগুণং শিবম্ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ৪২

(২) ভক্তাহুরোধাৎ সাকারো নিরাধারো নিরুপদঃ।

নিবৃত্ত্যহো নিখিলাধারো নিঃশঙ্কো নিরূপদ্রবঃ ॥

ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণজঃ ৫৬-৫৭

(৩) অথগুং সচ্চিদানন্দং ব্রহ্মাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।

ঈশঃ কর্ত্তা ব্রহ্ম সাক্ষী মায়াপহিতসত্ত্বা ॥ শান্তিগীতা ২।২৬

২। (১) বিবিধান্দ্রব্যমাধুষ্যবীর্ষ্যৈশ্বর্যাদিসম্ভবঃ।

স্বদেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্ত্যলীলা মনোহরাঃ ॥

লঘুভাগবতামৃত ৩৩৪

৩। একজন সম্যাসী জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে তার সন্দেহ হল যে, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। তার হাতে যে দণ্ড ছিল সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল তাঁর গায়ে ঠেকে কি না। একবার দেখলে ঠেকল, আবার একবার দেখলে ঠেকল না, সেখানে ঠাকুরের মূর্তি নাই। তখন সম্যাসী বুঝতে পারলে যে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার (১)।

৪। কেউ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার কেউ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায় (১)। ভক্তের জন্য তিনি সাকার (২)।

৫। দূরে বলে কালীরূপ কি শ্যামরূপ চোদ্দপোয়া দেখায়। সূর্য্য দূরে বলে ছোট দেখায়। কাছে গেলে এত বড় দেখাবে যে, ধারণা করতে পারবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ দূরে বলে শ্যামবর্ণ দেখায় (১)। যেমন দূর থেকে দীঘির জল সবুজ, নীল বা

৩। (১) সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নিগুণং প্রভুঃ ॥

বঃ ১২ঃ গণপতিঃ ৩২।৪২

৪। (১) সাকারেণ মহাদেবি নিরাকারঞ্চ ভাবয়েৎ ॥ কুজিকাতন্ত্র ৯ পঃ
হরিণি নিগুণং সাক্ষাৎ পুরুষং প্রকৃতেঃ পরঃ।

স সর্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন-নিগুণো ভবেৎ ॥ ভাঃ ১০।৮৮।৫

(২) ভক্তানুকম্পী ভগবান্ সাধুনাং রক্ষণায় চ।

আবির্ভবতি লোকেষু গুণীষাক্ষৈঃ প্রতীয়তে ॥ গঃ পুঃ উঃ ৭।৯৯

৫। (১) যথা দূরতো দৃশ্যতে শ্যামরূপং
ঘটায়ান্তেদং নদস্তাপি গর্ভে।

যথাকালরূপং মহচ্ছ্যামলং বা

জলং চাখরং চোজ্জলং নাপি কৃষ্ণম্ ॥ গর্গ সং অখঃ ৬।১৪

কাল দেখায়; কাছে গিয়ে জল তুলে দেখ কোন রংই নাই। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ, কাছে কোন রঙ নাই (২)। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে, ততই ধারণা হবে তাঁর নামরূপ নাই।

৬। তিনি সাকার কি নিরাকার, সে সব কথা ভাববারই বা কি দরকার (১)? নির্জ্ঞানে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলতে হয়, “হে ঈশ্বর তুমি যে কেমন, তাই আমরা দেখা দাও।”

৭। তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন (১)। অন্তরে তিনিই আছেন, বেদে তাই বলে “তত্ত্বমসি” (২) (সেই তুমি) বাহিরে মায়াতে নানারূপ দেখাচ্ছে, বস্তুতঃ তিনিই রয়েছেন (৩)। তাই সব নানারূপ বর্ণনা করবার আগে বলতে হয়, “ওঁ তৎ সৎ।”

৮। যে সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করে সেই তাঁর স্বরূপ কি জানতে পারে। সেইই জানে যে তিনি নানারূপে ও নানাভাবে দেখা

৫। (২) আকাশে ধূমবন্মায়া তৎকার্য্যমপি বিস্তৃতম্।

সদঃ স্পর্শস্ততো নাস্তি নাশং মলিনং ততঃ ॥ শান্তিগীতা ৭।৩৩

৬। (১) যো বা অনন্তস্ত গুণানন্তা-

নমুক্রমিষ্যন্ সতু বালবুদ্ধিঃ।

রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ

কালেন নৈবাখিলশক্তিদায়ঃ ॥ ভাঃ ১১।৪।২

৭। (১) অহমাত্মাস্তরো বাহোহনারুতঃ সর্বদেহিনাম্।

যথা ভূতানি ভূতেষু বহিরন্তঃ স্বয়ং তথা ॥ ভাঃ ১১।৫।৩৬

(২) তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো ॥ ছাঃ উঃ ৬।৮।৭

(৩) যন্ত কুক্ষাবিৎ সর্বং সাত্বং ভাতি যথা তথা।

তৎ ত্র্যম্বগীহ তৎ সর্বং কিমিদং মায়া বিনা ॥ ভাঃ ১০।১৪।১৭

দেন। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার; তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি; তিনিই সগুণ, তিনিই নিগুণ (১)। আবার আরও কত আকার আছে, তা কে বলতে পারে (২)? যে গাছতলায় থাকে, সেই জানে যে বহুরূপীর নানা রঙ; আবার কখন কখনও কোন রঙই থাকে না। অথ লোক কেবল তর্ক বাগড়া করে কষ্ট পায় (৩)। ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেই রূপেই তিনি দেখা দেন। তিনি যে ভক্তবৎসল।

২। কতকগুলো কাণা হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। একজন লোক বলে দিলে, এ জানোয়ারটার নাম হাতী। চোখে ত দেখতে পায় না। হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এল। কেউ শুঁড় দেখলে, কেউ পা দেখলে, কেউ পেট দেখলে, কেউ কাণ দেখলে। দেখে এসে তাদের মহা বাগড়া বেধে গেল। কেউ বললে, ‘হাতী জলের জ্বালার মত’, কেউ বললে ‘না, হাতী খামের মত,’ কেউ বললে, ‘না হাতী কুলোর মত,’—মহা বিবাদ (১)। তেমনি ঈশ্বর সম্বন্ধে

৮। (১) তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ পরমার্থতঃ সাকার-নিরাকারৌ স্বভাবসিকৌ ॥

ত্রিপাদবিভূতি উঃ ২

(২) যেই যেই রূপ জানে সেই তাহা কহে।

সকল সম্ভবে কৃষ্ণে কিছু মিথ্যা নহে ॥ চৈঃ চঃ আঃ ৫ পঃ

(৩) বিনেয়ং জনমাসাচ্চ তত্র তত্র তথাগতৈঃ।

বহুরূপা সমেতৈকা নানা নামভিরীভ্যাসে ॥

৯। (১) বহুবোহন্ধা হস্তিনিরূপণার্থং প্রবৃত্তাঃ। কেনচিত্ চরণং স্পৃষ্টা।
তন্তাকারত্বেন, কেনাপি লাঙ্গুলং স্পৃষ্টা রজ্জ্বাকারত্বেন, পরেণ

যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি; আর কিছু নয় (২)।

১০। সাধকের জন্ম তিনি নানা ভাবে নানারূপে দেখা দেন (১)। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। অনেকে কাপড় রঙ করার জন্ম তার কাছে আসত। সে লোকটী যে যে রঙে কাপড় ছোপাতে ইচ্ছা করতো, তাকেই সেই এক গামলা হতেই সেই রঙে ছুপিয়ে দিত।

১১। নিরাকার সাধক আগে হয়ত দশভূজা দর্শন করলে; ঐ মূর্তিতে ঐশ্বর্যের বেশী প্রকাশ; তারপর চতুর্ভূজ; তারপর দ্বিভূজ গোপাল; কোন ঐশ্বর্যই নাই; কেবল কচি ছেলের মূর্তি, শেষে অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন করে তাইতে লীন (১)। সাকার সাধনা সোজা। তবে তেমন সোজা নয়।

১২। আগে সাকারে মনস্থির করতে হয়। প্রতিমা পূজাতে দোষ কি (১)? বেদান্তে বলে, যেখানে ‘অস্তি, ভাতি, প্রিয়’,

৯। (১) শ্রোত্রং স্পৃষ্টা স্পর্শপাকারত্বেনাপরেণ শুণ্ডং স্পৃষ্টা স্পর্শপাকারত্বেন গজো নির্নীতঃ ॥
শব্দকল্পদ্রুম ত্রায়শব্দ

(২) তদেতদঘরং ব্রহ্ম নিরাকারং কুবুদ্ধিভিঃ।
জ্ঞাতাঙ্গগজদৃষ্ট্যব কোটিশঃ পরিকল্প্যতে ॥ নৈকশ্মসিদ্ধি ২।৩০

১০। (১) চিন্ময়স্তাপ্রমেয়স্ত নিষ্কলস্ত শরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা ॥ কুসার্ণব ৬ উঃ

১১। (১) সাকারং মূলকং সর্বাং সাকারঞ্চ প্রণগৃহীত ॥ কুজিকাতন্ত্র ২পঃ

১২। (১) গবাং সর্বাঙ্গজ্ঞং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাং যথা।
তথা সর্বত্রগো দেবঃ প্রতিমাদিশু বাসতে ॥ ফেৎকারিণী তন্ত্র।

সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তিনি ছাড়া কোন জিনিষই নাই (২)।

১৩। যদি মাটির প্রতিমা পূজা করতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তাহলেও তাঁকেই যে ডাকা হচ্ছে তা তিনি জানেন। তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হবেন। যদি মাটিরই হয় সে পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা তিনিই আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে (১)। যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ খাবার বন্দোবস্ত করেন।

১৪। প্রতিমার আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিষের দরকার। প্রথম, যিনি পূজা করবেন তাঁর ভক্তি হওয়া চাই। দ্বিতীয়, প্রতিমার গড়ন সুন্দর হওয়া চাই। তৃতীয়, যাঁর বাড়ীতে পূজা হয়, অর্থাৎ গৃহস্থামীর ভক্তি হওয়া চাই (১)।

১৫। ঈশ্বরীয় রূপ অবিশ্বাস কোরো না (১)। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তারপর যে রূপটি ভালবাস সেইরূপ ধ্যান কোরো। (২) ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রীরূপের মানে জান ? যিনি

- ১২। (২) অস্তি ভাতি প্রিয়ং নাম রূপঞ্চৈতৎশপঞ্চকম্ ।
আত্মজয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপমতোদয়ম্ ॥ দৃগদৃশ্যবিবেক
- ১৩। (১) যে-সেহিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ।
বিপর্যায়স্ত দোষঃ শ্রাদ্ধভয়োরেব নিশ্চয়ঃ ॥ ভাঃ ১১২১২
- ১৪। (১) অর্চকস্ত তপোযোগাদর্চনশ্রাতিশায়নাং ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিশ্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমুচ্ছতি ॥ তিথিতত্ত্ব
সাধকস্তহি বিশ্বাসাং সান্নিধ্যং দেবতা ভজেৎ ॥ কুলার্ণব
- ১৫। (১) মুচ্ছিতাধাতুপার্বাদি-মূর্ত্তা ঈশ্বরবুদ্ধয়ঃ ॥ শাক্তানন্দ তরঙ্গিনী
(২) যা যশ্চাভিমতা পুংসঃ সা হি তষ্টৈব দেবতা ।

জগৎকে ধারণ করে আছেন, তিনি না ধরলে, না পালন করলে জগৎ পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। মন-করীকে যে বশ করতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রেখেছে। সাকার মূর্ত্তিকে কাঠ, মাটি মনে করো না।

১৬। রাম, কৃষ্ণ, কালী এ সকল সাকার রূপ কি রকম জান ? যেমন জলরাশির মাঝ থেকে ভুড় ভুড়ি উঠে সেই রূপ। মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক একটা রূপ উঠেছে দেখা যায়। অবতারও একটা রূপ। অবতার লীলা সে আত্মশক্তিরই খেলা (১)।

১৬। (১) নিতৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।

যথা সর্বগতো বিষ্ণু স্তৈবেয়ং বিজ্ঞোত্তম ॥ বিষ্ণু পুঃ ১৮।১৫

দেবত্বে দেবদেহেয়ং মাতৃবশ্বে চ মাতৃষী ।

বিষ্ণোর্দেহাত্মকৃপাং বৈ কবোতোযাশ্বনন্তরুম্ ॥ বিষ্ণু পুঃ ১৯।১৪৩

অবতার-তত্ত্ব

১। ঈশ্বরকে সাকার নিরাকার দুইই দেখা যায়। সাকার চিত্তরূপ দর্শন হয় (১)। আবার সাকার মানুষ, তাতেও তিনি প্রত্যক্ষ। (২) অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন (৩)।

২। আত্মশক্তির সাহায্যে অবতার লীলা। তাঁর শক্তিতে অবতার। সমস্তই মার শক্তি। মার শক্তি পেলে তবে কাজ করেন (১)। কালী বাড়ীতে আগে যে খাজাঞ্চি ছিল সে কেউ বেশী রকম চাইলে বলতো, “হু তিন দিন পরে এসো।” মালিককে জিজ্ঞাসা করবে। কলির শেষে কলি অবতার হবে। ব্রাহ্মণের ছেলে—সে কিছু জানে না—হঠাৎ ঘোড়া আর তরবার আসবে (২)।

১। (১) যে ব্রহ্মণী ভূবি জেয়ে মূর্ত্যমূর্ত্তঞ্চ এব চ।

মূর্ত্যমূর্ত্তম্ভাবোহয়ং ধ্যেয়ো নারায়ণোবিভূঃ ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৬৭০

(২) মায়াশ্রিতো যঃ সন্তুগো মায়াভীতশ্চ নিগুণঃ।

সেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ ॥ ব্রঃ বৈঃ কৃঃ ৪২

(৩) সন্তুগামি যুগে যুগে ॥ গীতা ৩।৮

২। (১) সৃষ্টিহিত্যন্তরূপা সা বিজ্ঞাবিজ্ঞাত্রয়ী পরা।

স্বরূপা শক্তিরূপা চ মায়া রূপা চ চিত্তরূপা।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাম্ দেহকারণকারণম্।

চরাচরং জগৎ সর্বং যন্মায়া পরিরম্ভিতম্ ॥ পদ্ম পুঃ পাতালখণ্ড

(২) শব্দলগ্রামমুখ্যস্ত ব্রাহ্মণস্ত মহাত্মনঃ।

ভবনে বিযুগ্মসঃ কলিঃ প্রাহুর্ভবিষ্যতি ॥

৩। ঈশ্বর সর্ববস্থানে সর্ববভূতে আছেন বটে; কিন্তু অবতার না হলে জীবের আকাঙ্ক্ষা পূরে না, প্রয়োজন মেটে না। তাই তিনি মানুষ দেহ ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হন (১)। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, জগৎলীলা, নরলীলা। নরলীলায় অবতার (২)।

৪। সরকারী লোক—তাহাকে জগদম্মার জমিদারীর যেখানেই যখন কোন গোলমাল উপস্থিত হবে, সেইখানেই তখন গোল থামাতে ছুটতে হবে (১)। সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচিচন্দানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ করে বসে, আমিই যুগে যুগে অবতার।

৫। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্য চৌদ্দ পোয়া হয়ে লীলা করতে আসেন (১)। তাঁকে নররূপে দেখতে

২। (২) অশ্বমাত্তমারূহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ।

অসিনাহসাদুদমনমষ্টৈশ্বৰ্য্যশূণ্যদ্বিতঃ ॥ ভাঃ ১২।২।১৮-১৯

৩। (১) অমুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাপ্রিতিঃ।

ভক্ততে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥

ভাঃ ১০।৩৩.৩৬

(২) ভাব্যতোষ সত্ত্বেন লোকান্ বৈ লোকভাবনঃ।

লীলাবতারাম্মরতো দেব-তিথ্যঙ্-নরাদিভিঃ ॥ ভাঃ ১২।৩৩

৪। (১) এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারানেকশঃ।

করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতোভূশম্ ॥ দেঃ ভাঃ ৪।২।৩৭

এতদর্থোহবতারোহয়ং ভূভার হরণায় মে।

সংরক্ষণায় সাধুনাং কৃতোহন্তেষাং বধায় চ। ভাঃ ১০।৫০।৯

৫। (১) স্ব-ভক্তিরিযোগ-পরিভাবিত-হৃৎসরোজে

আসসে শ্রুতেক্ষিতপথো নহু নাথ পুংসাম্।

পেলে তবে ত ভক্তেরা ভাই ভগ্নী, বাপ মা, সন্তানের মত স্নেহ করতে পারবে (২)।

৬। মানুষলীলা কেন জান? মানুষের ভেতর তাঁর কথা শুনে পাওয়া যায়, মানুষের ভেতর তাঁর বিলাস; মানুষের ভেতরই তিনি রসাস্বাদন করেন। সেইজন্মই মানুষলীলা (১)। আর সব ভক্তের ভেতর তাঁরই একটু একটু প্রকাশ।

৭। যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্য। সে সূর্যকে দেখলে চকু বলসে যায় না,—বরং চক্ষের তৃপ্তি হয়। ভক্তের জন্ম ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায় (১)—তিনি ঐশ্বর্য ত্যাগ করে ভক্তের কাছে

৫ (১) যদ্ যচ্ছিন্নাত উরুগায় বিভাবয়ন্তি

তত্ত্বপুং প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভাঃ ৩।১।১১

(২) মনসো বিষয়ো দেব রূপং তে নিগুণং পংম্।

কথং দৃশ্যং ভবেদেব দৃশ্যভাবে ভজ্ঞং কথম্ ॥

অতস্তবাবতারেষু রূপানি নিগুণা হুবি।

ভজন্তি বুদ্ধিসম্পন্নাস্তরন্ত্যেব ভবার্ণবম্ ॥ অধ্যায়, লঃ ৮।৪৩-৪০

৬। (১) বিবিধাচর্য্য-মাধুর্য্য-বৌদ্ধিধর্ম্মাদিসমস্তাং।

অন্যদেবাদিলীলাভ্যো মর্ত্তগালা মনোহরা ॥

লঘু ভাগবতামৃত কৃষ্ণ ৩৩৪

৭। (১) ইদানোঃ ত্রিব্রহ্মন্দরীণাং মনোরথপরিপূরণার্থা

প্রেমরসবিস্তাররূপং তদবতারমুখ্যতরপ্রয়োজনং দর্শয়ন্

তাভিঃ সহ বিহরণমেষ তস্ত সর্বাতিশায়ায় স্থখমিতি চ

প্রকটয়ন্ ইত্যাদি।

ভাঃ ১০।২৯।১ বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী ॥

আসেন (২)। যেমন অটীনে গাছ, তাকে দেখে কেউ চিনতে পারে না। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন (৩)।

৮। অবতার—যিনি তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে (১), চব্বিশ অবতার আছে (২), আবার অসংখ্য অবতার আছে (৩)। অবতার বা অবতারের অংশ, এদের ঈশ্বরকোটি বলে। পূর্ণব্রহ্মরূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্য অবতার হচ্ছে যাচ্ছে (৪)।

৯। একমতে আছে যশোদাদি গোপীগণ পূর্বব্রহ্মে নিরাকার-বাদী ছিলেন। তাঁদের তাতে তৃপ্তি না হওয়াতে বৃন্দাবন-লীলায়

৭। (২) দর্শয়ন্ত মহানন্দং বালভাবং স্নুকোমলম্।

ললিতালিঙ্গনালাপৈশ্চর্য্যামুৎকটং, তমঃ ॥

অধ্যায়, আদি ৩।৩২

(৩) বৈরাগ্যবিভা-নিজন্ত ক্রিয়োগ-

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।

ত্রিকৃষ্ণচৈতন্ত-শরীরধারী

কৃপামুখির্ষন্তমহং প্রপদ্যে ॥ চৈঃ চন্দ্রোঃ ৩।২২

৮। (১) মৎস্তঃ কুর্শো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।

রামো রামশ্চ রামশ্চ বৃদ্ধঃ কব্ধির্দশ শ্বতাঃ ॥ গঃ পুঃ উঃ ৩।৩৫

(২) যত্রোত্তমঃ ক্ষিতিলোকরূপাণাং বিভ্রং, ইত্যাদি। ভাঃ ২।৭।১

(৩) অবতারো হৃদংখ্যোহ্য ইবেঃ সর্বনির্ধেয়জ্ঞাঃ।

যথাবিদ্যাগিনিঃ কৃপায়াঃ সরসঃ স্ন্যঃ সহস্রণঃ ॥ ভাঃ ১।৩।২৬

(৪) এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

যন্তাংশাংশেন স্রজ্যন্তে দেবতির্ধ্যাঙ্ নরাদয়ঃ ॥ ভাঃ ১।৩।৫

শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ। শ্রীকৃষ্ণ তাদের একদিন নিত্যধাম দর্শন করাবার জন্ত যমুনায়ে ডুব দিতে বলেন (১)।

১০। অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারুণ্য শেষ জন্ম। নিত্যসিদ্ধ একটি থাক আলাদা। সব পাখীর ঠোঁট বাঁকা নয়। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না। এরা কামিনী কাঞ্চনে কখনও আসক্ত হয় না। তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান চৈতন্য হয়ে আছে। একটু বয়স হলেই বুঝতে পারে, সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষা নাই। এক চিন্তা কিসে মার কাছে যাব, কিসে ঈশ্বর লাভ হয়। এরা সংসারে আসে জীবশিক্ষার জন্ত। নারদ, শুকদেবাদি; তাদের বলে নিত্যসিদ্ধ (১)। আর নিত্যসিদ্ধ হোমা পাখীর ঞায়। বেদে আছে হোমা পাখীর কথা। সে পাখী উঁচু আকাশে থাকে। আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচু যে ডিমটা পড়তে পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে

২। (১) ব্রহ্মানন্দেন পূর্ণাহং তেনানন্দেন তৃপ্তধীঃ।

তথাপি শূন্যমাত্মনং মন্ত্রে কৃষ্ণরতিং বিনা ॥

ইদানীমতিনির্বিন্ধা দেহস্যন্ত বিলঙ্কনম্।

কর্তৃমিচ্ছামি পুণ্যায়ং বাপিকায়ামিহৈব তু ॥

অথকল্পান্তরে মেহং তাক্ত্বা জাতা ইবাধুনা ॥

পদ্ম পুঃ পাঃ ৪১।৩২-৪৫

১০। (১) সেই বিভিন্নাংশ জীব দুইত প্রকার।

এক নিত্যমুক্ত একের নিত্য সংসার ॥

নিত্যমুক্ত নিত্যকৃষ্ণ চরণে উন্নত।

কৃষ্ণ পারিষদ নাম ভুক্তে সেবা স্তম্ভ ॥ চৈঃ চঃ মঃ ১২ পঃ

থাকে আর পড়তে পড়তেই চোক ফোটে, ডানা বেরোয়। চোক ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্ছে, মাটিতে লাগলে একেবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে মার দিকে একেবারে চোঁচা দৌড় দেয়, আর উঁচুতে উঠে যায় (২)।

১১। তিনি যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন। জীবের মঙ্গলের জন্ত। অবতারাди ঈশ্বর কোটা। তাঁরা কখনও সংসারে বদ্ধ হন না। তাঁরা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছেন। সংসারীদের মত তাঁদের ‘আমি’ মোটা ‘আমি’ নয় (১)। সংসারী লোকদের ‘আমি’ সংসারী লোকদের অহঙ্কার, যেন চারিদিকে পাঁচিল আর মাথার উপর ছাদ; বাহিরের কিছুই দেখা যায় না। অবতারাদির ‘আমি’ পাতলা ‘আমি’। এ ‘আমি’র ভিতর দিয়ে ঈশ্বরকে সর্বদা দেখা যায়।

১২। একটা ভাব আশ্রয় করতে হয় (১)। রাম অবতারে শান্ত, দাস্ত, বাৎসল্য, সখ্য এই সব আর রাজনীতি, যুদ্ধ, সীতার সতীত্ব

১০। (২) অন্তরীক্ষেহপি জায়ন্তে আকাশবিহগাদয়ঃ।

বনবাণীষু ভায়ন্তে সিংহব্যাভ্রগাদয়ঃ ॥ যোঃ বাঃ উঃ ১৪।৩১

অন্ত টীকাঃ—আকাশবিহগাঃ ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষান্তেহি সদা

ভ্রমন্তোহন্তরীক্ষএব প্রসুন্তে, প্রসুতং চাত্তমধঃপাতাবৎ

প্রাগেব ভিত্তা নির্গতাঃ শাবকাঃ সত্তসঞ্জাতপক্ষা অন্তরীক্ষ-

মেবোৎপত্য ভ্রমন্তীতি লোক-প্রবাদ-প্রসিদ্ধম্ ॥

১১। (১) দেবতীর্থ্যং মহত্বাদি চেষ্টাবন্তি স্বলীলয়া।

জগতামুপকারায় ন সা কর্মনিমিত্তজা ॥ বিষ্ণু পুঃ ৬।৭।৭১

১২। (১) ন কাষ্ঠে বিততে দেবো ন শিলায়াং ন কাঞ্চনে।

যত্র ভাবস্তত্র হরি স্তম্ভাদ্ ভাবো হি কারণম্ ॥

গর্গ সং অখঃ ৬।১।৩৮

রক্ষা। সীতার শুদ্ধ সতীহ। কৃষ্ণ অবতারে শান্ত, দাস্ত্র ছিল আর মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব (হেনালী আছে) চৈতন্য অবতারে বড় নিষ্ঠা কাষ্ঠা, নয়?

১৩। চৈতন্যদেবের জ্ঞান ও ভক্তি দুই ছিল। তিনি ঈশ্বরের অবতার (১)। তাঁর এমন বৈরাগ্য যে, তাঁর জিহ্বায় সার্বভৌম যখন চিনি ঢেলে দিলে, তখন চিনি হাওয়াতে ফর ফর করে উড়ে গেল। ভিজল না। সর্বদাই সমাধিস্থ।

১৪। লোক শিক্ষার জগৎ ভক্তি ভক্ত নিয়ে অবতার থাকেন। যেমন ছাদে উঠে সিঁড়িতে আনাগোনা করা। অগ্নি মানুষ, যতক্ষণ জ্ঞান লাভ না হয়, যতক্ষণ সব বাসনা না যায় ততক্ষণ ছাদে উঠবার জগৎ ভক্তিপথে থাকবে (১)। সব বাসনা না গেলে ছাদে উঠা যায় না। দোকানদার খাতার হিসাব না মেটা পর্যন্ত ঘুমায় না (২)। খাতার হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়।

১৫। অবতারাদির 'আমি' গর্তওয়াল। পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ দেখা যায়। এর মানে, যদিও তাঁরা

১৩। (১) সুনপিতচর্য্যে চিরাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।

সমর্পয়িতু শ্রুতোজ্ঞানরসায় স্বভক্তিপ্রিয়ম্ ॥

হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যতিকদম্বসলীপিতঃ।

সদা হৃদয়কন্দরে স্মৃতি বঃ শচীনন্দনঃ ॥ চৈঃ চঃ আদি ৪

১৪। (১) অপহৃতপকলৈষণামলায়্য ত্ববিরতমেধিতভাবনোপহৃতঃ।

নিজজনবর্ণণায়্যনোহিহন ন সরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ শতাংহি ॥

তাঃ ৪:৩১২০

(২) বাসনাসংপরিভ্যাগাচ্চিৎ গচ্ছত্যচিন্ত্যাম্ ॥ অরপূর্ণা উঃ ৪, ৮৬

মানবদেহ ধারণ করেছেন, তাহলেও সর্বদা যোগেতেই থাকেন। আবার যদি ইচ্ছা করেন তবে বড় গর্তের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হন। আবার বড় গর্ত হলে তা দিয়ে আনাগোনাও করতে পারেন; সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারেন (১)।

১৬। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি, এমন সময় দেখতে পেলুম! অদ্ভুত দর্শন! দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ পথ দিয়ে ছুটে আসছে। অমনি 'ঐ এলোরে' 'ঐ এলোরে' বলে চৈচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভেতর ঢুকে গেল, আর বাহুজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম (১)।

১৭। মন থেকে কামিনী কাঞ্চন সব না গেলে, অবতারকে চিনতে পারা কঠিন (১)। কেমন করে জানলে এখন অবতার নাই। অবতারকে কি সকলে চিনতে পারে? রামচন্দ্রকে নারদ যখন দর্শন

১৫। (১) অজোহপি সন্নব্যাস্ত্রা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্।

প্রকৃতিং স্বামিধিষ্ঠার সম্ভবাম্যাস্ত্রা মায়য়া ॥ গীতা ৪.৬

১৬। (১) রাম-লক্ষণ কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ।

অবতার কালে দৌহে দৌহাতে প্রবেশ ॥ চৈঃ চঃ আঃ

১৭। (১) স্বামহং মায়য়াচ্ছন্নং লীলয়া মাহুযাকৃত্তিম্।

জড়বুদ্ধিজড়ো মূর্খঃ কথং জানামি নিগুনম্ ॥ অধ্যায়, লক্ষা ৩৭৬

করতে গেলেন, তখন রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে নারদকে সাক্ষাৎ প্রণাম করলেন আর বলেন, “আমরা সংসারী জীব, আপনাদের মত সাধুরা না এলে আমরা কি কোরে পবিত্র হব (২) ?”

১৮। অবতার যখন আসেন, তখন দু'চার জন অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া সাধারণ লোকে জানতে পারে না, গোপনে আসেন। ওদের দোষ নাই। সকলে কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে (১) ? রাম পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণ অবতার—একথা বারজন ঋষি ছাড়া আর কেহ জানতেন না। অগ্ন্যধি ঋষিরা তাঁকে দশরথের ব্যাটা বলেই জানত। ভরবা-জাদি ঋষি রামকে স্তব করবার সময় বলেছিলেন, “হে রাম, তুমিই সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমিই আমাদের কাছে মানুষরূপে অবতীর্ণ

১৭। (২) তং দৃষ্ট্বা সহসোখায় রামঃ প্রীত্যা কৃতাজ্জলিঃ ।

ননাম শিরসা ভূমৌ সীতয়া সহ ভক্তিমান্ ॥

উবাচ নারদঃ রামঃ প্রীত্যা পরময়া যুতঃ ।

সংসারিণাং মুনিশ্রেষ্ঠ হ্রস্বভং তব দর্শনম্ ॥

অশ্রাকং বিষয়াপকুচেতাং নিতরাং মুনৈঃ ।

অবাণ্ডং মে পূর্বজন্ম কৃতপুণ্যমহোদয়ৈঃ ।

সংসারিণাপি হি মুনৈ লভ্যতে সংসমাগমঃ ॥

অধ্যায় অধোধ্যা ১৫-৭

১৮। (১) যুগ্মাবতারে জায়ন্তে শরীরেঋণরীণিঃ ।

তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীৰ্য্যৈর্দেহিষসঙ্গতৈঃ ॥

স ভবান্ সর্বলোকস্ত ভবায় বিভবায় চ ।

অবতীর্ণোহংশভাগেন সাম্প্রতং পতিরিশিষ্যম্ ॥

ভাঃ ১০।১০।৩৪-৩৫

হয়েছে। বস্তুতঃ তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখাচ্ছে (২)।”

১৯। জ্ঞান ভক্তি দুইই খুব উঁচু ঘরের হয়। ঈশ্বর কোটির হয়। জীবকোটিরদের আলাদা কথা। অবতারাদির জ্ঞান ভক্তি দুইই হয়। অবতারাদির ভক্তিচন্দ্র জ্ঞানসূর্য্য একাধারে দেখা যায় (১)। ঈশ্বর বস্তু ধারণা কি সকল আধারে হয় ?

২০। তিনি মানুষ হয়ে লীলা করছেন। আমি দেখি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ভক্তির জোর থাকলে মানুষেতেই ঈশ্বর দর্শন হয় (১)। প্রেমোন্মাদ হলে সর্ববভূতে সাক্ষাৎকার হয় (২)। গোপীরা সর্ববভূতে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করেছিল। বলেছিল, আমি কৃষ্ণ (৩)।

২১। অহঙ্কারের দরুণ আমাদের বিশ্বাস কম। কাক ভূষণী প্রথম প্রথম রামচন্দ্রকে অবতার বলে মানে নাই। চন্দ্রলোক, দেবলোক,

১৮। (২) জ্ঞাতং রাম তবোদন্তং ভূতকাগামিকঞ্চ যৎ ।

জানামি ত্বাং পরাত্মানং মায়ায়া কার্য্যমানুষম্ ॥

অধ্যায় অধোধ্যা ৬।৩৭

১৯। (১) শুদ্ধজ্ঞানস্ত ভক্তেষু প্রচারার্থমবতারং ॥

লঘুভাগবতামৃত লীলাবতারঃ ৪

২০। (১) ভক্তিচিন্তাহুসারেণ জায়তে ভগবানজঃ ।

অধ্যায়, কিঙ্কিধ্যা ৫।২৫

(২) ধৈর্য্যো চাশ্লিষলয়োর্মহাং জ্যোতির্দিশাশ্চ চ ।

ক্রমেণ জনবৃন্দেষু তাসাং কৃষ্ণোহি লক্ষ্যতে ।

প্রেমলক্ষণসংযুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণহৃতমানসাঃ ॥ গর্গ সং মধুর্য্য ৪।৭

(৩) কৃষ্ণোহহং পশুতং গতিং ললিতামিতি তন্মনাঃ ॥ ভাঃ ১০।৩০।১২

কৈলাস ভ্রমণ করে এসে শেষে যখন দেখলে রামের হাত থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই তখন তাঁর শরণাগত হয়ে থরা দিলে। রাম তাকে ধরে গিলে ফেলেন। তখন ভূষণী দেখলে তার গাছে বসে রয়েছে। তার অহঙ্কার চূর্ণ হল। আর জানতে পারলে রামচন্দ্র দেখতে মানুষের মত হলেও তাঁর উদরের ভেতর চন্দ্র, আকাশ, সূর্য, নক্ষত্র, জীব, জন্তু, পাহাড়, গাছ ব্রহ্মাণ্ড আছে (১)।

২২। তিনিই স্বর্ষাট, তিনিই বিরাট (১)। তিনি মানুষ হতে পারেন না, এ কথা আমরা জোর করে ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বলতে পারি না। ঈশ্বর মানুষদেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন,—প্রেম, ভক্তি

২১। (১) চৈতন্য আনন্দপূর্ণ প্রভু ভগবান্।

করিছেন কি এ লীলা নাহি হয় জ্ঞান ॥

মুহু হাসিলেন রাম হেরিয়া আমারে।

হাসিতে পশিহু তাঁর মুখের মাঝারে ॥

উদর মধ্যেতে তাঁর গুন পক্ষিবর।

দেখিলাম কত শত ব্রহ্মাণ্ডনিকর ॥

অগণিত তারাগণ রবি শশধর।

অসংখ্য অসংখ্য গিরি বিশ্বমুখিস্তর ॥

নদী সরোবর বন সাগর অপার।

নানাবিধ দেখিলাম সৃষ্টির বিস্তার ॥

তুলসী রামায়ণ, উত্তরঃ, পত্ন্যাবাদ

২২। (১) আত্মোৎসবতার। পুরুষঃ পরমঃ কালঃ স্বভাবঃ সদসম্মতঃ।

অব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়ানি বিরাট স্বরাট স্থানু

চরিতুঃ ভূমঃ ॥

ভাঃ ২।৬।৪১

শিখাবার জন্ম। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আশ্বাদন করা যায় (২)।

২৩। অগ্নিতত্ত্ব কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ত্ব মানুষে খুঁজবে। যে মানুষে দেখবে উজ্জিতা ভক্তি—ঈশ্বরের জন্ম পাগল—নিশ্চিত জেনে সেই মানুষে তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি ত আছেনই; তবে তাঁর শক্তি কোথাও কম, কোথাও বেশী প্রকাশ। কখন কখনও বা সেই শক্তি পূর্ণভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার। অবতারের ভিতর তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। অবতার, সিন্দুকব এবং জীবে শক্তি লইয়াই প্রভেদ (১)।

২৪। যদি বল যাঁর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক এই সব জীবের ধর্ম অনেক আছে তাঁকে কেমন করে অবতার বলব? দেখ, ‘পঞ্চ ভূতের কাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।’ পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র, তিনি সীতার শোকে কাতর হয়ে কাঁদতে লাগলেন (১)। হিরণ্যাক্ষ বধ করবার জন্ম

২২। (২) অনুগ্রহাঙ্ক ভূতানাং মানুষং দেহমাপ্রিভঃ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রদ্ধা তৎপরো ভবেৎ ॥

ভাঃ ১০।৩৩।৩৬

২৩। (১) শক্তি রৈশ্বর্য মাধুর্য কুণা তেজোমুখা গুণাঃ।

শক্তের্ব্যক্তি স্তথাব্যক্তি স্তারতমস্ত লক্ষণম্ ॥

লঘুভাগবতামৃত-কৃষ্ণ ৪৭

২৪। (১) রামায়ণাভিধাং রামো ভূষা মানুষচেষ্টকঃ।

ক্রোধং মোহঞ্চ কামঞ্চ ব্যবহারার্থসিদ্ধয়ে ॥

তত্ত্বং কালোচিতং গহ্নন্ মোহয়তাবশঃ প্রজাঃ।

অনুরক্ত ইবাবেশেগুণেষু গুণবজ্জিতঃ ॥

অধ্যাপ্ত, কিক্কিয়া ৫।২১-২২

বরাহ অবতার হলেন। কিন্তু নারায়ণ হিরণ্যাক্ষ বধ করেও কতকগুলি ছানা পোনা নিয়ে আনন্দে বরাহ হয়ে রইলেন। স্বধামে আর যেতে চান না। তখন দেবতার পরামর্শ করে শিবকে পাঠিয়ে দিলেন। শিব গিয়ে তাঁকে অনেক বুঝাতে লাগলেন, কিন্তু তিনি ছানা পোনাগুলির মাই দিতে লাগলেন। তখন শিব ত্রিশূল দিয়ে বরাহের দেহ ভেঙ্গে দিলেন (২)। তখন ঠাকুর হাসতে হাসতে স্বধামে চলে গেলেন।

২৫। অবতারকে চিনতে গেলে সাধন করতে হয়। বড় সাহ ধরতে হলে চার ফেলতে হয়। দুধ থেকে মাখন তুলতে হলে মখন করতে হয় (১)। সরিষা থেকে তেল বার করতে হলে সরিষা পিষতে হয়। মেতীতে হাত রাঙ্গা করতে হলে মেতী বাটতে হয়।

২৪। (২) স তে: পুত্রৈ: পরিতো বরাহো ভার্য্যা সহ।

রমমাণ স্তদাকায়ত্যাগং নৈবাগণদ্বিভা: ॥

শঙ্কর: প্রাহ সর্বেশং বারাং কলিতং বিভো ॥

তন্তে পূর্ণং কৃতং পৃথ্বী যথাবৎ স্থাপিতা ত্বয়া।

তস্মাৎ ত্যজ বারাং শরীরং জগতাং পতে ॥

কালিকা পু: ২৯/৩১-২-১৩

২৫। (১) নবনীতং যথা দগ্নো জ্যোতি: কাষ্ঠাদপি কচিৎ।

মহনৈ: সাধনৈরবং পরং জ্ঞাত্বা স্থখী ভবেৎ ॥

গরুড় পু: উ: ৭।২৫

শাস্ত্র ও পাণ্ডিত্য

১। যে পণ্ডিতের বিবেক নাই, সে পণ্ডিতই নয়। শুধু পণ্ডিত কি হবে, যদি বিবেক বৈরাগ্য না থাকে। পণ্ডিতের যদি দেখি, বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, তাকে খড়্গ কুটো মনে হয়। হাজার লেখাপড়া শেখ ঈশ্বরে ভক্তি না থাকলে তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা না থাকলে সব মিছে (১)। যে বিছা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই বিছা; আর সব মিছে।

২। শুধু নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে? ভবনদী পার হতে জানাই দরকার। লক্ষ্য ভেদের সময় অর্জুনকে দ্রোণাচার্য্য জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি রাজাদের, কি আমাদের, কি গাছ, কি গাছের উপরের পাখী, এ সব কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?” অর্জুন বললেন, “শুধু পাখীর চোখ দেখতে পাচ্ছি (১)।” যে শুধু পাখীর চোখ দেখতে পায় সেই লক্ষ্য বিধতে পারে।

৩। শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? পণ্ডিতের বেদ, পুরাণ, তন্ত্র—অনেক শাস্ত্র, অনেক শ্লোক জানা থাকতে পারে; কামিনী কাঞ্চনে থাকলে

১। (১) বাগ্ বৈখরী শঙ্করী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদ্যগুণ বিদ্বাং তদ্বৎ ভুক্তয়ে নতু মুক্তয়ে ॥ বি: চু: ৬৫

২। (১) পশ্চাম্যেকং ভাসমিতি দ্রোণং পার্থোহভ্যভাষত।
ন তু বৃক্ষং ভবন্তং বা পশ্চামীতি চ ভারত।
শিরঃ পশ্চামি ভাসন্ত ন গাত্রমিতি সোহব্রবীৎ ॥

মহা: আদি: ১০৩.৪-৬

শাস্ত্রের মর্ম বুঝতে দেয় না। সংসারের আসক্তিতে জ্ঞান লোপ হয়ে যায়। (১) পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।

৪। পণ্ডিতের যদি বিবেক বৈরাগ্য থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে? (১) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি কোরো না। ওদের চিন্তা দু'পয়সা পাবার জন্ম। আমি দেখেছি ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ণ করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করেছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উন্টে যাবে। শাস্ত্র, বই শুধু এ সবে কিছু হবে না (২)।

৫। বইপড়ে কতকগুলো তর্কযুক্তি করতে পারলে কিছু হবে না। 'শীর্ণা গোকুল মণ্ডলী!' এই সব শ্লোক পণ্ডিতেরা কত বলে। তপস্যা চাই, তবে বস্ত্র লাভ হবে! 'সিক্ধি' 'সিক্ধি' মুখে বলিলেও হবে না, কুলকুটো করিলেও কিছু হবে না। নেশা করতে হলে সিক্ধি খেতে

৩। (১) ষড়্‌দর্শনমহাকুণে পতিতাঃ পশবঃ প্রিয়ে।

পরমার্থং ন জানন্তি পশুপাশনিয় ব্রহ্মতাঃ ॥

সাংসারিক-সুখাসক্তঃ ব্রহ্মজ্ঞোহস্মীতি বাদিনম্।

কন্ম-ব্রহ্মোভয়দ্বষ্টং তং তাজ্জৈদন্ত্যজ্ঞং যথা ॥ বিঃ চুঃ

৪। (১) বেদাগম-পুরাণজঃ পরমাখং ন বোত্ত যঃ।

বিড়ম্বকস্ত তস্তাপি তৎসর্কং কাকভাষিতম্ ॥

(২) অকুত্বা দৃশ্যবিলম্বমজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।

বাহুশব্দৈঃ কুতো মুক্তি রক্তিমাভ্রফলৈ নৃণাম্ ॥

কুলার্ণব ১।

কুলার্ণব ১

বিঃ চুঃ ৬৫

হয়। এ সব কথা ধারণা করতে হবে (১)। এ সব কথা ধারণা করতে হলে, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে, গোপনে ঈশ্বরকে ডাকতে হবে। ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না।

৬। এক বাগানে হুজ্জন লোক বেড়াতে গিয়েছিল। তার মধ্যে যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আমগাছ, কোন্‌ গাছে কটা আম হয়েছে, বাগানটার কত দাম হতে পারে ইত্যাদি নানারকম বিচার করতে লাগল। আর একজন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে একটা করে আম পাড়তে লাগল আর খেতে লাগল। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব কিতাব করে লাভ কি? তাঁতে ভক্তিপ্রেম হবার জন্মই মানুষজন্ম। তুমি আম খেয়ে চলে যাও। যারা জ্ঞানাভিমানী তারাই শাস্ত্র মীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকে (১)।

৭। বেশী শাস্ত্র পড়াতে আরও হানি হয়। শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার। সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্ম (১)। বই, শাস্ত্র—এসব কেবল

৫। (১) ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরোধধনকতঃ।

বিনা পরোক্ষাভুত্বং ব্রহ্মদর্শনং মূঢ়্যতে ॥

বিঃ চুঃ ৬৪

৬। (১) মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্কশাস্ত্রাণি চৈবহি।

সারস্ত্ব যোগিভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

জ্ঞানদঙ্কলিনী ৫১

৭। (১) ন বেদাঃ কারণং মুক্তেদর্শনানি ন কারণম্।

তথৈব সর্কশাস্ত্রাণি জ্ঞানমেব হি কারণম্ ॥

কুলার্ণব ১

তঁার কাছে যাবার পথ বলে দেয়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর ওসবের দরকার হয় না। তখন নিজে কাজ করতে হয়। বসে বসে কেবল শাস্ত্রের কথা নিয়ে বিচার করলে হবে না। ডুব দিলে তবে ত ঠিক ঠিক সাধন হবে।

৮। শাস্ত্র কত পড়বে? আগে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে কিছু কর্ম কর, তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। গুরু না থাকেন তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, তিনি কেমন—তিনিই জানিয়ে দিবেন। বই পড়ে কি জানবে (১)?

৯। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়লে দাস্তিকতা, অহঙ্কার বেড়ে যায় মাত্র। গ্রন্থ নয়, গ্রন্থি—গাঁট। শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশিয়ে আছে। তার মধ্যে থেকে চিনিটুকু বেছে লওয়া বড় কঠিন। পিপড়ের মত বালি ত্যাগ করে চিনিটুকু নিতে হয় (১)। যে চিনিটুকু নিতে পারে, সেই চতুর। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার?

১০। যে কোন রকমে হউক তাঁকে লাভ হলেই হলো। সংস্কৃত নাই জানলাম। পণ্ডিত, মূর্খ, সকল ছেলের উপরই তাঁর সমান রূপা। ব্যাকুলতা এলেই হলো। বাপের পাঁচ ছেলে থাকে; কেউ ‘বাবা’ বলতে পারে, কেউ ‘বা’ বলে ডাকে, কেউ বা ‘পা’ বলে ডাকে,

৮। (১) শাস্ত্রজ্ঞানং মহাব্যাং চিত্তভ্রমণকাষণম্।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞানং তত্ত্বমাত্মনঃ ॥

৯। (১) অভ্যাস সর্বশাস্ত্রাণি তত্ত্ব জ্ঞাত্বাহি বুদ্ধিমান্।
পলাশমিব ধাত্তার্থী সর্বশ স্তং পরিত্যজেৎ ॥

বিঃ চূঃ ৬২

কুলার্ণব ১ উঃ

সবটা উচ্চারণ করতে পারে না। যে ‘বাবা’ বলে ডাকে তার উপর কি যারা ‘বা’ বা ‘পা’ বলে ডাকে তাদের চেয়ে বেশী ভালবাসা হবে? বাবা জানছে এরা কচি ছেলে, ঠিক উচ্চারণ করিতে পারছে না (১)। বাপের ছোট বড় সকলের উপর সমান স্নেহ।

১১। দর্শন করলে একরকম, শাস্ত্র পড়ে আর একরকম। শাস্ত্রে কেবল আভাস মাত্র পাওয়া যায়। তাই কতকগুলো শাস্ত্র পড়বার কোন আবশ্যক নাই (১)। তার চেয়ে নির্জনে তাঁকে ডাকা ভাল। অনেকে মনে করে বই না পড়লে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিছা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুন্যের চেয়ে দেখা ভাল।

১২। নানা বিষয় জানবার দরকার নাই (১)। যিনি আচার্য্য তাঁরই নানা শাস্ত্র জানা দরকার (২)। আপনাকে বধ করবার জন্য একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়; কিন্তু অপরকে বধ করতে হলে ঢাল তরোয়াল চাই। তেমনি লোক শিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়তে হয়, অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়, কিন্তু আপনার ধর্মলাভ কেবল একটি কথায় বিশ্বাস করলেই হয়।

১০। (১) যস্মৈ দত্তঞ্চ বজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ম্।

জ্ঞানেন সহ স জ্যোতি ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥

নাঃ পঃ রাঃ ১।১২।৪০

১১। (১) দেবি! প্রজ্ঞাবতঃ শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানস্ত কারণম্।

প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্তয়া গ্রহণং কূতঃ ॥

কুলার্ণব ১ উঃ

১২। (১) যথামুতেন তুণ্ডস্ত নাহারেণ প্রয়োজনম্।

তত্ত্বজ্ঞানস্ত তথা দেবি ন শাস্ত্রেণ প্রয়োজনম্ ॥

কুলার্ণব ১ উঃ

(২) উপনীয় তু যঃ শিশুঃ বেদমধ্যাপয়েদ্ বিজঃ।

সকল্লং সরহস্তঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে ॥

মহু ২।১৪০

১৩। শাস্ত্রের অর্থ দুই রকম—শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থ, অর্থাৎ যে অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠির কথা, আর চিঠি যে লিখেছে তার মুখের কথা,—অনেক তফাৎ। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা, আর তাঁর বাণী মুখের কথা (১)। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে শাস্ত্রের কথা লই না। আমি বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কি আছে জানবার জগু হতো দিয়ে মাকে বলেছিলাম, “আমি মুখ্য, তুমি আমায় জানিয়ে দাও ঐ সব শাস্ত্রে কি আছে (২)।”

১৪। যদি হৃদয় মন্দিরে মাধব প্রতিষ্ঠা করতে চাও, যদি ভগবান লাভ করতে চাও, তা’হলে শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁক ফুকলে হবে না—আগে চিত্তশুদ্ধি। মন শুদ্ধ না হলে ভগবান আসবেন না (১)। চামচিকার বিষ্ঠা থাকলে মাধবকে আনা যাবে না। এগার জন চামচিকে একাদশ ইন্দ্রিয়—পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন (২)।

১৫। শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে। তাঁকে পাবার উপায়, তাঁকে জানবার জগুই বই পড়া।

১৩। (১) শব্দব্রহ্মাগমময়ং পরং ব্রহ্ম বিবেকজম্ ॥

কুলার্ণব ১ উঃ

(২) প্রত্যক্ষগ্রহণং নাস্তি বার্তয়া গ্রহণং প্রিয়ে।

এবং যে শাস্ত্রসংমৃঢ়ান্তে দূরস্থা ন সংশয়ঃ ॥

কুলার্ণব ১ উঃ

১৪। (১) তন্মাত্রা সর্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।

বৈরেব যত্নঃ কর্তব্যো রোগাদাদিব শণ্ডিতৈঃ ॥

বিঃ চূ ৬৮

(২) শ্রোত্রং স্বগ্ দর্শনং ব্রূণো জিহ্বেতি জ্ঞানগন্তয়ঃ।

বাক্ পাণাপস্থ পায়ুজ্বিঃ কন্দ্যগাণ্ডোভয়ঃ মনঃ ॥

ভাঃ ১১।২২।১৫

একটি সাধুর পুঁথিতে কি লেখা আছে একজন জিজ্ঞাসা করলে। সাধু দেখালে পাতায় পাতায় “ওঁ রাম” লেখা রয়েছে—আর কিছুই নাই। চৈতন্যদেব দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় দেখলেন একজন গীতা পাঠ করছে, আর একজন একটু দূরে বসে কেঁদে চোখ ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি এসব বুঝতে পারছ?” সে বললে, “ঠাকুর আমি শ্লোক এ সব বুঝতে পারছি না, আমি অর্জুনের রথ দেখতে পাচ্ছি আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জুন কথা কচ্ছেন। তাই আমি কাঁদছি (১)।” তাঁকে পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।

১৫। (১) মহাপ্রভু পুছিল তারে শুন মহাশয়।

কোন অর্থ জানি তোমার এত স্বথ হয় ॥

বিপ্র কহে মূর্থ আমি শব্দার্থ না জানি।

শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু আজ্ঞা মানি ॥

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হইয়া রজ্জ্বধর।

বসিয়াছে হাতে তোত্র গ্রামল সুন্দর ॥

অর্জুনে কহিতেছেন হিত উপদেশ।

তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেণ ॥ চৈঃ চঃ মঃ ৯।

সর্বধর্ম সমন্বয়

১। তিনি অনন্ত, পথও অনন্ত। অনন্ত মত, অনন্ত পথ।
আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান,
খৃষ্টান; আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে
হয়েছে (১)। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছে সকলে
আসছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। কিন্তু একটা জোর করে ধর্তে হয়।
এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হবে না (২)।

২। দেষাদ্বেষীর দরকার নাই। যত মত তত পথ। সকল
ধর্মই সত্য। ধর্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের
কাছে যাওয়া যায়। যেমন এই কালীবাড়ীতে আসতে হলে কেউ
নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে। ভিন্ন নদী সব নানা
দিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে
সব এক (১)।

৩। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে। যার
যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। কোন ছেলের জন্য লুচি,

১। (১) তত্তৎ শ্রীভগবতোব স্বরূপং ভূরি বিগতে।

উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্ততুপাসকে ॥

লধু ভাগবতামৃত কৃষ্ণ ২০০

(২) পছানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্রংমনীষিভিঃ।

স্বগুরোর্মতমশ্রিত্য শুভং কার্যং ন চাত্তথা ॥

হরতত্তদীতি: ১৬

২। (১) কুটীনাং বৈচিত্র্যাদ্ভু কুটিল নানাপথজুষাং।

নৃগামেকো গম্যন্তুমসি পরসামর্গব ইব ॥ মহিষ্মন্তোক্ত ৭

কারও জন্য খই বাতাসা ব্যবস্থা করে থাকেন। যার যা প্রকৃতি,
যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে (১)। বারোয়ারিতে
নানারকম মূর্তি তৈয়ার করে—রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতারাম,
আবার বেশা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে, তাও করে। আর নানা
মতের লোক গিয়ে প্রত্যেক মূর্তির কাছে ভিড় করে। যারা বৈষ্ণব
তারা রাধাকৃষ্ণের কাছে; যারা শাক্ত তারা হরপার্বতীর কাছে,
যারা রামভক্ত তারা সীতারামের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে।

৪। বাড়ীর মধ্যে একজন রয়েছেন,—বাইরে থেকে তাঁকে
কেউ খুড়োমশাই, কেউ মামাবাবু, কেউ মেশোমশাই বলে ডাকছে।
কিন্তু তিনি ভেতর থেকে বুঝতে পারছেন যে, সকলে তাঁকেই
ডাকছে। ভগবানও সেইরূপ। যে তাঁকে যা ইচ্ছা বলে ডাকুক
না কেন, তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁকেই ডাকা হচ্ছে। ঈশ্বর
এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে
ডাকে (১)।

৫। আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়াই তাঁকে পাওয়া
যায়। বৈষ্ণব, শাক্ত, বেদান্তবাদী, ব্রহ্মজ্ঞানী, শৈব, মুসলমান, খৃষ্টান

৩। (১) ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণাশ্চ শ্যামলসুন্দরম্।

কেচিচ্চতুর্ভূজং শান্তং লক্ষ্মীকান্তং মনোহরম্ ॥

ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্তং দিগম্বরম্।

নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাম্ ॥

একোহহং পঞ্চধা ভাতি: ক্রীড়ার্থং নামভি: কিল ॥

হরতত্তদীতি: ১৬

৪। (১) নামভেদাদ্ ভবেদ্ভিন্না ন ভিন্না পরমার্থত:।

সর্বী সর্বগতা দেবী সর্বদেবনমস্কৃতা ॥ হরতত্তদীতি: ১৬

এরা সকলেই আন্তরিক হলে পাবে (১)। এ বুদ্ধি নাই যে যাঁকে শিব বলছো, তাঁকেই কৃষ্ণ, তাঁকেই আত্মশক্তি, তাঁকেই যীশু, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম তাঁর হাজার নাম। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্ছে, তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম।

৬। এক পুকুরে অনেকগুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা কলসী করে এক ঘাটে জল নিচ্ছে,—বলছে ‘জল’। মুসলমানরা আর এক ঘাটে চামড়ার ডোলে করে জল নিচ্ছে,—বলছে, ‘পানি’। খৃষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্ছে,—বলছে ‘ওয়াটার’। যদি কেউ বলে এটা জল নয়, ‘ওয়াটার’; কি ওয়াটার নয়, ‘পানি’; কি পানি নয়, ‘জল’; তাহলে হাসির কথা হয়ে পড়ে (১)। ধর্ম নিয়ে দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি,—এসব ভাল নয়।

৭। তিনি যে অন্তর্যামী,—অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। কথাটা এই, কোন রকমে তাঁর উপরে যাতে ভক্তি হয়,—ভালবাসা হয়, নানা খবরে কাজ কি? একটা পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি তাঁর উপর ভালবাসা হয় তা হলেই হলো। তার পর

৫। (১) হরঃসুখত্বা যত্র শ্রামাকৃষ্ণহরিস্তিতাঃ।

তত্ত্বংবর্গমুপাশ্রয়ং তৎসারূপ্যমুপাগতাঃ ॥ লঘু ভাঃ কৃষ্ণ ২৩৫

৬। (১) ইদং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহরথোদিব্যঃ স স্বর্পণো গরুত্মান্।

একং সন্ধিপ্ৰা বহুধা বদন্ত্যগ্নিঃ যমঃ মাতরিশ্বানমাহঃ ॥

ঋগ্বেদ ১।২২।১৬৪।৪৬

তত্র হেতে সর্বম্ এবং ভবন্তি ॥ বু: আ: উ: ১।৪।৭

যদি দরকার হয় তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন—সব পথের খবর বলে দেবেন (১)। নানা বিচারের দরকার নাই।

৮। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান সান্ধি করে ভাত নিয়ে এল। সান্ধি থেকে মুসলমানদের খাইয়ে আমাদের দুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, সবই এক!—সচ্চিদানন্দই নানা রূপ ধরে রয়েছেন (১)। তিনিই জীব, জগৎ, অন্ন সবই হয়েছেন।

৯। এক ঘেয়ে হোসনে, একঘেয়ে হওয়া এখানকার ভাব নয়। আমি এক ঘেয়ে কেন হব? আমি পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, কখন অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন ধ্যান, কখন বা তাঁর নাম গুণগান করি, কখন বা তাঁর নাম করে নাচি (১)।

১০। হনুমান বলেন, ‘সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ ধারণ করেছেন এবং সেই জগুই শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন ভেদ নাই, কিন্তু তবুও আমার প্রাণ সর্বদা জানকীনাথেরই দর্শন চায়—কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব (১)। ঐ মূর্তির ভেতর দিয়েই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখে কৃতার্থ হয়েছি।’

৭। (১) যে যথা মাং ভজন্ত্যেব তেন মার্গেণ সদগতিম্।
দাত্তামি শৃণু চার্কস্মি সধা স্বং ভক্তবৎসলে ॥ কুলার্ণব ১ উঃ

৮। (১) এক এব পরো হাত্মা ভূতেশ্বায়ত্ত্ববস্থিতঃ।
যথেন্দু রুদপাত্রেষু ভূতাত্তোকাঙ্ক্ষকানি চ ॥ ভাঃ ১।১।৮।৩২

৯। (১) গময়েদেবতাপূজাজপযজ্ঞস্তবাদিনা ॥ যোগিনীতন্ত্র ১৩ পঃ

১০। (১) শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ ॥ লীলাপ্রসঙ্গশ্লোক ৪র্থ

১১। যে কোন একটা ভাব, ঠিক ঠিক ধরলে তা থেকেই ভাবময় ভগবানকে পাওয়া যায়। যে যার ভাব ধরে তাঁকে ডেকে যা। আর, কারো ভাবের নিন্দা করিসনে, (১) বা অপরের ভাবটা নিজের বলে ধরে নিতে যাসনে।

১২। ওকি হীনবুদ্ধি তোর? জানবি যে, তোর ইফটই কালী, কৃষ্ণ, গৌর সব হয়েছেন। তা বলে কি নিজের ইফট ছেড়ে তোকে গৌর ভজতে বলছি, তা নয়। তবে দ্বৈষ বুদ্ধিটা ত্যাগ করবি। তোর ইফটই কৃষ্ণ হয়েছেন, গৌর হয়েছেন—এই জ্ঞানটা ভিতরে ঠিক রাখবি (১)।

১৩। আমি দেখি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না (১)।

১১। (১) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কন্দসজ্জিনাম্।

জ্যোষেৎ সর্বকর্মানি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ গীতা ৩।২৬

১২। (১) যথা শিবস্তথার্চ্যং বা দুর্গা বিষ্ণুরেব সা।

অত্র যঃ কুরুতে ভেদং সনরো মুঢ়হৃদয়ঃ ॥ যুগ্মমালা ২ পঃ

১৩। (১) এক এবহি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ পঞ্চদশী ১৫৮

বিবিধ

১। হাজার দোষ থাকুক, বংশে যদি মহাপুরুষ জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন (১)। যখন গন্ধর্ব্ব কৌরবদের বন্দী করলে তখন যুধিষ্ঠির তাদের মুক্ত করলেন। যে দুর্ঘ্যোখন এত শত্রুতা করেছে, যার জন্ম যুধিষ্ঠিরের বনবাস হয়েছে তাকেই গিয়ে মুক্ত করলেন। বলেন, ‘আত্মীয়দের ওরূপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলঙ্ক (২)।’

২। দক্ষিণেশ্বরে ৬রাধাগোবিন্দজীর মূর্তি ভেঙ্গে গেলে পণ্ডিতগণ ভাঙ্গা মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলে দিবার বিধান দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করলে, তিনি ভাবমুখে বলেছিলেন,—“রাণীর জামাইদের যদি কেউ পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হতো, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক। মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে, তেমনি পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্ম (১)?”

১। (১) যস্মিন্ কুলে কৃষ্ণভক্তো জায়তে ব্রহ্মলক্ষণঃ।

তৎকুলং বিমলং বিদ্ধি মলীমসমপি স্বতঃ ॥ গর্গসং বিজ্ঞান ৪'৫

(২) অজ্ঞাতশত্রুস্তচ্ছত্রা গন্ধর্ব্বস্ত বচস্তথা।

যোক্ষ্যামাস তান্ সর্বান্ গন্ধর্ব্বান্ প্রশংস চ ॥

মহাঃ বনঃ ২৬২।২৪

২। (১) ইষ্টা তু যন্ত বা মূর্তিঃ স তাং যত্নেন পূজয়েৎ।

পূজিতে ফলমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥ হরিভঃ বিঃ ৫।১৮৬

৩। জ্ঞানীরা ঘাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে (১)।

৪। নেশা কোরে ধ্যান করা, সংসারী হয়ে জগৎ মিথ্যা বলা আর যোগী হয়ে স্ত্রীসঙ্গ করা,—এ তিনই আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র (১)।

৫। মথুর বলেছিল ঈশ্বরকেও আইন মেনে চলতে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ করবার তাঁরও ক্ষমতা নাই। আমি বলুম ‘ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে, সে তখন তা রদ করতে পারে, বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে (১)।’

৬। যারা অতি নীচুঘর তারাই ঈশ্বরকে ডাকে রোগ ভালর জন্ম (১)। অনেকদিন হল যখন পেটের অস্থখে ভুগছি, হৃদে বলে, মাকে একবার বল না,—যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্ম বলতে লজ্জা হল।

৩। (১) বদন্তি তত্ত্ববিন্দুস্তব্ধং যজ্ঞ-জ্ঞানমদ্বয়ম্ ॥

ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥ ভাঃ ১২।১১

৪। (১) আমল করকে করে ধ্যান,

গৃহী হোকে বাতায় জ্ঞান।

যোগী হোকে কুটে ভগ

তুলসী কহে এ তিনো ঠক্ ॥ তুলসীদাস

৫। (১) অকর্তুং কর্ত্তমপিবাচ্যথাকর্ত্তুংপীথরাঃ ॥

কেদারমাহাত্ম্য ১৭।১৬৩

৬। (১) উপসর্গেব সংযুক্তা আবর্ত্তন্তে পুনঃ পুনঃ ॥ বায়ু পুঃ ১২।১৬

৭। ‘আমাদের’ কথাটাই ভাল, ‘আমার’ বলা ভাল নয় (১)। যারা হীনবুদ্ধি অহঙ্করে লোক, তারাই বলে, ‘আমি নিজে এসেছি।’

৮। মানুষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন? সব তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ‘হাঁ’তে জগতের সব হচ্ছে; আর ‘না’তে হওয়া বন্ধ হচ্ছে (১)। মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তাঁরই ইচ্ছায় হয়—যায়।

৯। উপদেশ যদি দিতে হয় ত পাত্র দেখে দিতে হয় (১)। আমার কাছে কোন ছোকরা এলে আগে জিজ্ঞাসা করি, ‘তোরা কে আছে?’ মনে কর, বাপ নাই, বাপের হয় ত ঋণ আছে, সে কেমন করে ঈশ্বরে মন দিবে?

১০। কলিযুগে অগ্রপ্রকার দৈববাণী হয় না। তবে আছে, বালক কি পাগল, এদের মুখ দিয়ে তিনি কথা কন (১)।

৭। (১) মমেতি মূলং হুঃখস্ত ন মমেতি নিবর্ত্ততে।

অহমিত্যকুরোংপন্নো মমেতি স্বকুবান্ মহান্ ॥ গঃ পুঃ পুঃ ২৩০।২

৮। (১) অহং প্রাণঃ শরীরস্থো ভূতগ্রামচতুঃস্থে।

ধর্ম্মার্থে মতিং দত্ত্বাং সুখহুঃখে কৃতাক্রতে ॥

অহমেব তথা জীবান্ প্রেরয়ামি চ কর্ণস্থ ॥

জন্তোবুদ্ধিং সমাশ্বায় পূর্ব্বকর্ম্মাধিবাসিতাম্ ॥ গঃ পুঃ উঃ ৩০।৩২-৩

৯। (১) বিদ্বান্ স তস্মা উপসত্তিমীষুষে,

মুমুক্শে সাধু ধথোক্তকারিণে।

প্রশান্তচিত্তায় সমমিতায়

তত্ত্বোপদেশং কুপয়ৈব কুর্য্যাৎ ॥ বি, চ, ৪৪

১০। (১) উন্নতানাকৃ যা গাথা শিশুনাং ভাবিতকৃৎ যৎ।

স্মিরো যচ্চ প্রভাষন্তে তন্তু নান্তি ব্যতিক্রমঃ ॥ মলমাসতত্ব

১১। ঈশ্বরকে তুষ্ট করলে সকলেই তুষ্ট হবে। তন্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্—ঠাকুর যখন দ্রোপদীর হাঁড়ির শাক খেয়ে বলেন, আমি তৃপ্ত হয়েছি, তখন জগৎশুভ জীব তৃপ্ত—হেউ ঢেউ হয়েছিল (১)। কই মুনরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল?

১২। ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না। সকলের কাছেই জয় (১)।

১৩। ধর্মের নাম করে মতপান করা ভাল নয়; আমি দেখেছি যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই (১)।

১৪। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভগবানের হাত (১)।

১১। (১) ইতি নির্বন্ধতঃ স্থালী মানাযা স যত্নবহুঃ।

স্থাল্যাস্ত কণ্ঠসংলগ্নং শাকান্নং বীক্ষ্য কেশবঃ।

উপযুক্ত্যত্রবীদেনামনেন হরিরীধরঃ।

বিশ্বাত্মা প্রীয়তাং দেবস্তষ্টশাস্তিতি যজ্ঞভুক্তঃ॥

মহাঃ বনঃ ২৬২।২৪-২৫

১২। (১) যষ্টৈব ভগবাংস্তষ্টন্তু নূনং কথং ভবেৎ।

ধত্তাষ্টৈব কৃতার্থাশ্চ যেষাঞ্চ ভগবৎকৃপা॥

শিব পুঃ জ্ঞানঃ ৬৩।৭

১৩। (১) জীণামপি ন দোষোহস্তি সম্প্রদায়িষু সঙ্গমাং।

মত্তমাংসাদিকং গ্রাহং সম্প্রদায়াবিরোধতঃ॥

পাপিনাং শিষ্টতাং প্রাপ্য প্রাপ্তোহহং ত্বাদৃশীং দশাম্।

তেষাং গতিরীকা জাতা জানাতি ন শিবোহপি তাম্॥

কেদারমাহাত্ম্য ৬।১৪।১৪৮

১৪। (১) দৈবাধীনমিদং সর্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্।

তস্মাজ্জন্ম চ মৃত্যুঞ্চ দৈবং জানাতি নাপরঃ॥ বুঃ নাঃ পুঃ ৩৫।৪৭

১৫। “মাগনেসে ছোটা হো যাতা (১)।” যার বাড়ি নেই,—স্বয়ং ভগবান যখন ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকেও বামনরূপ ধরতে হয়েছিল। তাই অপরের কাছে কোন বিষয় চাইতে হলে ছোট হতে হয়।

১৬। ছেঁড়া কাপড়, ছেঁড়া জুতা, ছাতা ব্যবহারে মানুষ লক্ষ্মীছাড়া ও হতশ্রী হয় (১)।

১৭। যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাকেও দেয় না। এমন কি কুকুরকেও দেওয়া যায় না (১)।

১৫। (১) শকং বা যদিবাশকং যাচমানো ব্রজেদধঃ॥ সন্ন্যাস উঃ ২।২৪

১৬। (১) নির্দিশং মলিনং জীর্ণং ছিন্নং গাত্রাবলিঙ্গিতম্।

পরকীর্ত্তং হাযুদষ্টং সূচীবিদ্ধং তথোষিতম্॥

বর্জয়েৎ স্বোপযোগেন যজ্ঞাদাবুপযোগেন॥ কালিকা পুঃ ৬৯।২

১১। (১) নোচ্ছিষ্টং কস্তচিদত্তাত্মাত্মাচ্চৈব তথাস্তরা।

ন চৈবত্যাশনং কুর্ধ্যান্নচোচ্ছিষ্টঃ কচিদ্ব্রজেৎ॥

মন্তু ২।৫৬

সমাপ্তাঃ